This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com

BP
75
.22
.B26L53
1854
c.1
Gen

Digitized by Google

£5

Chicago ordered

Mr.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LIFE

OF

MUHAMMAD;

FOUNDED ON ARABIC AUTHORITIES.

মহম্মদের

জীবনচরিত্র।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE SATYÁRNABA PRESS, SOUTH ROAD

INTALLY, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN

TRACT AND BOOK SOCIETY.

1854.

Digitized by Google

The
UNIVERSITY
OF CHICAGO
LIBRARY

Digitized by Google

ভূমিকা।

ইব্রীয় ভাষাতে "আরব" শব্দের অর্থ প্রান্তর; উক্ত নাম আরব দেশের উপযুক্ত বটে, যেহেতুক তাহার বালুকাময় স্থান সাগরের ন্যায় দেখায়।

ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে, যে আরব দেশের পূর্ব্বোত্তর দিগে অরাম নহরিয়ম দেশে ফরাৎ নদীর সমীপে এদন নামে এক উদ্যান ছিল; আরব দেশের উত্তরভাগে আয়ূব নামক ভূম্যধিকারী বাস করিতেন, তিনি শয়তানহইতে বহু যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; আরব দেশের পশ্চিমাংশে মূসা ও যিহুদীয় লোকেরা ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন; তাহার দক্ষিণ ভাগে শিবা দেশের রাণী বাস করিতেন, তিনি জ্ঞান লাভের জন্যে তথাহইতে যিরূশালম নগরে সুলেমানের নিকট গমন করিয়াছিলেন; এবং পৌল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আরব দেশে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। ইদোমের পশুপাল ও শিবির এবং কেদরের ও নিবায়োতের মেষগণ আরব দেশে ছিল, ইহা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে *। যিশায়িয় ভবিষ্য-দ্বক্তার গ্রন্থে ঐ দেশের বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

* যিশায়িয় ৬০। ৬, ৭।

Digitized by Google

বঙ্গ দেশে অনেক২ নদী আছে, কিন্তু আরব দেশে একটাও নদী নাই, প্রায় সর্ব্বস্থলে বালুকাময় প্রান্তর সাগরস্বরূপ দেখায়। তথাকার মরুভূমি ৪০০ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার বালুকা সকল বায়ুদ্বারা তরঙ্গের ন্যায় চালিত হয়; এবং প্রবল ঝড়ের সময়ে তথায় যাত্রি লোকেরা বালুকাবৃত হইয়া মরিয়া যায়।

আরব দেশের বৃক্ষ ও জন্তুর ইতিহাসে নানা সন্তোষজনক উপাখ্যান পাওয়া যায়। ঐ দেশে প্রথমতঃ কাওয়া বৃক্ষ প্রকাশ পায়; আর দ্রুতগামি ঘোটক সকল পাওয়া যায়। কথিত আছে, তাহাদের মধ্যে কোন২ ঘোটক ২৷৷০ পলের মধ্যে অর্দ্ধ-ক্রোশ পথ গমন করিতে পারে; ঐ অশ্বদের কর্ত্তা তাহাদের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। আরব দেশে অনেক উষ্ট্রও আছে, তাহাদিগকে প্রান্তরের নৌকা কহা যায়; তাহাদের পদতলে অতি কোমল মাংসপিণ্ড থাকে, একারণ তাহারা বালুকাময় স্থানে অনায়াসে গমন করিতে পারে; এবং তাহাদের উদরে চারি থলী আছে; উষ্ট্রগণ অনেক জল পান করিয়া সেই থলীর মধ্যে রাখে, একারণ মরুভূমিতে জল খাইতে না পাইলেও তাহারা অকাতরে অনেক দিন থাকিতে পারে।

অসভ্য ও অনুর্ব্বরা আরব দেশহইতে মুসলমান লোকেরা যাইয়া আফ্রিকা দেশের উত্তরাংশ জয় করিয়াছিল; তাহাদের নাম সারাসেন, অর্থাৎ প্রান্তরবাসী। সে দেশে পূর্ব্বে ৩০০ খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলী ছিল। পরে সারাসেন লোকেরা ৬০০ বর্ষাবধি ইস্‌পানিয়া দেশে রাজত্ব করিয়াছিল। আরও তাহারা স্তাম্বুল নগর, ভারতবর্ষ, পারস্য, তাতার দেশ, ইত্যাদি আশিয়া খণ্ডের

Digitized by Google

তিন অংশ জয় করিল। তাহাদের রাজ্য খস্র ও সেকন্দর বাদশাহের রাজ্যের তুল্য ছিল। সারাসেনদিগের অধিকারে এক আশ্চর্য্য রীতি ছিল, অর্থাৎ ক্রীত দাসগণ সিংহাসনারোহণ করিত, ও চোরেরা বিচারক হইত, এবং মেষপালক ও বণিক লোকেরা রাজার বা সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইত। ঐ সারাসেনেরা বিদ্বান্ লোকদিগকে যদ্রূপ সমাদর পূর্ব্বক প্রতিপালন করিত, তদ্রূপ প্রায় কোন জাতির মধ্যে কেহ কখন করে নাই।

প্রথম অধ্যায়।

আরব দেশের স্থানাদির বৃত্তান্ত।

এই দেশের বিষয় প্রথম রাজাবলির ১০ অধ্যায়ের ১৫ পদে, ও যিরিমিয়ের ২৫ অধ্যায়ের ২৪ পদে লিখিত আছে।

আরব দেশের আকার প্রায় ত্রিকোণ। ইহার বিস্তার নীল নদীর পূর্ব্বমুখহইতে ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত ৫০০ ক্রোশ, ও দীর্ঘতা আদন নগরহইতে পালমীরা পর্য্যন্ত ৭৫০ ক্রোশ। আশিয়া দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ বর্ম্মা এবং আরব, এই তিন মহা প্রায়দ্বীপ আছে। আরব প্রায়দ্বীপ দক্ষিণাংশে চৌড়া, কিন্তু অন্য দুই প্রায়দ্বীপ সেই মত নহে। আরব প্রায়দ্বীপ সমুদ্রদ্বারা তিন পার্শ্বে বেষ্টিত, এই হেতু তাহার কোন২ স্থল সুশীতল এবং ভূমি উর্ব্বরা, কিন্তু অন্য স্থান সকল "গর্ত্তময় ও নির্জ্জল ও মৃত্যুচ্ছায়াস্বরূপ"। যিরিমিয় ২।৬। প্রান্তরের মধ্যে কোন২ স্থান দ্বীপের ন্যায় সরস ও উর্ব্বরা, তাহা ওআসিস নামে খ্যাত। সেই স্থানে অনেক খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মে।

Digitized by Google

ঐ সকল বৃক্ষ মেষপালকদিগকে আহার * দেয়, এবং তাহারা সেই বৃক্ষের ছায়ায় আপনাদের মেষগণ চরায়।

আরব দেশের নানা স্থানে বৃহৎ২ কূপ † আছে, তাহা এক শত হস্ত গভীর। পথিকেরা গমন কালীন তাহার নিকট জল পানার্থ উপস্থিত হইয়া অনেক বিশ্রাম স্থান পায়। আরব দেশে এই সকল না থাকিলে পথিক লোকেরা প্রান্তর দিয়া যাইতে২ প্রাণত্যাগ করিত। আরও তাহারা ঐ কূপ দর্শন পূর্ব্বক নিজ২ পথ ও স্থান জানিতে পারে। সে সকল কূপ অতি প্রয়োজনীয়, কারণ তদ্দেশে কখন২ তিন বর্ষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় ‡ না, কিন্তু কোন২ স্থলে পর্ব্বতের উচ্চতা হেতুক বাষ্প আকর্ষিত হইলে বৃষ্টি পড়ে। আদন দেশের পশ্চিমদিগে জুন মাসাবধি সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত, ও পূর্ব্বদিগে নোবেম্বর মাসাবধি ফেব্রুয়রি মাস পর্য্যন্ত, ও ওমান দেশে ফেব্রুয়রি মাসাবধি মার্চ মাস পর্য্যন্ত কেবল বায়ুর গতির অনুসারে নিয়মিত বর্ষণ হয়।

ঐ স্থানে অধিক মরীচিকা হয়, তাহাতে পক্ষিগণকেও উষ্ট্রের ন্যায় বড় দেখায়, এবং সকল ক্ষুদ্র২ দ্রব্য বড় বোধ হয়। পথিক লোকেরা তৃষিত হইয়া মরীচিকার প্রতি জল ভ্রমে শীঘ্র গমন করে; কিন্তু সেখানে কেবল বালুকাময় স্থান দেখিয়া হতাশ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করে। মহম্মদ কোরাণে নাস্তিক লোকের কর্ম্ম মরীচিকার সমান করিয়া লিখিয়াছেন।

---

* য়িশায়িয় ৩১ অধ্যায় ২০ পদ।

† আদি. পু. ২৬ অধ্যায়ে কূপের বিবরণ দেখ।

‡ যিরিমিয় ২ অ ৬ পদ।

Digitized by Google

রাজপুতানার পশ্চিম দেশ নিবাসিরা প্রান্তরে অনেকবার এই রূপ মরীচিকা * দেখিতে পায়।

আরব দেশের দক্ষিণে এক মহাপ্রান্তর আছে; সে ৩০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ঐ পরিমাণে চৌড়া; ইহাতে কোন কূপ নাই। সেই প্রান্তরে সিমুম নামে প্রাণ নাশক এক বিশেষ বায়ু কখন২ বহে, তাহাতে অনেক বালুকা আকাশে উড়িলে যাত্রি লোক ও উষ্ট্রাদি পশুদের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়, এই ভয়ে তাহারা তৎকালে বালুকাতে মস্তক নত করিয়া রাখে, তাহা করিলে রক্ষা পায়। যখন সিমুম বায়ু বহে তখন শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক হয়, ও সূর্য্যের কিরণ নীলবর্ণ দেখায়, আর মশকে জল থাকিলে তাহা একেবারে শুকিয়া যায়। বজ্রাঘাতে মৃত লোকের শরীর যে রূপ শীঘ্র পচিয়া যায়, সিমুম বায়ুতেও সেই রূপ হয়। মন্‌সুন্‌ নামক যে বায়ু ছয় মাস দক্ষিণ দিগে ও ছয় মাস উত্তর দিগে অন্যত্র বহে, সে ঐ প্রান্তরে নাই; এবং যাহাতে বৃষ্টি ও শিশির পতিত হয় এমন উচ্চ কোন পর্ব্বতশ্রেণীও নাই, একারণ সে দেশ অতিশয় উষ্ণ।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী তেহামা নামক ২০ ক্রোশ চৌড়া এক বালুকাময় স্থান আছে। ঐ প্রদেশ বঙ্গ দেশের ন্যায় পূর্ব্বে সমুদ্রের মধ্যে ছিল, পরে ক্রমে২ জলহইতে নির্গত হইল; যেমন ২০ বৎসর হইল কলিকাতার কিল্লার মধ্যে যন্ত্রদ্বারা ভূমি খনন করিলে ২০০ হস্তের নামোহইতে কচ্ছপ ও অন্যান্য জলজন্তুর অস্থি উঠিয়াছিল, তেমনি সেখানকার মৃত্তিকা খনন কালে অনেক সমুদ্রজ বস্তু পাওয়া যায়। তেহামাতে

* যিশায়িয় ৩৫। ৬, ৭, পদ।

Digitized by Google

অনেক লবণময় উপগিরি আছে। ঐ স্থানের বালুকা বায়ুদ্বারা উড়িয়া সমুদ্রে পড়ে, আর জলের মধ্যে যে প্রবাল অর্থাৎ পলা আছে, তাহাতে বালুকা বদ্ধ হওয়াতে এই দেশ ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

য়েমেন প্রদেশে প্রথমে যক্তন্ নামে প্রসিদ্ধ এক জন বাস করেন। এই দেশের নিকটস্থ সমুদ্রতটের নিম্ন স্থানে কোন শস্যাদি জন্মে না, কিন্তু তাহার উচ্চ প্রদেশে বৃষ্টিদ্বারা ক্ষুদ্র জল স্রোত নির্গত হইলে তথাকার ভূমি সকল উর্ব্বরা হয়। য়েমেনের মধ্যে প্রধান তিন নগর আদন, সানা ও মোখা। আদন নগর আগ্নেয় পর্ব্বতের গহ্বরের মধ্যে নির্ম্মিত আছে; ঐ পর্ব্বতে পুর্ব্বে অগ্নি থাকিত, কিন্তু এক্ষণে নাই। সানা নগর য়েমেন প্রদেশের রাজধানী; তত্রস্থ লোক সকলে অন্য দেশজ কুন্দুরু নামক সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিত। মোখা নগরের নিকটে কাওয়া গাছ জন্মে, একারণ সেই স্থান অতি বিখ্যাত আছে। ইহার ২০০০ বৎসর পুর্ব্বে ঐ দেশে ইক্ষু জন্মিত। পুর্ব্বকালে তথাকার এক জন রাজা পর্ব্বতের নিম্ন ভাগের পার্শ্ব সকল বদ্ধ করিয়া অনেক বৃহৎ পুষ্করিণী করিয়াছিলেন।

হাদ্রামৎ প্রদেশের বিষয় আদি পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ২৬ পদে লিখিত আছে। এই দেশে কুন্দুরু বৃক্ষ জন্মে। তথায় শিবা নামে এক নগরী আছে, তাহার রাণী বিদ্যা উপার্জ্জনের নিমিত্ত যিরূশালম্ নগরে সুলেমান রাজার নিকটে গমন করিয়াছিলেন। পুর্ব্বে আয়ূব ও নোহ যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম যক্তানের পুত্র এবর্ কর্ত্তৃক এই দেশে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং যিহূদীয় ধর্ম্মও এখানে প্রচারিত ছিল।

Digitized by Google

ওমান প্রদেশ পারস্য উপসাগরের নিকট। ইহার লোকেরা সীসা বাণিজ্য বিষয়ে বিখ্যাত ছিল। মস্‌কট নামে নগর এই প্রদেশের রাজধানী। ঐ স্থানের পর্ব্বত সকল অতি উচ্চ, তদ্দ্বারা শিশির ও বৃষ্টি বদ্ধ হওয়াতে বায়ু অতি শীতল হয়; এবং পর্ব্বতের উপরহইতে বৃষ্টির জল নির্গমন কালে ক্ষুদ্র২ স্রোত সকল মৃত্তিকাকে সঙ্গে লইয়া আইসে, তাহাতে উপত্যকা ক্রমে২ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। সেই স্থানে অনেক শস্যাদি জন্মে। ওমান দেশ পারস্য উপসাগরের নিকটবর্ত্তী, এজন্য তাহাতে অনেক মৎস্য জন্মে, আর তদ্দ্বারা ভূমি তেজস্কর হয়।

এল্‌হাসা প্রদেশও ঐ উপসাগরের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানের কূপ সকল ন্যূনাধিক ১০০ হাত গভীর, এবং তদুপরে অতি উত্তম মর্‌মর প্রস্তরের স্তম্ভ ও ছাত সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। এল্‌হাসার মধ্যে অতি অল্প গ্রাম আছে, কিন্তু ঐ সকল গ্রামে তাল বৃক্ষ অনেক জন্মে, একারণ অধিক দূরহইতেও তাহা জানা যায়। সেখানে বায়ু চালিত বালুকাতে অনেক হানি হয়; আর মেঘের জল ব্যতীত তন্নিবাসিদের অন্য কোন জলের উপায় নাই।

নেজেদ প্রদেশ মহাপ্রান্তরের মধ্যে আছে। এ দেশে সুন্দর-বনের ন্যায় পূর্ব্বে অনেক লোক বাস করিত, ইহা পূর্ব্বকালের অট্টালিকাদির অবশিষ্ট অংশ দেখিয়া অনুমান হইতেছে। নেজেদে অনেক উত্তম ঘোটক ও উষ্ট্র জন্মে, একারণ তাহাকে উষ্ট্র-মাতা বলা যায়।

সীনয় প্রায়দ্বীপ অতি পাষাণময়, এ প্রযুক্ত কেহ২ তাহাকে পাথরীয় আরব বলে। এই দেশের মধ্যে খড়ী মৃত্তিকায় নির্ম্মিত এবং ২০০০ হস্ত উচ্চ হোর নামে এক পর্ব্বত আছে।

Digitized by Google

এই পর্ব্বতের শৃঙ্গেতে হারোণ মরিয়াছিলেন, ইহা গণনা পুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ২৮ পদে লিখিত আছে। সীনয় নামে অতি উষ্ণ এক পর্ব্বত আছে; তাহাতে কাহারও বাস ছিল না। এই পর্ব্বতে থাকিয়া মূসা ঈশ্বরের সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। সীনয়ে অনেক বৃহৎ২ প্রস্তর আছে, তাহাতে বায়ু রুদ্ধ হইলে এবং সূর্য্য কিরণ অতিশয় লাগিলে তাহার উষ্ণতাতে সমস্ত দেশ উত্তপ্ত হয়। ইহার নিম্ন প্রদেশে কখন২ দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় না, কারণ উচ্চ পর্ব্বত সকল মেঘ ও শিশিরকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। ভবিষ্যদ্বক্তা এলিয় ইষেবল্‌ রাণীর নিকটহইতে পলায়ন করিয়া উক্ত হোর পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিলেন। ১ রাজাবলির ১৯ অ।

ইদোম প্রদেশের বিষয় যিশায়িয়ের ৩৪ অধ্যায়ের ৫ পদ-হইতে ১৭ পদ পর্য্যন্ত, ও যিরিমিয়ের ৪৯ অধ্যায়ের ৭ পদহইতে ২২ পদ পর্য্যন্ত, ও বিলাপ নামক গ্রন্থের ৪ অধ্যায়ের ২১ পদ, ও যিহিষ্কেলের ২৫ অধ্যায়ের ১৫ পদ, ও যোয়েলের ৩ অধ্যায়ের ১৯ পদ, ও আমোসের ১ অধ্যায়ের ৬ পদহইতে ১১ পদ পর্য্যন্ত, ও আয়ূবের ১ অধ্যায়ের ১ পদহইতে ১৯ পদ পর্য্যন্ত, এবং মলাকির ১ অধ্যায়ের ৪ পদে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই দেশে পূর্ব্বে হিব্বীয় ও হিত্তীয় মিদিয়ন অমালেক ও হাজিরীয় জাতিরা বাস করিত; এই সকল জাতি ইব্রাহীমহইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে তদ্‌মোর বা পালমীরা নামে এক প্রসিদ্ধ নগর আছে। দ্বিতীয় বংশাবলির ৮ অধ্যায়ের ৪ পদে তাহার নাম উল্লেখিত আছে। এই নগর পূর্ব্বে রোম নগরের সমান ছিল। যেনোবিয়া নামে ইহার রাণী বিদ্যাতে বিশেষ উৎসুকা ছিলেন, এ

Digitized by Google

কারণ তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে সমাদর পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন।

যেমত ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লী ও গৌড় নগরে নানা অট্টালিকাদির অবশিষ্ট চিহ্ন আছে, তেমনি এই দেশে রোমীয় লোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রাচীন রাজপথের এবং অনেক অট্টালিকার ও বিবিধ মন্দিরের ভগ্ন অংশ সকল অদ্যাপি দেখা যায়। এ দেশে আমালেকীয় বংশজ উক্তা যেনোবিয়া রাণী ছিলেন। তিনি স্বদেশীয় আরব ভাষার প্রতি তাচ্ছল্য করিয়া নিজ রাজধানীতে অন্য দেশীয় গ্রীক ভাষা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রান্তরীয় অসভ্য লোকদিগের বাক্যালাপদ্বারা আর কোন উপকারের সম্ভাবনা ছিল না।

যে রূপ বেহারে ও ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলে গর্ত্তের মধ্যে অনেক মন্দির এবং প্রস্তরময় অট্টালিকা আছে, তদ্রূপ ইদোম দেশের পেত্রা নগরেও প্রস্তরখোদিত অনেক২ মন্দির দেখা যায়। পেত্রা নগর যিহূদা দেশের দ্বারস্বরূপ ছিল। যে বণিক লোকেরা যুষফকে ক্রয় করিয়া মিসর দেশে লইয়া গিয়াছিল, বোধ হয় তাহারা এই নগরবাসি লোক। পেত্রা ৪০০ হস্ত উচ্চ পর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত; নগরে গমনাগমনের পথ মধ্যে দুই জন অশ্বারোহী এক কালীন যাইতে পারে এমত এক পর্ব্বত রন্ধ্র ছিল। এক্ষণে এই নগর শ্যামবর্ণ প্রস্তরের চূর্ণ মিশ্রিত বালুকায় বেষ্টিত হইয়াছে। ঐ স্থানে বায়ুর গমন বিশেষ রূপে নাই; সুতরাং সূর্য্য কিরণদ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক প্রতপ্ত হওয়াতে সে অতিশয় উষ্ণ হয়। ভারতবর্ষীয় বণিকেরা স্থল পথে যাইয়া পূর্ব্বে পেত্রা নগরে অনেক ব্যবসায়াদি করিত।

Digitized by Google

এক্ষণে তাহারা জলপথে সূফ সমুদ্র দিয়া যায়, তাহাতে পেত্রা নগরে যাতায়াত না করাতে সে মরুভূমি হইয়াছে।

পারস্য হ্রদ ৭০ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার মধ্যে বারইন নামে কতক দ্বীপ আছে। লঙ্কা দ্বীপে যে রূপ মুক্তা পাওয়া যায়, সেই রূপ তাহাতেও প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে উক্ত হ্রদের লবণাক্ত জলের নীচুহইতে অলবণ জল পাওয়া যায়।

সূফ সাগর ৬০০ ক্রোশ দীর্ঘ, এবং ৬০ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহাতে কোন নদ নদী পতিত হয় না, কারণ ইহার তীরের নিকটে অনেক পর্ব্বত হইলেও বৃষ্টির জল ঐ পর্ব্বত সকলহইতে খর প্রবাহে আসিয়া বালুকায় লীন হয়, কিম্বা মৃত্তিকাকে আর্দ্র করিয়া শুষ্ক হয়। ইহার মধ্যে পূর্ব্বে অনেক অগ্নিময় পর্ব্বত ছিল, এক্ষণে সেই সকল পর্ব্বত দ্বীপ হইয়াছে। এই সাগরের জলে সমুদ্রস্থ বৃক্ষের ন্যায় প্রবাল জন্মে, এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, একারণ ইহার নাম সূফ অর্থাৎ ক্ষুদ্র তৃণবিশিষ্ট সাগর। ইহার অন্য এক নাম রক্তবর্ণ সাগর, কারণ এষৌ নামক ব্যক্তিহইতে উৎপন্ন ইদোমীয় লোকেরা ইহার নিকটে বাস করিত, এবং এষৌর লোম সকল রক্ত বর্ণ ছিল, ইহাতেই রক্ত সাগর নাম হয়। এ সমুদ্রে অনেক ক্ষুদ্র ২ কীট থাকে, তাহাতে ইহার জল রাত্রিকালে হীরাবলির ন্যায় উজ্জ্বল হয়।

আরবীয় লোকেরা প্রান্তরে বাস করিতে ভাল বাসে। সে দেশের নগর সকল ক্ষুদ্র; ইহার মধ্যে যে ৬ প্রধান নগর আছে, তাহাদের লোকসংখ্যা একত্র করিলে কলিকাতার অর্দ্ধেক হইবে। সমুদয় আরব দেশের লোকসংখ্যা বঙ্গ দেশের

Digitized by Google

পঞ্চমাংশ মাত্র হইবে, কিন্তু ইহারা অল্প সংখ্যা হইলেও অনেক দেশ জয় করিয়াছিল, এবং ইউরপীয় লোকেরা ইহাদেরহইতে কতক শত বৎসরাবধি ভীত ছিল।

মক্কা নগরে ২০,০০০ বিংশতি সহস্র লোক বাস করে। হিন্দুদিগের পক্ষে যেরূপ কাশী, মুসলমান লোকদিগের সেই রূপ মক্কা; অনেক ভিক্ষুক সেখানে বাস করিয়া অনায়াসে কাল ক্ষেপ করে, একারণ মক্কাকে ভিক্ষুকদিগের স্বর্গ বলে। যে রূপ যিহুদীয় লোকেরা ইব্রাহীমহইতে উৎপত্তি হেতুক অহঙ্কারী হয়, তদ্রূপ "আমাদের নগরে মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন" বলিয়া মক্কানিবাসিরা অহংকার করে। মহম্মদ মদ্য পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে কাবা মন্দিরের দ্বারেও পানার্থ মাদক দ্রব্য ক্রয় করিতে পাওয়া যায়; ফলতঃ সে স্থানের মুসলমানেরা ডালচিনি মিশ্রিত করিয়া তাড়ী পান করে, তাহাতে কেহ নিষেধ করিলে তাহারা কহে, আমরা ডালচিনি মিশ্রিত বৃক্ষের রস পান করি, ইহাতে মদ্যপান কী প্রকারে হইতে পারে? এ নগরের সকল লোক তীর্থযাত্রিদের নিকটে দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। প্রতি মস্‌জীদে এক২ পাঠশালা আছে, তদভিন্ন অন্য পাঠশালা নাই। মক্কাতে কোন পুস্তকালয়ও নাই। সেই স্থানে গ্রীস বর্ম্মা পারস্য ভারতবর্ষ ও মলাকা ইত্যাদি দেশহইতে ৭০,০০০ সত্তর সহস্র তীর্থযাত্রিরা বৎসরান্তর আসিয়া থাকে। তাহারা চল্লিশ প্রকার ভাষা বলে, এবং কাশীর তীর্থ যাত্রিকদের ন্যায় বড় মন্দ ব্যবহার করে।

মদীনা নগরে ২০,০০০ লোক আছে, তাহাদের মধ্যে মহম্মদের বংশ এক্ষণে অতি অল্প। ঐ নগরে মহম্মদের কবর থাকাতে

Digitized by Google

তদ্দর্শনার্থ অনেক যাত্রিক লোক সেই স্থানে গমন করে। মুসলমান লোকেরা বিশ্বাস করে যে জগতের শেষে তৃতীয় তুরীধ্বনি হইলে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গহইতে অবরোহণ করিয়া মরিবেন, এবং অতি অল্প কালের নিমিত্ত মহম্মদের কবর মধ্যে অবস্থিতি করিবেন, তৎপরে উভয়ে একত্র স্বর্গারোহণ করিবেন। তাহারা ইহাও বিশ্বাস করে, যে লোকেরা এই নগরের প্রধান মস্‌জীদে দুই দিন বাস করে, তাহাদের আর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

যিহূদীয় লোকেরা সুয়েজ নগরের দুই ক্রোশ দক্ষিণে সুফ সাগর পার হইয়াছিল। পূর্ব্বে সুফ সাগর সুয়েজ নগরের উত্তর দিগ দিয়া ভূমধ্যস্থ সাগরের সহিত মিলিত ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আরব দেশীয় পশু ও মনুষ্যাদির বিষয়।

এই দেশের পশুগণের মধ্যে ঘোটক প্রধান; হইার উৎকৃষ্টতার বিষয় আয়ুব পুস্তকে বিশেষ রূপে উল্লেখিত আছে। ঐ ঘোটকদের এতাদৃশ সুশিক্ষা যে আরোহির সহিত এক তাম্বুতে বাস করে, এবং আরোহী ঘোটকের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার না করিয়া স্বীয় বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করত পুত্র তুল্য পালনাদি করে। এ সকল ঘোটকের মধ্যে কোন২ জাতির বংশাবলী দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দেশীয় লোকেরা বর্ণনা করিতে পারে, এবং মহম্মদের যুথবর্দ্ধক অশ্বশালার ঘোটকহইতে যে২ ঘোটক জন্মিয়াছে তাহা চিনিতে পারে। আরব

Digitized by Google

দেশে এরূপ উৎকৃষ্ট ঘোটক অনেক নাই; তাহাদের সংখ্যা অল্প প্রযুক্ত প্রত্যেকের মূল্য ১৫০০ টাকা। আরবীয়েরা অশ্বশাবকের সহিত ক্রীড়া করে, আর কখনও ঐ ঘোটককে আঘাত করে না। নেজেদ দেশীয় লোকেরা অশ্বগণকে মাংস ভোজন করায়।

আরব দেশে অশ্ব অপেক্ষা গর্দ্দভ অধিক কার্য্যে লাগে, কারণ সে অক্লেশে প্রান্তরে বাস করিতে পারে, এবং অল্প অথচ সামান্য খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া থাকে।

উষ্ট্রগণের শরীর বৃহৎ এবং অল্প মাংস বিশিষ্ট; তাহারা অল্পাহারী, আর তাহাদের খাদ্য শাক এবং কণ্টকাদি মাত্র। তাহাদের উদরে চারি থলী আছে, তাহাতে তাহারা এক সপ্তাহের পানীয় জল ধারণ করিতে পারে। তাহাদের হাঁটুতে মাংসপিণ্ড থাকে, তদ্দ্বারা তাহারা হাঁটু পাতিবার সময়ে উপকার পায়। তাহাদের পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে গোলাকৃতি দুইটা কুঁজ আছে, তাহাতে কোন বস্তু তন্মধ্যে রাখিলে তাহা কোন দিগে পড়িতে পারে না। উষ্ট্রেরা অনেক দিন উপযুক্ত আহার না পাইলেও ঐ দুই কুঁজদ্বারা প্রতিপালিত হয়, অর্থাৎ কুঁজের রস সকল তাহাদের তাবৎ শরীরে ব্যাপ্ত হয়; তেমনি হিমপ্রধান দেশে ভল্লুকেরা শীতকালে গর্ত্তের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে, শীত অতীত হইলে তাহারা তথাহইতে বাহির হয়, অনাহারে কৃশ হইয়াও প্রাণে মরে না। উষ্ট্রগণ নাসিকা রন্ধ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিস্তার ও সঙ্কোচ করিতে পারে, তাহাতে উষ্ণ বায়ু ও বালুকা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ভারতবর্ষীয় গোরুর ন্যায় আরব দেশের গোজাতির স্কন্ধে মাংসপিণ্ড থাকে।

Digitized by Google

আরবীয়েরা কুক্কুরদিগকে অশুচি জ্ঞান করিয়া মদীনা নগরে প্রবেশ করিতে দেয় * না।

নেজেদ প্রদেশের পর্ব্বতে অনেক নেকড়িয়া ও কেন্দুয়াব্যাঘ্র এবং বানর থাকে।

আরব দেশে বিস্তর পঙ্গপাল আছে; ইহাদিগকে ধর্ম্ম-পুস্তকে উষ্ণতার কন্যা † বলা যায়। যোহন বাপ্তাইজকের সময়ে লোকেরা যে রূপ পঙ্গপাল খাইত, এখনও সেইরূপ তথাকার লোকেরা তাহা খাইয়া থাকে। আরব দেশে অনেক কচ্ছপও পাওয়া যায়। লুফ সাগরের মধ্যে অনেক পাখাবিশিষ্ট মৎস্য আছে; তাহারা জলে থাকিলে বৃহৎ মৎস্যহইতে ও শূন্যে উড়িলে পক্ষিহইতে আপনাদের প্রাণ অতি ক্লেশে রক্ষা করে। ধর্ম্মপুস্তকে অগ্নিবৎ উড্ডীয়মান সর্পের ‡ বিবরণ লিখিত আছে। আরব দেশের প্রান্তরে এমত এক সর্প জাতি আছে, যাহারা পুচ্ছদ্বারা বৃক্ষের এক শাখাহইতে অন্য শাখায় ও মূল-হইতে অগ্রভাগে লম্ফ দিতে পারে। এই দেশে উষ্ট্রপক্ষী ‖ জন্মে; সে জীর্ণ বস্ত্র ও কাষ্ঠ খণ্ড ও লৌহ খণ্ড প্রভৃতি খাইতে পারে, এবং ঘোটকহইতেও অতি শীঘ্র গমন করে।

অনেককাল অবধি আরব দেশে কাওয়া বৃক্ষ হয় বটে; কিন্তু হাবেশ দেশে সে প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল। কাওয়া পর্ব্বতের ঢালু ও নিম্নস্থানের চাতালে জন্মে। এই বৃক্ষে কখন ২

---

* প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের ২২ অধ্যায় ১৫ পদ।

† যোয়েল ২ অ। ৩ প।

‡ গ ২১ অ। ৬ প। দ্বি ৮ অ। ১৫ প।

‖ আয়ুব পুস্তকের ৩৯ অধ্যায়ের ১৩ পদহইতে ১৮ পদ পর্য্যন্ত।

Digitized by Google

একই কালে ফুল ও ফল দেখা যায়। হাবেশ দেশের প্রান্তরে গালা নামে এক জাতি বাস করে, তাহারা ২০। ২৫ দিন পর্য্যন্ত আর কিছু না খাইয়া কেবল কাওয়া ফলের গুলি করিয়া গিলিয়া খায়। আরব দেশে কুন্দুরু ও গন্ধরস অনেক পাওয়া যায়। এই দুই সুগন্ধি দ্রব্য পূর্ব্বকালে জ্যোতির্ব্বেত্তারা শিশু খ্রীষ্টকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। এই দেশে এরণ্ড তৈল ও কাশ্মিরি বৃক্ষের অনেক আঠা পাওয়া যায়। ইহার নিকটবর্ত্তী মিসর দেশীয় প্রান্তরে অনেক প্রস্তরীভূত বৃক্ষ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা জানা যায় যে পূর্ব্বে সে স্থানে অনেক লোকের বসতি ছিল।

আরব দেশে প্রকৃত ও সঙ্কর দুই প্রধান জাতি আছে; তন্মধ্যে প্রকৃত জাতি শাম বংশীয় * যক্তনহইতে উৎপন্ন, এবং সঙ্কর জাতি ইস্‌মায়েলহইতে উৎপন্ন হয়। ইস্‌মায়েল এক জন ইব্রীয় লোক ছিলেন, ফলতঃ তিনি ইব্রাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র †। আরব দেশীয় কোরেশ জাতীয়েরা ইস্‌মায়েলের বংশ বলিয়া অহঙ্কার করে। কুশ জাতীয়েরা হাবেশ নামক স্বদেশহইতে অনেক লোককে আরব দেশে বাস করিতে পাঠাইয়াছিল।

বেদুইন জাতিরা স্বাধীনতা প্রিয় জ্ঞান করিয়া শিলাময় পর্ব্বতে ও নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে ভাল বাসে। তাহারা কহে, পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে মুকুটের পরিবর্ত্তে পাগড়ি, কিল্লার পরিবর্ত্তে খড়্গ, গৃহের পরিবর্ত্তে তাম্বু,

* আদি ১০ অধ্যায়ের ২৫ পদ।

† ইস্‌মায়েলের বিষয় আদি পু. ১৬। ১৫, ১৬। আর ১৭। ২০। এবং ২১। ১৩—১৮, ও ২৫। ১৩—১৬ ও ১৬ অধ্যায়ের ১২ পদ দেখ।

Digitized by Google

এবং ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে কবিতা, এই চারি প্রধান বস্তু দিয়াছেন। তাহারা ব্যবস্থা মতে না চলিয়া চৌর্য্য কর্ম্মেই কালযাপন করে; আর ভারতবর্ষীয় পশ্চিমাঞ্চলস্থ ঠগ জাতির ন্যায় পথিকগণের ধনলুণ্ঠন বৃত্তিকেই সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম জ্ঞান করে। ইস্‌মায়েল স্বপিতা ইব্রাহীমের তাম্বুহইতে বহিষ্কৃত হইয়া প্রান্তরে যেরূপে বাস করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহারাও আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বদা প্রান্তরে বাস করে।

বেদুইন লোকেরা অতি যত্ন পূর্ব্বক আতিথেয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। যে পথিক লোকেরা একবার তাহাদের লবণ খাইতে পায়, অর্থাৎ তাহাদের সহিত আহার করিতে পারে, তাহারা নির্ভয়ে থাকে। পথিক লোক তাম্বুর নিকটবর্ত্তী হইলে বেদুইনেরা আতিথ্যের নিমিত্তে পরস্পর বিবাদ করে। নেজ্জেদ দেশীয় লোকেরা পথিকদিগকে অতিথি করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া তাহাদিগের মস্তকে ঘৃত ঢালিয়া * দেয়, এবং রাত্রিকালেও পথিক লোকেরা তাহাদিগের বাসা দর্শন করিতে পারে, একারণ তাহারা পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখে। পথিক লোক তিন দিবস পর্য্যন্ত এক স্থানে অতিথি হইয়া থাকিতে পারে, তৎপরে থাকিতে হইলে তাহাকে গৃহের কর্ম্মে সহায়তা করিতে হয়।

আরব দেশের প্রান্তরবাসি বেদুইন জাতির বিষয় অবগত হইলে ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানের অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। বেদুইন লোকেরা মক্কা, কাহিরা, অথবা আলেপো ইত্যাদি তীর্থস্থানে গমন কালে নগর ও গ্রাম সকলের প্রান্তর্ভাগে

* মথি ২৬ অধ্যায়ের ৭ পদ।

Digitized by Google

অনাবৃত স্থানে গিয়া থাকে, মৃত্তিকা গৃহে বাস করা অপমানের বিষয় বোধ করে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল, ফলতঃ নগরের মধ্যে অনেক লোকের বাস হেতুক নানা প্রকার বাষ্প ও দুর্গন্ধ তথাহইতে নির্গত হওয়াতে তাহারা তথায় বাস করিতে ঘৃণা করে।

স্ত্রীকে ত্যাগপত্র দেওনের রীতি তাহাদের মধ্যে সাধারণরূপে চলিত ছিল, তাহাতে কখন২ পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কেহ২ পঞ্চাশ বিবাহ করিত; কিন্তু বহু নারীর ভরণ পোষণ করিতে অনেক ব্যয় হয়, এ প্রযুক্ত তাহারা প্রায় অনেক বিবাহ করিত না। বেদুইন লোকেরা অনেক গোষ্ঠীতে বিভক্ত, একারণ পরস্পর ঈর্ষ্যা করত ভূরি২ যুদ্ধ উপস্থিত হইত; কিন্তু তাহারা প্রতি বৎসরের মধ্যে চারি মাস যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিত, এবং ঐ কএক মাস অতি পুণ্যার্হ বোধ করিয়া বড়শার ফলা খুলিয়া রাখিত; সে সময়ে কেহ যদি আপন পিতা মাতার ঘাতকেরও সহিত সাক্ষাৎ করিত, তবে তাহার প্রতি কোন হানি করিত না। বেদুইনদিগের পূর্ব্বপুরুষের রীত্যনুসারে যেরূপ শাসন চলিত ছিল, এক্ষণেও চীন দেশে সেইরূপ প্রচলিত আছে; অর্থাৎ তাহাদিগের কর্ত্তা বা পুরোহিত বাটীর পরিবারের শাসন করিয়া থাকেন; এইরূপে আয়ুব ইব্রাহীম এবং নোহ আপন২ পরিবারকে শাসন করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও আরব দেশে কোন রাজা নাই, একারণ সমুদয় পরিবারের প্রধান২ লোক সকলে একত্র হইয়া এক মান্য ব্যক্তিকে বংশের কর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করে।

Digitized by Google

বেদুইন্ লোকেরা চিরকাল স্বাধীন * হইয়া আসিতেছে। অনেক দেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে জয় করিতে বার ২ উদ্যোগ করিলেও সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছে; কারণ বেদুইনদের অশ্ব ও উষ্ট্র অতি দ্রুতগামী, এপ্রযুক্ত তাহারা ৮ দিবসের মধ্যে ২৫০ ক্রোশ গমন করিতে পারিত, এবং কোন্ স্থানে পলায়ন করিয়াছে শত্রুরা ইহার কিছু অনুসন্ধান পাইত না; আর শত্রুগণ বিদেশীয় লোকপ্রযুক্ত কূপেরও উদ্দেশ করিতে পারিত না৷ সুতরাং জলাভাবে তাহারা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া প্রাণে মারা পড়িত। মিসর দেশীয় ও মাদীয় এবং পারস্য লোকেরা বেদুইন-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিত, এবং তদ্রূপে মাদীয়েরাও যুদ্ধে নিরর্থক কালক্ষেপ করিত; কিন্তু মহম্মদ বেদুইনদিগকে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে আনিয়া তাহাদিগের দ্বারা অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

মুসা ও আয়ুবের সময়ে যে রীতি আরবীয় প্রান্তরে চলিত, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় তাবৎ দেশে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, মুসলমান, পর্টুগীস, ইংরাজ ইত্যাদি নানা লোকদের বসতি হইয়াছে, কিন্তু আরব দেশে কেবল এক জাতির বাস আছে। ইব্রাহীমের সময়ের পূর্ব্বাবধি তথায় ত্বক্‌ছেদের রীতি চলিত আছে। আরবীয় লোকেরা দাড়ি রাখে, এজন্য ক্ষৌরকর্ম্ম অতিশয় অপ-মান বোধ করে। তাহারা নিজ বংশাবলীর বিষয়ে অত্যন্ত অহঙ্কার করিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে মহম্মদের বংশজাত লোকেরা শরীফ পদবীতে বিখ্যাত, এবং সবুজ্ বর্ণের পাগড়ি মস্তকে দেয়।

* ইহাতে এই ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইল, "সে নিজ ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বসতি করিবে।" আদি পু। ১৬। ১২।

Digitized by Google

বেদুইন লোকেরা প্রান্তর মধ্যে অনেক দিন কাল যাপন করাতে তাহাদের দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় প্রবল হয়। তাহারা অন্য আরবীয় লোকদের পদচিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারে যে উহারা আমাদের বংশজ কি না; আর উহারা ভারবাহী কি পরিশ্রান্ত, এবং অল্প দিন বা অধিক দিন ঐ পথ দিয়া গমন করিয়াছে কি না; আর উহারা আপনাদের উষ্ট্রে চড়িয়াছে কি না; ও সেই উষ্ট্র ভারগ্রস্ত কি না, আর দুই তিন জন উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াছে কি না ইত্যাদি। তাহারা আপনাদের কোন উষ্ট্র চুরি গেলে পাঁচ ছয় দিনের পথ পর্য্যন্ত তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারে, যে ইহা আমাদের উষ্ট্রের চিহ্ন কি না; এবং এক শত উষ্ট্রের পদচিহ্নের মধ্যহইতে আপনাদের উষ্ট্রের পদচিহ্ন চিনিতে পারে। বেদুইন লোকেরা পাঁচ দিন পর্য্যন্ত জল পান না করিয়াও অবিশ্রান্ত চলিতে পারে। তাহারা খর্জ্জুর মাখন কলাই ময়দা ইত্যাদি দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; এবং বসন্ত রোগ না জন্মে, একারণ বঙ্গ দেশীয় লোকদের ন্যায় পূর্ব্বকালাবধি টীকা দিয়া থাকে।

যেমন পূর্ব্বে গঙ্গাসাগরের জলে সন্তান নিক্ষেপ করার প্রথা ছিল, সেই মত পাছে আত্ম বালিকারা ভ্রষ্টা বা দরিদ্রা হয়, এই ভয়ে কোন ২ বেদুইন লোকেরা তাহাদিগকে জীবন থাকিতেও কবর দিত। সুতরাং কন্যা জন্মাইলেই সকলে অমঙ্গল জ্ঞান করিত। তাহারা তাহাদের মধ্যে কোন ২ বালিকাকে প্রান্তরে মেষগণ চরাইতে নিযুক্ত এবং কাহাকেও ৬ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়েই জীবন সত্ত্বে কবরস্থ করিত। বেদুইনদের মধ্যে অনেক প্রকার কল্পিত ধর্ম্ম চলিত ছিল; যথা, তাহারা ভূতের

Digitized by Google

ভয় নিবারণার্থে শশারুর পা আত্ম গলদেশে ধারণ করিত; বং যাত্রিক লোকেরা নগরদ্বারে উপস্থিত হইলে মড়কের ভয় বারণার্থে দশ বার গাধার ন্যায় শব্দ করিত।

বেদুইন লোকদের মধ্যে সকলই বিপরীত; যথা, তাহাদের গৃহ নাই, ও তাহারা নির্জ্জল এবং অনুর্ব্বরা প্রান্তর ভূমিতে বাস করে, তথাপি আপনাদের দেশকে অতিশয় ভাল বাসে। তাহারা সর্ব্বদাই যাত্রিদিগের লুট করে এবং তাহাদিগকে অতিথি সেবাও করিয়া থাকে। তীর্থযাত্রা করণ সময়ে তাহারা ধর্ম্ম ও ব্যবসায় করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তিদ্বারা অপমানিত হইলে তাহারা প্রতিহিংসা করে, কিন্তু যদি কোন লোক তাহাদের এক জন বন্ধু বান্ধবকে বধ করে, তবে টাকা পাইলে সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকে। মুসলমান হইলেও তাহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি বড় উৎসাহ প্রকাশ করে না; ফলতঃ তাহারা কহে, আমাদের প্রান্তরে জল নাই, অতএব আমরা কী প্রকারে ধর্ম্মার্থে স্নান করিব? এবং আমাদের অর্থ নাই, আমরা কী প্রকারে দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিতে পারি? আমরা রমজান মাসে কেন উপবাস করিব? আমাদের সকল দিন প্রায় উপবাসেই যায়; এবং পরমেশ্বর সর্ব্বস্থানেই আছেন, অতএব আমরা কেন তীর্থ করিতে মক্কা নগরে যাইব?

বেদুইন লোকেরা প্রান্তরবাসী হইলেও অতি শুদ্ধ রূপে দেশ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে মেষপালক ও অন্যান্য নীচ জাতীয় লোকেরাও সাধুভাষা কহে। কথিত আছে, ঐ ভাষায় সিংহের ৫০০ নাম, ও খড়্গের ১০০০ ও মধুর ৮০ ও সর্পের ২০০ নাম হয়। যেমন বঙ্গ ভাষায় সংস্কৃতের

Digitized by Google

মাতৃত্ব সম্বন্ধ থাকে, সেই মত আরবীয় ভাষার সহিত হিব্রু ভাষার সম্পর্ক আছে। মহম্মদ আরবীয় সাধুভাষায় কোরান রচনা করাতে আরবীয় লোককর্ত্তৃক তাঁহার ধর্ম্ম বিস্তারিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের ন্যায় আরবীয় লোক সকলে কবিতা ভাল বাসে। তাহাদের এক কবিতায় এই কথা লেখে, 'গদ্যেতে রচিত কথা সকল কতক গুলিন ছিন্ন ভিন্ন মণির ন্যায় হয়, কিন্তু পদ্য রচনায় বদ্ধ কথা মুক্তামালার ন্যায় শোভা পায়।' পুত্রের জন্ম, ঘোটকের প্রসব, অতিথির আগমন, ও প্রথম কবিতা রচনা, এই চারি ঘটনার উপলক্ষে আরবীয় লোকদের প্রধান উৎসব হয়। কোন ব্যক্তি যখন প্রথম কবিতা রচনা করে, তখন সে অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করায়; সেই সময়ে স্ত্রীলোকেরা গান ও বাদ্যধ্বনি করিয়া থাকে, এবং তাবৎ প্রতিবাসিরা একত্র হইয়া আহ্লাদ আমোদ করে।

মহম্মদের পূর্ব্বে আরব ও তন্নিকটস্থ দেশ সকলে নানাবিধ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিত, ইহা দেখিয়া মহম্মদ নিজ ধর্ম্ম তথায় প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রাচীন মতের যে সকল দোষ তাহা প্রায় তাঁহার নূতন মতে নাই। সে দেশে পূর্ব্বকালাবধি প্রতিমাপূজা ও মৃত মনুষ্যদের অর্চ্চনা প্রচলিত ছিল, কিন্তু মিসর দেশীয়দিগের ন্যায় তাহারা কুক্কুর ও বিড়াল ও পেঁয়াজ ইত্যাদি পূজা করিত না; কেবল আরবীয় লোকদিগের মধ্যে এক জাতি পিষ্টক ও পিণ্ড পূজা করিত। কাবা মন্দিরে ৩৬০ প্রতিমা ছিল, এই নিমিত্তে প্রতিদিন এক২ প্রতিমার গণনানুসারে বৎসরের সংখ্যা

Digitized by Google

হইত। প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে ও আরব দেশে নক্ষত্রাদির পূজা সভ্যতারূপে গণিত ছিল *। ইহার বিষয় ইতিহাসে লেখা আছে, যে সূর্য্যের অর্চ্চনার্থে বাবেল শহরে উচ্চ এক গৃহ নির্ম্মিত ছিল, এবং অতিশয় বুদ্ধিমান কোন২ প্রাণিগণ সূর্য্যেতে ও নক্ষত্রেতে বাস করে, প্রথমে এমত বোধ ছিল, এই কারণ আরবীয় লোকেরা ঐ সকল প্রাণিকে মান্য করিত। কিছু কাল পরে তাহারা তাহাদিগের পূজা এবং শেষে তাহাদিগের বাসস্থানীয় নক্ষত্রগণকেও অর্চ্চনা করিতে লাগিল। কস্‌দীয় মেষপালকগণ প্রান্তরে থাকিয়া রাত্রিকালে আপন২ পালের প্রহরি কর্ম্ম করিত; তাহারা নক্ষত্রাদি দেখিয়া তাহাদিগের কাছে রক্ষার্থে প্রার্থনাদি করিত। কালক্রমে এই ধর্ম্ম আরব দেশের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মক্কাস্থ লোকেরা শনি নামে দেবতাকে আর অন্য স্থানের লোকেরা মঙ্গল ও বৃহস্পতিকে পূজা করিত; কিন্তু সকল আরবীয় লোকেরা দিগ্‌দর্শক নক্ষত্রগণকে অর্চ্চনা করিত। মাজুসি নামক অগ্নিপূজকেরা অনাদি পরমেশ্বরকে অগ্নিরূপে পূজা করিত। তাহারা প্রতিমা পূজা গ্রাহ্য করিত না; এই ধর্ম্ম পারস্য দেশহইতে আরব দেশে আনীত হইয়াছিল। অগ্নিপূজা বিধি ক্রমে২ নাশ হওয়াতে দানিএল মুনির দাস ষোরয়াষ্টর নামে এক ব্যক্তি পুনশ্চ তাহা স্থাপিত করিলেন। বৌদ্ধ ও মুসলমানদের ন্যায় ঐ ধর্ম্মে কোন পুরোহিত নাই।

পরমেশ্বরের প্রতিনিধি জগতে আসিবেন, ঐ মতাবলম্বিদের এমত প্রত্যাশা ছিল, একারণ মাজুসিরা পূর্ব্বদিগহইতে যীশু

* আয়ুব পুস্তকের ৩১ অধ্যায় ২৬ পদে।

Digitized by Google

খ্রীষ্টের জন্মকালে বৈৎলেহম নগরে আসিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। মথির ২ অধ্যায় দেখ।

মানিস নামক পারস্য দেশীয় এক ব্যক্তি খ্রীষ্টিয়ান ও দেবপূজক-দের ধর্ম্ম দুই মিশ্রিত করিয়া মানিকীয় নামে এক নূতন মত স্থাপিত করিয়াছিল। খ্রীষ্ট কহিয়াছিলেন, "আমার পরে এক জন সহায় আসিবেন;" মানিস সকলের নিকটে আপনাকে সেই সহায় জানাইয়া ঐ মত বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করিল; তাহাতে যীশু খ্রীষ্ট, যোরয়াষ্টর ও বুদ্ধ এই সকল পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া লিখিত আছে। মানিস আরও এই শিক্ষা দিত, যে ভাল ও মন্দ এই দুই পদার্থ অনাদি। ইহা কখন সত্য হইতে পারে না, কারণ কেবল পরমেশ্বরই অনাদি; তাঁহার ন্যায় কোন বস্তু স্বাধীন নাই। মাজুসিয় পুরোহিতেরা বোধ করিত, যে পারস্য দেশ স্বধর্ম্ম রক্ষার প্রধান স্থান; অতএব তাহারা অন্য ধর্ম্ম প্রবেশে সম্মত না হইয়া খ্রীষ্টীয় ২৭২ শকে মানিসকে ধরিয়া জীবিত অবস্থাতে তাহার চর্ম্ম ছাড়াইয়া বধ করিল। তথাচ তাহার ধর্ম্ম ইউরপ ও আশিয়া দেশের অনেক স্থানে অতিশয় বিস্তারিত হইয়াছিল। মানিসের মৃত্যুর ২০০ বৎসর পরে মাজডিলক নামক এক প্রবঞ্চক আপন ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সিদ্ধ করিতে না পারাতে মাজুসিদের পুরোহিতকর্তৃক হত হইল।

খ্রীষ্টের পরে তৃতীয় শতাব্দে সামসাতা নগরনিবাসী পৌল নামে এক জন যিহূদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে মিশ্রিত এক নূতন ধর্ম্ম পারস্য দেশে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

নিবূখদনিৎসরের সময়ে যিহূদীয় লোকেরা দেশান্তরিত হইয়া

Digitized by Google

খ্রীষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দের পূর্ব্বে বাবিলন দেশে বাস করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দেতে য়েমেন দেশের রাজা অগ্নিপূজক হোতৃদিগের মধ্যে যিহূদীয় ধর্ম্ম প্রবেশ করাইল। যিরূশালম রোমীয়দিগের কর্ত্তৃক নষ্ট এবং তাহাদিগের মন্দির সমূলোৎপাটন হওয়াতে অনেক যিহূদীয় লোক আরব দেশের প্রান্তরে পলায়ন করিল। তাহারা অনেকেই ক্রীতদাস হইয়া দেশ বিদেশে গেল; এই রূপে যিহূদীয়েরা জগতের সর্ব্বত্রেই ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের অহঙ্কার কিছুমাত্র ন্যূন হয় নাই। মসীহ্ নামে ত্রাণকর্ত্তা আসিয়া আমাদিগের পক্ষ হইয়া পৃথিবীস্থ সকল দেশ জয় করিবেন, তাহাদিগের এমত আশা ছিল; একারণ অনেক প্রতারক সময়ানুক্রমে আসিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিল। তাহারা আপনাদিগকে ইব্রাহীমের প্রধানা স্ত্রীর বংশ বলিয়া শ্লাঘা করিত, এবং আরবীয়গণকে তাঁহার ক্রীতা দাসীর বংশ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিত; অতএব যখন মহম্মদ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া স্বীকার কর, তখন তাহারা বলিল; মুক্ত লোকদিগকে ক্রীতদাস কী রূপে শিক্ষা দিবে? ইহা কহিয়া যিহূদীয়েরা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিল।

খ্রীষ্টীয় শকের পঞ্চম শতাব্দেতে নেজবান দেশের ২০,০০০ খ্রীষ্টিয়ানেরা যিহূদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক প্রযুক্ত য়েমেন দেশের রাজা নুমস তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করাইয়াছিল; এই হেতুক তাহার নাম অগ্নিকুণ্ডের প্রভু হইল। হাবেশ দেশের রাজা ইহাতে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ৭০০০০ সেনাগণকে ৬০০ জাহাজে আরোহণ করাইয়া য়েমেন দেশ আক্রমণ করিলেন,

Digitized by Google

তাহাতে মুমস রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুফ সাগরে আপন ঘোটক চালাইয়া মগ্ন হইল। পরে হাবেশ লোকেরা য়েমেন দেশকে অধিকার করিল। মক্কা মন্দিরের পরিবর্ত্তে সানা নগরের মন্দির তীর্থস্থান হইবে, এই তাহাদিগের মানস ছিল।

খ্রীষ্টীয় ৫৭০ সালে হাবেশ লোকেরা মক্কা নগর আক্রমণ করিতে গেলে এক মহামারী ভয় উপস্থিত হওয়াতে তাহারা প্রত্যাগমন করিল; কিছু দিন পরে পারস্য লোকেরা হাবেশীয়-দিগকে য়েমেন দেশহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল; হাবেশীয়েরা কেবল ৭২ বৎসর য়েমেন দেশে রাজত্ব করিল। যিহূদীয় লোকেরা য়েমেন দেশে ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল; এডন নগর তাহাদের প্রধান বাণিজ্য স্থান; তথাহইতে তাহারা হাবেশ দেশে ও ভারতবর্ষে গিয়া বাণিজ্য করিত। এক্ষণে দুই লক্ষ যিহূদীয় লোক য়েমেন দেশে বাস করিতেছে; তাহারা মুসার ব্যবস্থা এমত দৃঢ়রূপে পালন করিয়া থাকে যে শনিবারে কেহ রন্ধন করে না, এবং ঐ দিনে গৃহে অগ্নি লাগিলে কেহ তাহা নির্ব্বাণ করে না।

খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পর পঞ্চাশ দিনে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যিরূ-শালম নগরে প্রথমে প্রচার হয়; তৎকালে কতকগুলি আরবীয় লোক ঐ নগরে * উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রথমে সাধু পৌল কর্তৃক আরব দেশে প্রচলিত হয়। তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইলে পর ঐ দেশে তিন বৎসর বাস করিলেন। সাধু থোমা হাদ্রমৎ দেশে সুসমাচার প্রচার করিলেন।

* প্রেরিতদিগের ক্রিয়া পুস্তকের ২ অধ্যায় ১১ পদ।

Digitized by Google

এবং সাধু পিতর বাবিলন নগরে কিছু কাল বাস করিলেন। ঐ নগরে অনেক খ্রীষ্টীয় বিদ্যালয় ছিল।

হিরা দেশের রাজা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া দুই জন বন্ধুকে জীবিতাবস্থায় কবরস্থ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিল; পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জানিল যে সে আদেশ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে অতি দুঃখিত হইয়া রাজা তাহাদের স্মরণার্থক দুই স্তম্ভ গাঁথিতে আজ্ঞা করিল, এবং প্রতিবৎসরে দুই দিন তথায় গিয়া উৎসব করিত। প্রথম দিনে রাজা যাহার মুখ অগ্রে দেখিত তাহাকে সেই স্থানে বলিদান করিত। একবার যাহার বাটীতে পুর্ব্বে রাজা অতিথি হইয়াছিল, এমত এক আরবীয় লোকের মুখ দেখিল; রাজা প্রতিভু লইয়া ঐ আরবীয়কে এক বৎসরের নিমিত্তে অবকাশ দিল। পরে নিয়মিত কাল অতীত হইলে সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রতিভুকে বলি দিতে আজ্ঞা করিল; তৎকালে ঐ ব্যক্তি আপনি উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, হাঁ তুমি প্রতিজ্ঞা পালন করিলা! তখন সে ব্যক্তি এই মাত্র উত্তর করিল, আমি খ্রীষ্টিয়ান। ইহা শুনিয়া রাজা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া প্রজাগণের সহিত তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হইল।

যিহূদা দেশস্থ অনেক খ্রীষ্টীয় লোক তাড়না হেতুক আরবীয় প্রান্তরে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। কতক খ্রীষ্টিয়ানেরা মহম্মদের জন্মের ২০০ বৎসর পুর্ব্বে সুফ সাগরের তটে মঠ বানাইয়া তাহাতে থাকিত। সুফ সাগরের উপর এক শিলা বাড়িয়াছে তাহাতে আন্তনি নামক এক ব্যক্তি প্রথম মঠ স্থাপন বাস করিত। তাহার ১০,০০০ শিষ্য ছিল; তাহাদের শয্যা গাদুর, ও বালিশ

Digitized by Google

তালপাতা ছিল। তাহারা লিবিয়া দেশের প্রান্তরে ও দক্ষিণ মিসরে বাস করিত; পরে তাহারা তথাহইতে হাবেশ ও য়েমেন দেশে থাকিয়া মক্কা ও সুরিয়া ও আরবদেশের উত্তর অঞ্চলে সুসমাচার প্রচার করিত; এবং কেহ২ ভারতবর্ষ ও চীন দেশ পর্য্যন্ত গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিল। কথিত আছে, এক জন মঠবাসী চীন দেশ-হইতে তুতপোকা ইউরপ দেশে লইয়া গেল।

খ্রীষ্টীয় শকের দ্বিতীয় শতাব্দের শেষে সিকন্দরিয়া নগরের বিশপ (অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ) পন্তিয়স্ নামে এক জনকে য়েমেন দেশে সুস-মাচার প্রচার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৩৪৩ সালে কনষ্টান্স নামক সম্রাট ভারতবর্ষের বিশপ থিয়ফিলসকে য়েমেন দেশে প্রেরণ করিলে তথাকার রাজা তাঁহাকে তিন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অনু-মতি দিল; তাহার মধ্যে এক মন্দির এডন নগরে স্থাপিত হয়।

সিকন্দরিয়া নগরবাসী অরিজন নামক এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা তৃতীয় শতাব্দেতে আরবীয় নৃপতির আহ্বান অনুসারে সেই দেশে গমন করিলেন। ঐ গ্রন্থকর্ত্তার প্রবৃত্তিদ্বারা রাজা ও তাঁহার অনেক প্রজালোক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিল; কিন্তু তথাকার খ্রীষ্টিয়ান লোক অনেকেই প্রকৃত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নানা পাষণ্ড মত গ্রহণ করিত। যথা; নাজরীন ও এবিয়ন লোকেরা যিহূদীয়দের ব্যবস্থা ও রীতি পালন করিয়া যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিত; নেষ্টোরিয়ানেরা খ্রীষ্টের দুই পৃথক স্বভাব স্বীকার করিত; মনফুসীয়েরা তাঁহার এক স্বভাব মাত্র স্বীকার করিত; কলিরিদীয়ানেরা মরিয়ম কুমারীকে পূজা করিত। এরিয়ানেরা যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিত; ইহাদিগের মত পৃথিবীর অনেক স্থলে বিস্তৃত হইল, তাহাতে রোমীয়দের

Digitized by Google

কোন২ নৃপতিও তাহা গ্রহণ করিলেন। দোসীতী মতাবলম্বিরা কহিত যে যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত শরীর নাই, কেবল প্রেতের ন্যায় এক শরীর আছে, এবং তিনি যথার্থরূপে ক্রুশ যন্ত্রের যন্ত্রণা সহ্য করেন নাই। বোধ হয় দোসীতীদের নিকটে মহম্মদ এই মত জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

সোর নগরের মেরোপিয় নামে এক জন বণিক্ ও তাহার ভ্রাতৃপুত্র দুইজনই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; পরে মেরোপিয় হত হইলে তাহার ভ্রাতৃপুত্র হাবেশ দেশের রাজার সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষ হইল; তাহার সৎ আচার ব্যবহার ও কথোপকথনদ্বারা সেই দেশের অনেক লোক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পরে সে সিকন্দরিয়া নগরে গমন করাতে বিশপ আথানেসিয়স তাহাকে বিশপ পদে নিযুক্ত করেন। তাহার চেষ্টায় এমত ফল দর্শিল, যে হাবেশ দেশের রাজা ও তাহার প্রজাগণ প্রায় সকলেই খ্রীষ্টিয়ান হইয়া উঠিল।

মহম্মদের জন্মের সময়ে অনেক দেশ অজ্ঞানতারূপ কূপে মগ্ন ছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশকদিগের মধ্যেও অনেকে উত্তমরূপে লিখিতে কি পড়িতে জানিত না; বরং তাহারা লেখা পড়াতে তাচ্ছল্য করত কেবল ধর্ম্মবিষয়ক তর্কবিতর্ক করিয়া কাল যাপন করিত, তাহাতে তাহাদিগের ক্রোধ ও লোকদের প্রতি হঠাৎ নিষ্ঠুর ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মঘোষকেরা ধনী হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইল, এবং সর্ব্বদা সুখ ও পরাক্রম আকাঙ্ক্ষা করিত। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী দরিদ্র হইলে প্রায় যথার্থ ধর্ম্মিষ্ঠ থাকে। খ্রীষ্টিয়ানেরা তৎকালে তর্কবিতর্কে আসক্ত হওয়াতে ধর্ম্মের যে সার, অর্থাৎ প্রেম ও নম্রতা তাহাই বিস্মৃত হইল।

মহম্মদ ঐ সকল ভিন্ন২ মত দেখিয়া ও তর্কবিতর্ক শুনিয়া

Digitized by Google

পৌত্তলিক ও যিহূদীয় এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মহইতে এক নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে মানস করিলেন; অতএব তিনি কাবা মন্দিরে পূজার বিধান করিয়া ঐ স্থানকে প্রধান তীর্থ বলিয়া জানাইলেন; এবং মুসার ব্যবস্থা ও ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্ভাগহইতে অনেক বিষয় সংগ্রহ করিলেন; এই রূপে খ্রীষ্টীয় ও যিহূদীয় ধর্ম্মের অনেক কথা লইয়া মহম্মদ কোরানে লিখিলেন। ফলতঃ তিনি কহিতেন, আমার এ ধর্ম্ম নূতন নহে, ইহা অতি প্রাচীন।

পূর্ব্বে নৃপতিরা বিদ্যার আলোচনায় প্রজাদিগকে উৎসাহ দিতেন; কিন্তু মহম্মদের সময়ে কোন বিদ্যার আলোচনা না থাকাতে লোক সকল কেবল অজ্ঞানতায় মগ্ন ছিল। গথ্ ও বাণ্ডাল লোকেরা বর্ব্বরদের ন্যায় দেশ লুট করিয়া কাল ক্ষেপ করিত; এই নিমিত্তে সাধারণ প্রজাগণ বিদ্যার আলোচনা করিতে পারিত না; কেবল খ্রীষ্টীয় মঠে তাহার আলোচনা হইত।

রোম দেশের রাজারা ১২০০ বৎসর পর্য্যন্ত জগতের প্রধান২ দেশ শাসন করিয়া মহম্মদের সময়ে ক্রমে২ রাজ্যভ্রষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা ইউরপ দেশ সমুদয় জয় করিয়াছিল, কিন্তু সৈন্যের অভাব প্রযুক্ত তাহা অধিকারে রাখিতে পারিল না। রোমীয়েরা পারস্য লোকদের সহিত অনেক কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহম্মদের যৌবনাবস্থা।

পৃথিবীতে ৮০ আশি কোটি লোক বাস করে; তাহার মধ্যে ২০ কোটি খ্রীষ্টিয়ান, ৪০ লক্ষ যিহূদীয়, ৪৫ কোটি দেবপূজক ও

Digitized by Google

বৌদ্ধ, এবং ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ মুসলমান হয়। তাবৎ মুসলমানেরা মহম্মদকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া মান্য করে। পূর্ব্বকালে মহম্মদের সৈন্যগণদ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম ফ্রান্স দেশের পশ্চিম ও আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম অঞ্চল সকল ও পারস্য দেশ এবং ভারতবর্ষ ও আশিয়ার সমীপস্থ দ্বীপসমূহ, ও কাল সাগরের দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত প্রচারিত ছিল; অদ্যাপিও প্রায় ঐ সকল দেশে তাঁহার মত প্রচলিত আছে। যিনি ঐ ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তাঁহার আচার ব্যবহার ও স্বভাবের বিষয় সকলের কিঞ্চিৎ জানা উচিত। অন্যান্য সেনাপতিরা কেবল দেশ অধিকার করিয়াছে, কিন্তু মহম্মদ মনুষ্যগণের মনকেও বশীভূত করিয়া এক নূতন ধর্ম্মের সংস্থাপক হইলেন। একাদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত আশিয়া ও আফ্রিকার সভ্য প্রদেশ সকলে ঐ ধর্ম্ম চলিত আছে। বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত যিনি ব্যবসায়ির কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া যৌবনাবস্থায় কোন প্রকার বিদ্যাতে বিশেষরূপে অনুরক্ত ছিলেন না, তিনি কোটি ২ মনুষ্যের শরীর ও আত্মার উপরে কর্তৃত্ব করিয়া ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গণিত হইয়াছেন; এবং তাঁহার কর্তৃত্ব ধর্ম্মবিষয়ক বলিয়া একাদশ শত বৎসরাবধি প্রসিদ্ধরূপে চলিতেছে, ইহা অতি আশ্চর্য্য। খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রবৃত্তি ও ঘোষণাদ্বারা আপনাদিগের ধর্ম্ম বিস্তার করেন, কিন্তু মহম্মদীয় ধর্ম্ম বলে ও ছলে বিস্তারিত হইয়াছে।

ইস্‌মায়েলহইতে উৎপন্ন কোরেস নামে এক উৎকৃষ্ট জাতি পুরুষানুক্রমে মক্কানগরস্থ কাবা নামক প্রধান মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। তাহারা বাণিজ্যের নিমিত্তে মক্কা নগর স্থাপন করিয়া অনেক কালাবধি স্যাম্বুল, হাবেশ ও পারস্য দেশে

Digitized by Google

যাইয়া ব্যবসায়াদি করিত। মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রভৃতি মক্কাস্থ কুলীনেরাও সেই কর্ম্ম করিতেন।

ঐ বংশে ইং ৫৭১ সালে এপ্রিল মাসের ত্রয়োদশ তারিখ সোমবারে মক্কা নগরে মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মাতার আর সন্তান ছিল না। মহম্মদের জন্মের দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতা আবদুল্লা সুরিয়া দেশের অসা নামক নগরে বাণিজ্য করিয়া প্রত্যাগমন কালে মদীনা নগরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন; তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর মাত্র ছিল। মহম্মদ আপন পিতার দানপত্রানুসারে পাঁচ উষ্ট্র ও এক হাবেশ দেশীয় ক্রীতাদাসী আর এক গৃহ অধিকার করিলেন। তাঁহার মাতা আমীনা পতিবিয়োগে অতিশয় শোকার্ত্তা হওয়াতে ক্রমে২ অসুস্থা হইতে লাগিল; এবং কখন২ তন্দ্রাবস্থায় আপনাকে ভূতাবিষ্ট বোধ করিত, এজন্যে যেমন পল্লিগ্রামস্থ হিন্দুরা আপন২ শিশুগণকে ভুতাবেশহইতে রক্ষা করণার্থে তাহাদের কোমরে চাবি রাখে, তদ্রূপ তাহার বন্ধুরা তাহাকে গলে ও বাহুমূলে লৌহখণ্ড ধারণ করিতে পরামর্শ দিত। আলি বেন্ য়িজিড্ কহেন, যে মহম্মদ আপন মাতার ক্ষীণাবস্থা হেতুক আজন্মকাল অবধি অসুস্থ শরীরবিশিষ্ট ছিলেন।

মুসলমান ইতিহাসরচকেরা লিখেন, যে মহম্মদের জন্মকালে তাঁহার মাতা আপন শ্বশুর আবদুল্ মতালবকে ডাকাইয়া কহিয়াছিল, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি আমার শরীরহইতে এক নুর (অর্থাৎ তেজঃ) নির্গত হইয়া সুরিয়া দেশস্থ বস্ত্র নগরের সকল অট্টালিকায় উঠিল। আবদুল মতালব স্বীয় পৌত্রের জন্মের পর সপ্তম দিবসে ভোজের নিমিত্তে অনেক উষ্ট্র হত করিলেন; পরে ঐ শিশুকে

Digitized by Google

ক্রোড়ে লইয়া কাবা মন্দিরের মধ্যস্থানে হোবাল নামক প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন, এবং বালকের নাম মহম্মদ (অর্থাৎ প্রশংসিত) * রাখিলেন।

মক্কা নগরস্থ কাবা নামক প্রধান মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণ এক প্রস্তর ছিল। মুসলমানেরা বোধ করিয়া থাকে, যে ঐ প্রস্তর প্রথমে স্বর্গে শুক্লবর্ণ ছিল, কিন্তু মনুষ্যেরা পাপ করাতে তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া স্বর্গহইতে পৃথিবীতে পড়িয়াছিল। আর ইহাও বলে, ঐ পাথর যে স্থানে পতিত হয়, আদম ভারতবর্ষহইতে তথায় যাইয়া প্রতি-বৎসর সেই প্রস্তরকে বেষ্টন করিতেন; এবং জলপ্লাবনের সময়ে ঐ মন্দির ভগ্ন হইলে ইব্রাহীম তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন; আর ইস্মায়েল বংশীয়েরা উলঙ্গ হইয়া ঐ মন্দিরকে বেষ্টন করিত। খ্রীষ্টের ৪৪৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন মক্কাতে লোকদের বাস ছিল না, তখন আরবীয়েরা তথায় যাইয়া ঐ প্রস্তর পূজা করিত; পরে তাহারা মক্কাহইতে অন্য এক প্রস্তর আনিয়া আপনাদের তাম্বুতে স্থাপন করিয়া পূজা করিত।

রামচন্দ্র কেবল অযোধ্যার রাজা ছিলেন, এবং কৃষ্ণও সেই রূপ দ্বারকার রাজা ছিলেন, কিন্তু হিন্দুরা ইহাদের উভয়ের নানাবিধ কাল্পনিক অদ্ভুত কর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করিয়াছে; মুসলমান গ্রন্থকারেরাও যীশু খ্রীষ্ট এবং মূসার জন্মের সহিত মহম্মদের জন্মের তুলনা করণের আশয়ে তাঁহার জন্ম বৃত্তান্তের

* মহম্মদ কহিতেন, যীশু খ্রীষ্ট সহায় আসিবার যে প্রতিজ্ঞা করেন, ঐ সহায় আমি; যেহেতুক তাহার নাম ও আমার নামের একই অর্থ। কিন্তু ইহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না; কেননা মহম্মদ শব্দের অর্থ সহায় নয়, কিন্তু প্রশংসিত।

Digitized by Google

মধ্যে অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম লিখিয়াছেন, যথা; পারস্য দেশীয় সাবা হ্রদের সমুদায় জল শুষ্ক হওয়াতে কিছু দিন পরে তথায় এক নগর সংস্থাপিত হইল; এবং ভূমিকম্পদ্বারা খশ্রু নামক পারস্য দেশীয় রাজার অট্টালিকা চালিত হইয়া পতিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালীন হিন্দুলোকদের ন্যায় পারস্য দেশীয় লোকেরা সূর্য্য ও অগ্নিকে পূজা করিত, তাহাদের যে পবিত্র অগ্ন এক সহস্র বৎসরাবধি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সে ঐ দিনে নির্ব্বাণ হয়। নক্ষত্র মধ্যস্থ ভূতগণ নিজ বাসস্থানহইতে * বহিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীতে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে এবং দৈববাণী প্রকাশ করিতে শক্তিহীন হইল। ইবন্ ইসহাক্ ও ওয়াকিদী লেখেন যে মহম্মদ জন্মকালে প্রণাম করিয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "পরমেশ্বর মহান্ ও অদ্বিতীয়; আমি তাঁহার ভবিষ্যদ্বক্তা।" ইহা মহম্মদ স্বয়ং কিছু কহেন নাই; পরন্তু যে রূপ কৃষ্ণের বিষয়ে হিন্দুরা কহিয়া থাকেন, সেই রূপ তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলমানেরা তাঁহার বিষয় এ সকল গল্প প্রকাশ করেন।

মহম্মদের মাতা আমীনা শরীরের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত স্বকীয় শিশুকে স্তন্যপান করাইতে অশক্তা হইলে, তাহার বেদুইন ধাত্রী অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রান্তরে লইয়া গেল। মক্কা নগর অনুর্ব্বরা উপগিরি ও বালুকাময় প্রান্তরদ্বারা বেষ্টিত হওয়াতে গ্রীষ্ম

* উল্কাপাত দেখিয়া মুসলমান লোকেরা বলে, যে শয়তানের দূতেরা নিগূঢ় কথা শুনিবার জন্যে স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত যায়, এবং স্বর্গদূত তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিবারণের নিমিত্তে তাহাদের প্রতি তারাগণ নিক্ষেপ করে।

Digitized by Google

প্রযুক্ত অস্বাস্থ্যজনক ছিল, তাহাতে তত্রস্থ ধনিলোকেরা আপন২ সন্তানদিগকে শৈশবাবস্থায় ৮ দিবসহইতে ৮ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্লেশ সহ্য করাইতে ও প্রকৃত অবিশ্রিত আরবীয় ভাষা সুশিক্ষিত করণার্থে প্রান্তরে প্রেরণ করিত। মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তারা কহেন, মহম্মদের প্রান্তরে বসতি কালে চন্দ্র ও মেঘগণ তাঁহাকে প্রণাম করিত। মহম্মদ ঐ প্রান্তরে ছয় বৎসর থাকিয়া মৃগীরোগগ্রস্ত হইলেন, তাহাতে ধাত্রী ভীতা হইয়া তাঁহাকে তাঁহার মাতার নিকটে আনয়ন করিল। ঐ সময়ে সে রোগের প্রথম সঞ্চার হয়; ফলতঃ তাঁহার শিষ্যেরা ব্যক্ত করিয়াছে যে উহা মৃগী রোগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরাবির্ভাবের চিহ্ন।

মহম্মদ ছয় বৎসর ছয় মাসের সময়ে মাতৃহীন হন। তাঁহার মাতা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী বলিয়া বিশেষ রূপে বিখ্যাতা ছিল। পরে এক ক্রীতদাসী তাঁহাকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিত। মহম্মদের চক্ষুরোগ হওয়াতে ঐ দাসী তাঁহাকে প্রান্তর মধ্যে ওকাদ নামক স্থানে এক জন উদাসীন খ্রীষ্টিয়ানের নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহার ঐ রোগ সুস্থ করাইল। ইহার দুই বৎসর পরে মহম্মদের পিতামহ আবদুল মতাল্লব আপন পুত্র আবুতালেবের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া লোকান্তর হইলেন। ঐ আবুতালেব মহম্মদকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন, এবং তাঁহাকে অশ্বারোহণ বিদ্যায় ও অস্ত্র শস্ত্র ও কবিতারচনা এবং পশুদমন প্রভৃতি বিষয়ে সুশিক্ষিত করাইলেন। আরবদেশীয় যে লোক ভাল লিখিতে পারে, এবং ধনুর্বিদ্যাতে পারক, ও সন্তরণে সক্ষম হয়, তাহাকে নিপুণ বলিয়া সকলেই মান্য করে। মহম্মদ অন্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়া বা আলাপাদি করিতে প্রায়

Digitized by Google

চাহিতেন না, বরঞ্চ নির্জ্জন স্থানে থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি অল্প পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন বটে, কিন্তু মক্কানগরে উপস্থিত বিদেশীয় বণিক্ লোকদের সহিত কথোপকথন করিয়া অনেক জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন; ঐ বণিকেরা পারস্য, সুরিয়া, মিসর, ও যিহূদীয় দেশহইতে আগত হইত।

মহম্মদ ১০ বর্ষ বয়সের সময় ওকাদ মেলাতে গমন করিলেন। তাঁহার খুড়া আবুতালেব দরিদ্র হইলেও সাহসিক বণিক ছিলেন; তিনি সুরিয়া ও য়েমেন দেশে বাণিজ্যের নিমিত্তে যাইতেন। আরবীয় বনিকেরা দম্মেষক ও বস্রা নগরে হিজাস দেশের খর্জ্জুর ফল ও য়েমেন দেশের গন্ধরস আনিয়া তাহার পরিবর্ত্তে শস্য ও শুষ্ক আঙ্গুর ও বস্ত্র স্বদেশে লইয়া যাইত। মহম্মদ দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক হইলে তাঁহার খুড়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঐ মেলাতে লইয়া গেলেন; মহম্মদ তত্রস্থ ব্যক্তিদের সহিত কথোপকথন করাতে আরব দেশের ইতিহাস ও নানা ধর্ম্ম ও ভিন্ন ২ দেশীয় গল্প জ্ঞাত হইলেন; উত্তরকালে নানা প্রাচীন ধর্ম্মহইতে স্বধর্ম্ম রচনা করণে প্রবর্ত্ত হইলে ঐ জ্ঞান তাঁহার পক্ষে বড় উপকারক হইল। বস্রা নগরের নিকটে সের্জিয়স নামক এক জন আরব দেশস্থ উদাসীন খ্রীষ্টিয়ান বাস করিতেন; তিনি বিদ্যা ও ধর্ম্মের নিমিত্ত বিশেষ রূপে বিখ্যাত, এবং নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টমতাবলম্বী হইয়া পৌত্তলিক মতের অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন। মহম্মদ তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে তাঁহারা পরস্পর খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয়ে অনেক কথোপকথন করিতেন; পরে সের্জিয়স মহম্মদের পিতৃব্যের * পরামর্শানুসারে তাঁহাকে সাবধান পূর্ব্বক মক্কানগরে লইয়া গেলেন।

* মিরাত এরাবুল ও তারিক এল কামমী।

মহম্মদ সের্জিয়স এবং উদাসীন নেষ্টোরিয়ানদের হইতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে বিদ্যা পাইয়াছিলেন, তাহাই উত্তরকালে কোরান রচনায় তাঁহার উপকারজনক হইল। সেই উদাসীন মহম্মদের নিপুণতা দেখিয়া তাঁহার খুড়াকে কহিলেন, ইনি অতি বড় মান্য লোক হইবেন। মহম্মদ ১৬ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার খুড়া জোবের সহিত দক্ষিণ আরবদেশে যাত্রা করিলেন; এবং ২০ বর্ষ বয়স্ক হইলে তিনি মক্কায় গিয়া এক যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ কখন ২ বাণিজ্যার্থে সুরিয়ার প্রান্তরে ও কখন ২ মেলাতে গমন করিতেন। আরবীয় লোকেরা হিন্দুদের ন্যায় মেলাতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। বঙ্গদেশীয়েরা পুত্র জন্মিলে যেমন অতিশয় আহ্লাদিত হয়, সেইমত আরব দেশীয়েরা প্রথম কবিতা রচনা করিলে অতি সন্তুষ্ট হইত; এবং তথাকার যে লোকেরা লেখাপড়া না জানে, তাহারাও কবিতা রচনার বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিত। আরবীয় লোকেরা কবিতাকে অতিশয় সম্ভ্রম করিয়া সাত খানি প্রশংসিত কবিতা পুস্তক জয় চিহ্নরূপে কাবা মন্দিরে টাঙ্গাইয়াছিল। যৌবনকালে মহম্মদ জীবিকার নিমিত্তে সাধারণ ব্যবসায়ে অনুপযুক্ত হওয়াতে মেষপালকের কর্ম্ম করিতেন। কেবল অবিবাহিতা বালিকা ও ক্রীতদাসেরাই এই কর্ম্ম করে বলিয়া, আরবীয় লোকেরা এক দিবস মহম্মদকে নিন্দা করিল; কিন্তু * তিনি নিন্দিত হইয়া উত্তর দিলেন, একর্ম্ম অতি প্রশংসনীয়, কারণ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ দায়ূদ ও মুসা ইহাই করিতেন।

* ওয়াকিদী; ঈসহাক আবু ইসহাক।

Digitized by Google

আরবদেশে অনেক অসভ্য জাতি ছিল। তাহারা কোন ব্যবস্থার অধীন না হইয়াও বৎসরের মধ্যে চারি মাস পুণ্য জ্ঞানে যুদ্ধহইতে ক্ষান্ত হইত। সে সময়ে ওকাদ মেলাতে বাদী ও প্রতিবাদী একত্র হইত, অর্থ দিয়া বন্দিদিগকে মুক্ত করিত, ঘোটকের বলের প্রশংসা করিত, এবং আপনাদের বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্তে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়া আদর করিত। যেমন হিন্দুরা জগন্নাথ ক্ষেত্রে রথযাত্রাকালে একত্র হয়, সেইরূপ আরবীয়েরা ঐ মেলায় একত্র হইত। সেই স্থানে কবিরা উৎকৃষ্ট ছন্দে প্রধান ২ ব্যক্তি সকলের ইতিহাস লিখিয়া পাঠ করিত, এবং ছন্দে ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইত।

মক্কা নগরের কোন স্থান প্রস্তরময় ও কোন স্থান জলহীন; তত্রস্থ ভদ্র লোকেরা বাণিজ্য ও ব্যবসায় কর্ম্মেতে রত ছিলেন। তাঁহারা কখন ২ কাফিলা অর্থাৎ বাণিজ্যার্থে অনেক যাত্রিকদিগকে একত্র করিয়া রাজাগণের ন্যায় তাহাদের শাসন করিতেন। কোরিস জাতিরা মক্কা নগর স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা ব্যবসায়দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াও বাণিজ্য করিত; কোরিসেরা মহম্মদের প্রপিতামহ স্তাম্বুল নগরের সম্রাট্ এবং হাবেস দেশের রাজার সহিত বাণিজ্যের বিষয়ে এক নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন; ঐ কুলীন লোকেরা শস্য, শুষ্ক দ্রাক্ষাফল, পশমী বস্ত্র ও অন্য ২ পূর্ব্বদেশীয় দ্রব্যাদির বিনিময়ে সুরিয়াদেশের খর্জ্জুর ও সুগন্ধি দ্রব্য উষ্ট্রের দ্বারা আনয়ন করিতেন। সেই সময়ে নারীগণও চীন দেশীয় দর্পণ ব্যবহার করিত। কুলীনেরা বাণিজ্যহইতে সভ্যতা ও সুখের বৃদ্ধি পাইয়া তাহাতে প্রবর্ত্ত হইতেন।

মহম্মদ খুড়ার অনুরোধে ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমে খাদাইজা নাম্নী

Digitized by Google

এক জন মৃত ধনবান বণিকের স্ত্রীর সেবাতে নিযুক্ত হইয়া সুরিয়া-দেশে গেলেন, এবং তিন বৎসরাবধি তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম অতি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। খাদাইজা তাঁহার নিপুণতা দেখিয়া তাঁহাকে দ্বিগুণ বেতন দিতে লাগিল, তাহাতে মহম্মদের অনেক লাভ হইল। পরে খাদাইজা তাঁহাকে দক্ষিণ আরব দেশে প্রেরণ করিল। মুসলমান লোকেরা মহম্মদ বিষয়ক সেই সময়ের অনেক গল্প করে, যথা এক জন স্বর্গদূত তাঁহার মস্তকোপরি উড়িয়া পক্ষদ্বারা তাঁহাকে ছায়া দিত, এবং তিনি কোন শুষ্ক বৃক্ষের তলে বসিলে সেই বৃক্ষহইতে তৎক্ষণাৎ ফুল ও ফল পাইতেন, ইত্যাদি।

খাদাইজা প্রথমতঃ মহম্মদের সৌন্দর্য্যে আশ্চর্য্যান্বিতা এবং মোহিতা হইয়া কিছুকাল পরে তাঁহার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিল, এবং মহম্মদও তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু খাদাইজার বয়স তখন ৪০ বৎসর, অথচ পূর্ব্বে তাহার দুই বার বিবাহ হওয়াতে তিন সন্তান জন্মিয়াছিল, এবং মহম্মদ দরিদ্র ছিলেন; এই সকল কারণ প্রযুক্ত তাহার পিতা বিবাহেতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে খাদাইজা কলে কৌশলে পিতার সম্মতি পাইল; বিশেষতঃ, সে ভোজের সময়ে আপন পিতাকে মদ্যদ্বারা মত্ত করিলে তিনি নিজ কন্যা খাদাইজাকে মহম্মদের সহিত বিবাহ দিলেন। ভোজন সময়ে আবুতালব বক্তৃতা করিয়া কহিলেন, যে মহম্মদ দরিদ্র ইহা সত্য বটে, কিন্তু ধন ছায়ার ন্যায় অস্থায়ি। তিনি বিবাহ কালে মহম্মদকে ১২ টা গাভী ও ২০০ টাকা যৌতুক প্রদান করিলেন। মহম্মদ তৎকালে একটা উষ্ট্র বধ করিয়া তাহার মাংস দরিদ্র লোকদিগকে

Digitized by Google

বিতরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে খাদাইজার পিতার জ্ঞানোদয় হইলে তিনি এবং তদ্বংশীয় লোকেরা মহম্মদ ও তাঁহার গোষ্ঠীর সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিলে খাদাইজার প্রবোধদ্বারা নিবৃত্ত হইলেন। খাদাইজা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞাতা ছিল, এবং মহম্মদকে অতিশয় ভাল বাসিত; এ জন্যে মহম্মদ তাহার সাংসারিক কর্ম্মে এবং বুদ্ধির কৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মতানুসারে প্রায় সকল কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু খাদাইজা স্বীয় ধনের ভার তাঁহাকে অর্পণ করিত না। মহম্মদের ঔরসে তাহার ৬ সন্তান জন্মিয়াছিল; কিন্তু সে সকলের মধ্যে ফতিমা নামে কেবল একটী কন্যা মহম্মদের মৃত্যুর পর অবধি বাঁচিয়াছিল। খাদাইজা জীবিতা থাকিতে মহম্মদ অন্য বিবাহ করেন নাই।

বিবাহের পর মহম্মদ কখন ২ বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে যাইতেন, কখন বা আরবীয় প্রান্তরে গিয়া যে যিহূদীয় ও খ্রীষ্টীয় লোকেরা দেবপূজকদের তাড়নাতে তথায় বাস করিত; তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ঐ প্রান্তরে নেষ্টর নামে এক বুদ্ধিমান খ্রীষ্টীয় উদাসীন থাকিত, তাঁহার সহিত মহম্মদ অনেক কথোপকথন করিতেন। যৎকালে দক্ষিণ আরবীয় রাজগণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তদ্ধর্ম্ম বিস্তারার্থ অতিশয় উৎসুক হইল, সেই সময়ে হাবেশ দেশীয় লোকেরা খ্রীষ্টীয় ৫২৯ শকে য়েমেন দেশ জয় করিয়া তথায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিল; অন্য প্রদেশে খ্রীষ্টিয়ান লোকদের যন্ত্রণা পূর্ব্বক রক্তপাত হইলেও তাহারা ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

Digitized by Google

চতুর্থ অধ্যায়।

মহম্মদ মুসলমানীয় ধর্ম্ম সংস্থাপক।

মহম্মদ আপন স্ত্রীর ঐশ্বর্য্যেতেই মক্কা নগরে সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। ঐ নগরস্থ বণিক লোকেরা রাজ তুল্য ছিল, মহম্মদও সেই ধনদ্বারা তাহাদের মধ্যে এক জন গণ্য হইলেন।

মহম্মদকে আমীন অর্থাৎ বিশ্বস্ত নাম দেওয়া গিয়াছিল, এ প্রযুক্ত মক্কাস্থ লোকেরা তাঁহাকে কখন২ মধ্যস্থ করিয়া মানিত। মহম্মদের ৩৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কাবামন্দির ভগ্ন হওয়াতে, তাহারা সেই কাল প্রস্তর লইয়া, কে প্রথমে এই পাথরখানী মন্দিরের মধ্যে রাখিবে? এই বিবাদ করিল। পরে মহম্মদ মধ্যস্থ হইয়া ঐ প্রস্তর বস্ত্রে স্থাপন করত বিবাদিগণকে ধারণ করাইয়া মন্দিরের মধ্যে রাখিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিলেন।

এইক্ষণে তাঁহার ধন থাকাতে তিনি অবকাশ পাইয়া ঈশ্বরধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক কাল যাপন করিতেন; তাহাতে তিনি ধর্ম্মবিষয়ে এমত ব্যস্ত হইতে লাগিলেন, যে সকলে তাঁহাকে উন্মত্ত বোধ করিত। তিনি স্বপ্নেও ঐ সকল বিষয়ের আন্দোলন করিতেন। কথিত আছে, এক দিন তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যেন এক জন স্বর্গদূত আসিয়া কহিল; তুমি পড়, ঈশ্বর কলমা অর্থাৎ লিখিত কথাদ্বারা অজ্ঞদিগকে শিক্ষা দেন। পরে মহম্মদ প্রতিমাপূজা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেন না; বরঞ্চ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস না করিয়া এবং

Digitized by Google

খ্রীষ্টিয়ানদিগকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখিয়া তিনি আপনি এক নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

মহম্মদের মনে ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়া ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মক্কার নিকটবর্ত্তি উপগিরিতে ভ্রমণ করিতেন, তাহাতে প্রতিদিন কোথায় যান, তাঁহার স্ত্রী ইহা অনুসন্ধানার্থে লোককে প্রেরণ করিত। তখন মহম্মদের মন এমত চঞ্চল হইয়াছিল, যে তিনি কখন২ উচ্চস্থানহইতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিবার মানস * করিতেন, ইহাতে তাঁহার বন্ধুগণ ভীত হইত। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রযুক্ত তিনি এমত ব্যগ্রচিত্ত ছিলেন যে কেহ২ কহিত, উনি উন্মত্ত হইয়াছেন; আর অন্য২ লোকেরা কহিত, না, উনি শয়তান; এবং তদনুগত জীন (অর্থাৎ ভুত) লোকেরা তৎকর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে।

তৎকালে মহম্মদ দেবপূজকদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন; একারণ অনেক উপবাস ও সমস্ত রাত্রিতেই ঈশ্বরের আরাধনা করত তিনি পৈতৃক রীত্যনুসারে রমজান মাসে হিরা নামক গহ্বরে গিয়া থাকিতেন, পরে মক্কা নগরে যাইয়া কাবা মন্দিরকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতেন। এই অবস্থাতে মহম্মদের পঞ্চদশ বৎসর গত হয়। ইতোমধ্যে আরব দেশীয় অনেক লোক প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় এক পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়ে মহম্মদ স্বীয় ধর্ম্মের কথা প্রথমতঃ আপন স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া কহিলেন; যে

---

* মিশকাদ্ ওয়াকিদী।

Digitized by Google

হিরার মধ্যে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে জিব্রিয়েল স্বর্গদূত আসিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন, হে মহম্মদ, তুমি পরমেশ্বরের প্রেরিত। এই কথা শুনিয়া খাদাইজা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, ফলতঃ সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম উত্তমরূপে জ্ঞাতা ছিল। পরে তাহার কুটুম্ব ওয়ারকা মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; তিনি যিহূদীয় লোক ছিলেন, এবং ধর্ম্মপুস্তকের কোন২ অংশ আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। মহম্মদের জয়েদ নামক ক্রীতদাস তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তিনি তুষ্ট হইয়া তাহাকে দাসত্বহইতে মুক্ত করিলেন; আর তদবধি এই প্রথা মুসলমানদের মধ্যে চলিত আছে, যে ক্রীতদাস মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে দাসত্বহইতে মোচন পায়। তৎপরে মহম্মদের কুটুম্ব আলী দশবৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসের সহিত এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

তৎকালে মক্কাস্থ ক্রীতদাসগণ প্রায় খ্রীষ্টীয় দেশহইতে বন্দীরূপে যৌবনাবস্থায় আনীত হইয়াছিল; আর তথাকার অন্য ক্রীতদাসেরা খ্রীষ্টীয় পিতামাতাহইতে উৎপন্ন হইয়াও শিক্ষা না পাওয়াতে ধর্ম্মের বিষয় অত্যল্প জানিত। তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ শুনিলে আপনাদের মুক্তাবস্থা ও গৃহাদির স্মরণ করিত। ক্রীতদাসীরা আপন২ স্বামি ও ভ্রাতৃগণের প্রতি দেবপূজকদের অপেক্ষা পরমেশ্বর বিষয়ক প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিত। এবং তাহারা প্রথমতঃ মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল; ফলতঃ মহম্মদ ধর্ম্ম প্রকাশক হইয়া আমাদের মুক্তিদাতা হইবেন, ইহা তাহারা বোধ করিত, আর তাঁহাকে মৃগীরোগে পীড়িত দেখিয়া ঈশ্বরাবির্ভূত জ্ঞান করিত। দেবপূজক লোকেরা তাহাদিগকে অনেক

Digitized by Google

যন্ত্রণা দিয়া তাহাদের মধ্যে দুই জনকে হত্যা করিল। আবদাল্লা যোদনের অধীনে এক শত ক্রীত দাস ছিল, তাহারা পাছে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এই ভয়েতে আবদাল্লা তাহাদিগকে মক্কা নগরহইতে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। মহম্মদ নীচ জাতীয় লোকদিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় আলাপ ব্যবহার করাতে সেই ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ আসক্ত হইতে লাগিল। যে ক্রীতদাসেরা ধর্ম্মের কারণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, আবুবকর তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া * সেই অবস্থাহইতে মোচন করিলেন।

ক্রীতদাসদিগের মধ্যে জয়েদ নামক এক ব্যক্তি অতি প্রসিদ্ধ। সে বাল্যকালে স্ববংশীয়দিগকে দর্শনার্থে আপন মাতার সহিত এক দিন গমন করিতেছিল, ইত্যবসরে দস্যুরা আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া সুরিয়ার প্রান্তরে লইয়া গেল। তৎপরে খাদাইজার ভ্রাতৃপুত্র তাহাকে ক্রয় করিয়া আপন পিসীর নিকটে সমর্পণ করিলে মহম্মদ তাহাকে ভাল বাসিয়া দাসত্বহইতে মুক্ত করিয়া পোষ্যপুত্র করিলেন। মহম্মদ জয়েদের প্রতি এমত প্রেম করিতেন যে সে ভবিষ্যদ্বক্তার প্রিয় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। জয়েদ এবং তাহার বংশীয়েরা খ্রীষ্টিয়ান প্রযুক্ত মহম্মদকে ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক প্রকার প্রবৃত্তি দিল।

বিলাল নামে আর এক জন খ্রীষ্টিয়ান ক্রীতদাস মক্কা নগরে থাকিত। তাহার পিতা হাবিশ দেশীয় লোক ছিল। ঐ বিলাল তাহার নিজ প্রভুর অতি প্রিয়পাত্র, কিন্তু প্রতিমাপূজা করণে

---

* অল্যারি; ওয়াকিদী।

Digitized by Google

অস্বীকৃত হওয়াতে প্রভু তাহাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিলালকে অনাহারে রাখিয়া পর দিবসে দুই প্রহর সময়ে তপ্ত বালুকার উপর শুয়াইয়া বক্ষস্থলে পাথর চাপাইয়া দিলেন। এই সকল দুঃখ পাইয়াও বিলাল প্রতিমাপূজা করিতে স্বীকার করিল না। আবুবকর সেই স্থানে আসিয়া তাহার ঐ সকল যন্ত্রণা দেখিয়া প্রভুর নিকটহইতে তাহাকে ক্রয় করিয়া দাসত্বহইতে মোচন করিলেন। মহম্মদ নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিবা মাত্র বিলাল তাহা অবলম্বন করিল। তৎপরে সে প্রাতঃকালীন প্রার্থনার মুয়াজ্জিন্ হইল, অর্থাৎ লোকদিগকে প্রার্থনায় আহ্বান করিত।

জবর নামে এক জন খড়্গনির্ম্মাণকারি গ্রীস দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু সে তন্নিমিত্তে অনেক যন্ত্রণা পাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিল। তৎপরে তাহার প্রভুও মুসলমান হওয়াতে জবর পুনর্ব্বার ঐ ধর্ম্মাক্রান্ত হইল।

গ্রীস দেশীয় কোহাইব নামে অন্য এক জন খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সে যৌবনাবস্থায় আপন দেশহইতে পলাইয়া মক্কানগরে উপস্থিত হইয়া আরবীয় ভাষা এমত শুদ্ধ রূপে শিক্ষা করিয়াছিল, যে অনেকে তাহাকে আরবীয় লোক বোধ করিত। তৎপরে কোহাইব অনেক ধন উপার্জ্জন করিল। কোরেশ বংশীয়দের দ্বারা সে ধর্ম্মের নিমিত্তে বহু প্রকারে তাড়িত হইয়াছিল। মহম্মদ যখন মক্কাহইতে মদীনাতে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে ঐ ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলে কোরেশ লোকেরা কহিল, তুমি এখানে থাকিয়া ধনী হইয়াছ, অতএব এস্থানহইতে গেলে তোমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ

Digitized by Google

হইবে। তখন সে কহিল, আমি আপনার সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও এস্থানহইতে যাইব; ইহাতে কোরেশীয়েরা তাঁহাকে মদীনায় যাইতে অনুমতি দিল।

অমরা অবশা নামে এক জন আরবীয় প্রথম মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হইল। তাহার বংশীয়েরা প্রস্তরপূজক ছিল। তাহাদের দেশাধ্যক্ষ প্রস্তর অন্বেষণার্থে স্থানান্তরে গমন করিয়া চারিখানা প্রস্তর পাইল; তন্মধ্যে এক খানি মনোনীত করিয়া অন্য তিন খানা পরিত্যাগ করিল। যাইতে ২ অল্প দুরে একখানা তদপেক্ষা উত্তম পাথর প্রাপ্ত হওয়াতে সে প্রথম খানা ত্যাগ করিল। তৎপরে আর এক অত্যুত্তম প্রস্তর পাইয়া তাহা মনোনীত করিয়া পূর্ব্ব মনোনীত প্রস্তরকেও ফেলিয়া দিল। ইহা শুনিয়া অমরা বোধ করিল যে দেবতারা মনুষ্যদিগের উপকার কি অপকার কিছুই করিতে পারে না, কারণ পুনঃ ২ পাথর পরিবর্ত্তন করিলেও যদি তাহাতে কোন হানি না জন্মাইল, তবে ইহা-দ্বারাই জানিতে পারা যায় যে দেবতাদের হইতে কোন হিতাহিত হয় না। পরে অমরা এক য়িহুদীয় লোকের মুখে শুনিল যে আরব দেশে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হইবে, তজ্জন্য সে তাহাকে মক্কায় যাইতে পরামর্শ দিল। পরে অমরা তথায় উপস্থিত হইয়া মহম্মদকে জিজ্ঞাসিল, আপনার কত শিষ্য আছে? মহম্মদ উত্তর করিলেন যে দুই জন মাত্র, আবুবকর আর এক জন ক্রীতদাস। তাহাতে সে কহিল, তবে আমি আপনার তৃতীয় শিষ্য হইলাম।

মহম্মদের ৪৩ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে ৪০ জন মাত্র তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ ২ ক্রীতদাস ও কেহ ২ বিদেশী

Digitized by Google

ও নাস্তিক, ও কেহ বা তাঁহার নিজ কুটুম্ব ছিল। তাহাদিগের মধ্যে জাদ নামে এক কামার, ও খাদাইজার ভাইপো যুবায়ের, এবং টোলহা নামে কসাই, এই তিন জন অতি যুবা। জাদ মহম্মদীয় ধর্ম্মের জন্যে প্রথমে রক্তপাত করে, বিশেষতঃ মহম্মদ ও তাঁহার সঙ্গিগণ মক্কার নিকটে এক গহ্বরে উপস্থিত হওয়াতে দেবপূজকেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিলে জাদ উষ্ট্রের অস্থিদ্বারা এক জনকে ক্ষতবিক্ষত করিল।

মহম্মদের কুটুম্ব সকল কোরেশ জাতীয় লোক ছিল; তাহারা প্রতিমা পূজাতে আসক্ত হইয়া নূতন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করিত। যাত্রিক লোকেরা কাবা মন্দিরে অনেক দ্রব্যাদি উৎসর্গ করাতে কোরেশেরা তদ্দ্বারা বিস্তর ধন প্রাপ্ত হইত; মহম্মদ তাহাদের ভয়ে মক্কার নিকটস্থ গর্ত্তের মধ্যে যাইয়া প্রার্থনা করিতেন।

মহম্মদ এরূপে তিন বৎসর পর্য্যন্ত গোপনে ধর্ম্মের বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন। পরে ধর্ম্মচিন্তায় তাঁহার সুস্থতার হ্রাস হওয়াতে খ্রীষ্টীয় ৬১৪ সালে তিনি আপন মত মক্কার পথে ঘোষণা করিতে স্থির করিলেন। যখন তিনি প্রথমে ঈশ্বর-বিষয়ক কথা ঘোষণা করিতেন, তখন সকলে তাঁহাকে কেবল পরিহাস করিত; কিন্তু যখন প্রকাশরূপে বলিলেন, যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রতিমাপূজা করাতেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; তখন তাহারা তাঁহাকে বধ করিতে মনস্থ করিল। মক্কাস্থ কুলীনেরা কালীঘাটস্থ হালদারদের ন্যায় প্রতিমা পূজা-হইতে অনেক ধন উপার্জ্জন করিতেন, অতএব তাঁহারা সকলই মহম্মদের বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। মহম্মদ মৃগী রোগগ্রস্ত ও মেষপালক হওন প্রযুক্ত তাঁহাদের উপহাসের আস্পদ

Digitized by Google

হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ করিতেন না।

কোরেশ জাতীয়েরা মহম্মদকে দণ্ড দিবার জন্যে তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেবের নিকট তাঁহাকে দেশান্তর করিতে প্রার্থনা করিল। কিন্তু তিনি দেবপূজক হইয়াও মহম্মদকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন, কারণ তিনি মহম্মদের স্বজাতীয় ছিলেন; ফলতঃ আরবীয় জাতির এই এক নিয়ম ছিল যে স্বজাতীয় ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করা অতি উচিত, তাহাতে তাহারা ধর্ম্মনিয়মহইতেও জাতির নিয়ম প্রিয়জ্ঞান ও মান্য করিত। কোরেশ জাতীয়েরা মহম্মদকে ভয় দেখাইলেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া আপন পিতৃব্যকে বলিলেন, যে আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য্য ও বাম হস্তে চন্দ্র রাখিলেও আমি আপন প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিব না। তাঁহার পিতৃব্য কহিলেন, তুমি এমত ব্যগ্র হইও না; তাহাতে মহম্মদ কহিলেন, আমি যে পর্য্যন্ত ইহাপেক্ষা আরো উত্তম ধর্ম্ম না পাই, তাবৎ জীবন থাকিতে এই ধর্ম্ম প্রচার করণে ক্ষান্ত হইব না। তখন তাঁহার খুড়া কহিলেন, ভাল তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। আবুতালেবের অনুরোধে তজ্জাতীয় লোক সকলও তাঁহাকে রক্ষা করিত। অন্য সময়ে কোরেশীয়েরা তাঁহার খুড়াকে কহিল, আমরা মহম্মদকে মারিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে তোমার পোষ্যপুত্র করিয়া দিব। আবুতালেব উত্তর দিলেন, উষ্ট্রী স্ববৎস ব্যতীত অন্য বৎসকে ভালবাসে না। তৎপরে কোরেশ জাতীয়েরা তাঁহার ভয়ে উক্ত রূপ দৌরাত্ম্যহইতে ক্ষান্ত হইল; তথাচ তাহারা মহম্মদকে নানা প্রকার অপমান করিত।

Digitized by Google

এক সময় তাহারা কাবা মন্দিরে তাঁহার দেখা পাইয়া গলা টিপিয়া ধরিল, এবং চর্ম্মপাদুকাদ্বারা মুখেতে পুনঃ২ আঘাত করিয়া তাঁহার নাসিকা চেপটা করিয়া দিল।

এক দিন মহম্মদ সাফা নামক উপগিরিতে আপন কুটুম্বদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা প্রতিমাপূজা ত্যাগ না কর, তবে তোমাদের নরক যন্ত্রণা হইবে। তাহাতে তাঁহার পিতৃব্য আবুলাহব তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন; এ কী সংবাদ তুমি আপন কুটুম্বদিগকে দিতেছ? ইহা কহিয়া আবুলাহব প্রস্তর তুলিয়া মহম্মদকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহম্মদ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোমার হস্ত অভিশপ্ত হউক! তোমার স্বর্ণ মুদ্রাদিতে কোন উপকার হইবে না; এবং তুমি ও তোমার স্ত্রী নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে, কারণ সে আমার ধর্ম্মপথে কণ্টক দিতেছে, অতএব সে গল দেশে তালপত্রদ্বারা বদ্ধা হইয়া নরকে আনীতা হইবে"। কিছু দিন পরে মহম্মদ পুনরায় ঐ কুটুম্ব লোকদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের নিকট স্বর্গ ও নরকের বিষয় প্রস্তাব করিলেন। তৎকালে তাহারা তাঁহার কথা মানিল না বটে, কিন্তু সকলই তাঁহাকে শত্রুগণ-হইতে রক্ষা করিতে স্থির করিল।

তৎপরে মহম্মদ কিছুকাল সাফা উপগিরিতে অবস্থিতি করিয়া আপন ধর্ম্ম গ্রহণ করাওণার্থে কোরেশ জাতীয়দিগকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাহারা মহম্মদের প্রতি উপহাস করত অঙ্গুলি তুড়ী দিয়া কহিল, এ তো আবদুল মতালবের পৌত্র; এ কি স্বর্গীয় ঘটনার বিষয় সকল জানে? এবং যখন তিনি কোরানের কোন অংশ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন

Digitized by Google

তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্যে কেহ কবিতা কেহ গল্প ও কেহ বা বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। এক দিন মহম্মদ কাবা মন্দিরে প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক জন তাঁহার বস্ত্রে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিলেও তিনি এই অপমান সহ্য করিলেন। পরে তাহারা তাঁহাকে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে বলিলে তিনি কহিতেন, পরমেশ্বর আমাকে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পাঠান নাই, বরং ধর্ম্ম কথার ঘোষণা করিতে প্রেরণ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ বৎসরের মধ্যে মহম্মদের পিতৃব্য হাম্‌জা তন্মতাবলম্বী হইলেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে সাহসিক প্রযুক্ত "ঈশ্বরের ধর্ম্মসিংহ" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এক দিন হাম্‌জা মৃগয়া করিয়া প্রত্যাগমন কালে শুনিলেন যে মহম্মদের অন্য পিতৃব্য আবুজাল ও কোরেশ লোকেরা একত্র হইয়া তাঁহার গাত্রে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত দ্বারা অপমান করিতেছে; তাহাতে হাম্‌জা অতিশয় কোপান্বিত হইয়া বল ও বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক মন্দিরহইতে মহম্মদকে উদ্ধার করত আবুজালকে তীর-দ্বারা আঘাত করিলেন। তৎকালে তিনি কহিলেন, আমিও তোমাদিগের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমাকে বিশ্বাস করিতেছি না। কোরেশ লোকেরা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল যে কেহ হাম্‌জাকে বধ করিবে, আমরা তাহাকে এক শত উষ্ট্র পুরস্কারস্বরূপে দান করিব।

ঐ সময়ে ওমার নামা এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহম্মদের মতে আইলেন। তিনি প্রথমে মহম্মদের শত্রু হইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, (তখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর,) ইতি-মধ্যে শুনিলেন, যে আমার নিজ ভগিনীও তন্মতাবলম্বিনী

Digitized by Google

হইয়াছে; তাহাতে ওমার তৎক্ষণাৎ ভগিনী গৃহে গমন করিয়া তাহাকে প্রহার করত রক্তপাত করিলেন। ইহা দেখিয়া ওমারের কিছু দুঃখ বোধ হওয়াতে তিনি কোরান শুনিতে চাহিলেন, পরে তাহা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া মহম্মদের নিকটে গিয়া আপনিও তন্মত অবলম্বন করিলেন। ঐ ব্যক্তি মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর তাঁহার শিষ্যদের সংখ্যা অতি শীঘ্র দ্বিগুণ হইল; এবং যে অবধি ওমার মহম্মদের পক্ষ হইলেন সে অবধি তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা প্রকাশ্যরূপে কাবা মন্দিরে প্রার্থনা করিতে সক্ষম হইলেন।

মহম্মদের স্বজাতীয়েরা তাঁহার পক্ষ হওয়াতে শত্রুরা তাঁহার কিছু অনিষ্ট করিতে না পারিয়াও তাঁহার শিষ্যদিগকে বল-পূর্ব্বক তাড়না করিতে ক্ষান্ত হইল না; যথা তাহারা তাহাদিগকে অনাহারে রাখিয়া জল পান করিতে দিত না, এবং গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত বালুকার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রহার করিত।

খ্রীষ্টাব্দের ৬১৯ সালে দরিদ্র শিষ্যদের মধ্যে অনেকে যন্ত্রণা পাইয়া কেহ২ প্রতিমা পূজা করিতে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিল; ইহাতে মহম্মদ বিরক্ত হওয়াতে তাঁহার আজ্ঞানুসারে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রী হাবেশ দেশে পলায়ন করিল। কোরেশীয় লোকেরা ঐ কথা শুনিয়া তদ্দেশের নৃপতির সমীপে এক দূতকে প্রেরণ করিয়া নিবেদন করিল; মহম্মদের পক্ষীয় যে সকল লোক তোমার দেশে গিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে ধরাইয়া আমাদের কাছে অর্পণ কর। কিন্তু রাজা দূতকে কহিলেন, অস্মদীয় খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রায় মহম্মদীয় ধর্ম্মের তুল্য; অতএব ঐ লোকদিগকে আমি ধরাইয়া দিতে পারিব না।

Digitized by Google

৬১৮ সালে কোরেশ জাতীয়েরা মহম্মদকে বলিল; তুমি যদি দেবপূজক লোকদিগকে তিরস্কার করিতে ক্ষান্ত হও, তবে আমরা তোমার সহিত বন্ধুতার নিয়ম করিতে পারি। ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, আমি শান্তির নিমিত্তে আপন মনস্থ গোপনে রাখিতে পারিব না। তাঁহার মাতা ও পিতৃব্য দেব-পূজক থাকিয়া মরাতে তিনি প্রকাশ রূপে কহিলেন, উহাঁরা নরকগামী হইয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের মুক্তির নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে এবং দেবপূজকদিগের কবর মান্য করিতে আপন শিষ্যদিগকে নিষেধ করিলেন।

কোরেশ লোকেরা মহম্মদের জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগের অনুপকার করিবার নিমিত্তে পরস্পরের মধ্যে এক নিয়ম করিয়াছিল, যে তাহার ও তাহার রক্ষকদের সহিত আমাদের কেহ বিবাহের সম্বন্ধ ও বাণিজ্য করিবে না, এবং তাহাদের নিকটে কোন খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। এই নিয়মপত্র কাবা মন্দিরের মধ্য-স্থলে টাঙ্গান ছিল। পরে কোরেশীয়েরা তাঁহাদিগকে দূর করিয়া মক্কার এক ভিন্ন পল্লীতে বাস করিতে দিল।

ইহার পরে মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণকে বধ করণার্থে কোরেশ লোকেরা এক নূতন মন্ত্রণা করিল; তাহাতে আবুতালেব মক্কা নগরের সমীপস্থ এক স্থানে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিলেন। পরে কেহ গোপনে আসিয়া মহম্মদকে বধ না করে এ নিমিত্তে আবুতালেব তাঁহার শয়নাগার প্রতিদিন পরিবর্ত্ত করিতেন। মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যেরা ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া পুণ্য মাস ব্যতীত বাহিরে যাইতে পারিতেন না, এজন্যে আহারা-ভাবে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বড় ক্লেশ পাইতেন। যখন কোরেশ

Digitized by Google

লোকেরা দেখিল যে মহম্মদের কুটুম্বেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না, আর মক্কাস্থ লোকেরা তাঁহার প্রতি সদয় হইলে তাঁহার শত্রুগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটাতে উক্ত নিয়ম ভঙ্গ হইল, তখন তাহারা তাঁহাকে মুক্ত করিতে চাহিল; আর এক জন আসিয়া কাবা মন্দিরে টাঙ্গান ঐ নিয়মপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অধিকন্তু শত্রুদের মধ্যেও কতক গুলিন লোক তাঁহার তাড়না দেখিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইল; এই রূপে তাড়না দ্বারাই তাঁহার দলের বৃদ্ধি পাইল। পরে মহম্মদ মক্কায় আগমন পূর্ব্বক কাবা মন্দিরে ঘোষণা করিলেন, তাহা শুনিয়া নেজেরান দেশীয় এক জন খ্রীষ্টিয়ান তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

তৎকালে যে সকল শিষ্যগণ হাবেশ দেশে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন স্ত্রী ছিল। তাহারা মহম্মদের মদীনা গমন পর্য্যন্ত হাবেশ দেশের মধ্যে থাকিল। তথায় অনেক আরবীয় লোক ছিল। তাহারা আপনাদের দেশহইতে তাড়িত হইয়া যিহূদীয় রাজা সুলেমানের রাজত্ব সময়াবধি তদ্দেশে প্রবাস করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৫২৫ সালে হাবেশ লোকেরা য়েমেন দেশ জয় করিয়া লুট করণ কালে অনেক ক্ষতি ও বহু লোক হত্যা করিল। গ্রিগেস্তিয় নামে এক বিশপ আলেক্‌জেন্দ্রিয়া নগরহইতে প্রেরিত হইয়া উক্ত দেশে আসিয়া বসতি পূর্ব্বক অনেক ২ লোককে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম নামক হাবেশীয় রাজা তাঁহার সাহায্য করিয়া য়েমেন দেশের সানা নগরে অত্যুৎকৃষ্ট খ্রীষ্টীয় মন্দির স্থাপন করিলেন। পরে আরবীয় লোকেরা

Digitized by Google

মক্কার পরিবর্ত্তে ঐ স্থানে তীর্থযাত্রা করিবে, এই ইচ্ছাতে তিনি সকলকে প্রবৃত্তি প্রদানার্থে নানা দেশে দূতগণকে পাঠাইলেন; কিন্তু আরবীয় লোকেরা সানা মন্দিরের মধ্যে এক জনকে বধ করিল, এবং অন্যেরা মন্দিরকে অপবিত্র করিল; ইহাতে ইব্রাহীম ক্রোধান্বিত হইয়া সুসজ্জিত সৈন্য সমভিব্যাহারে কাবা মন্দির ধ্বংস করণার্থে মক্কায় প্রস্থান করিলেন। তৎকালে মহামারী উপস্থিত হওয়াতে ইব্রাহীম রাজা আপনিই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলেন। ৫৭০ সালে তাঁহার উত্তরাধিকারী অতিশয় দৌরাত্ম্য করাতে আরবীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি বিদ্রোহিতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং পারস্য দেশের সম্রাট তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া বধার্হ লোকদিগকে কারাগারহইতে মুক্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। ঐ যুদ্ধে হাবেশ লোকেরা পরাজিত হইয়া উক্ত সম্রাটের অধীন হইল। ২০ বৎসর পরে হাবেশ লোকেরা ঐ রাজাকে বধ করিল, কিন্তু পারস্য দেশের রাজা সৈন্যগণ প্রেরণ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, যে যত লোকদের চর্ম্ম শ্যামবর্ণ ও চুল কুঞ্চিত, তাহাদিগকে বধ কর।

মহম্মদের স্ত্রী খাদাইজা ৬৪ বৎসর বয়স্কা হইয়া খ্রীষ্টাব্দের ৬১৯ সালে লোকান্তরগতা হয়। সে মহম্মদের মন্ত্রিণী ছিল, এবং তাঁহাকে বহু ধন প্রদান করাতে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ধ্যান করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্ত্রী মহম্মদ অপেক্ষা ১৫ বৎসর অধিক বয়স্কা, তথাপি সে জীবিতা থাকিতে মহম্মদ অন্যা স্ত্রীতে আসক্ত হন নাই; কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তিনি আপনার স্বাভাবিক লাম্পট্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি

Digitized by Google

স্ত্রীবিয়োগে অতিশয় শোকাকুল হন নাই, বরঞ্চ তাহার মৃত্যুর দুই মাস পরে সাদা নামে এক বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। ঐ স্ত্রী কিছু কাল পূর্ব্বে আপন স্বামির সহিত হাবেশ দেশে গমন করিলে তথায় তাহার স্বামির মৃত্যু হওয়াতে সে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। মহম্মদ সাদাকে বিবাহ করিয়া পরে আবুবকরের কন্যা আয়েশার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন; তৎকালে সে বালিকার ৬ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে মহম্মদ তাহাকে বিবাহ করেন। তৎকালে ৫০ বৎসর বয়স্ক হইলেও তাঁহার উপর ঐ স্ত্রীর প্রভুত্ব হইল। মহম্মদ তাহাকে আরবীয় ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করাইলেন। এক দিবস মহম্মদের মনে খাদাইজার মৃত্যু স্মরণ হওয়াতে তিনি অতিশয় দুঃখিত আছেন, এমত সময়ে আয়েশা কহিল, তুমি সেই স্ত্রীর নিমিত্তে কেন দুঃখিত হও? দেখ, আমি তাহা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী ও যুবতী আছি। মহম্মদ উত্তর করিলেন, সে আমার অতি প্রিয়তমা ছিল, তাহার সমান তুমি কোন মতেই হইতে পারিবা না; কারণ যখন সকল লোক আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন সে বিশ্বাস করিত, আর সকলে যৎকালে আমাকে তাড়না করিয়াছিল, তৎকালে ঐ স্ত্রী ধন দিয়া আমাকে রক্ষা করিল। এক সময়ে আলী আয়েশার কিছু মন্দ ব্যবহার প্রকাশ করাতে সে তাহার প্রতি অতিশয় রুষ্টা হইল, তাহাতে আরব দেশে অনেক লোক রক্তাক্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

কিছু কাল পরে মহম্মদ ওমারের কন্যা হাঁসাকে বিবাহ করেন। এইরূপে তাঁহার অন্তঃপুরের নারীগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে

Digitized by Google

লাগিল, কিন্তু আয়েশা ব্যতীত সকলেই বিধবা ছিল। তিনি শিষ্যগণকে চারিটীর অধিক বিবাহ করিতে বিধি দেন নাই, কিন্তু স্বয়ং একাদশ বিবাহ করিয়াছিলেন। কেহ অধিক বিবাহের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিতেন, আমি ঈশ্বরের প্রেরিত, আমার উহাতে কোন দোষ নাই। হিন্দু লোকেরাও শ্রীকৃষ্ণের অধিক বিবাহে ঐ রূপ কারণ দর্শাইয়া থাকেন। মহম্মদের এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যবহারে বহুতর প্রভেদ আছে; দেখ, যীশু খ্রীষ্ট পাপিদেরহইতে পৃথক ও নির্দোষ এবং পবিত্র; মহম্মদ কামুক ও সাংসারিক সুখে আসক্ত ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ৬২১ সালে মহম্মদের পিতৃব্য আবুতালেব মৃত হয়েন। তিনি মহম্মদকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং প্রতিমাপূজক হইয়াও তাঁহার কথা সকল সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। আবুতালেবের মৃত্যুর পর কোরেশ লোকেরা মহম্মদকে অনেক যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তাহাতে তিনি নিরাশ্রয় হইয়া মক্কাহইতে ৪০ ক্রোশ অন্তরে টাইফ নগরে পলায়ন করেন। তথায় তাঁহার অনেক কুটুম্বলোক বাস করিত। ঐ নগর উত্তম দ্রাক্ষাফলের উদ্যান প্রযুক্ত বিখ্যাত হয়। মহম্মদ টাইফে দশ দিন থাকিলে পর নগরবাসি প্রতিমাপূজক ও ক্রীতদাস এবং বালক বালিকারা তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিল; তাহাতে তিনি তথাহইতে পলায়ন পূর্ব্বক মক্কানগরে প্রত্যাগমন করিয়া এক গুপ্ত স্থানে বাস করিলেন।

মুসলমানেরা কহে তৎকালে মহম্মদ অতি দুঃখিত ও হতাশ হওয়াতে মিরাজ অর্থাৎ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে

Digitized by Google

মহম্মদ বরাক নামক জন্তুতে আরোহণ করিয়া এক রাত্রির মধ্যে মক্কাহইতে যিরূশালম দিয়া সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত যাইয়া প্রত্যাগমন করেন। ঐ জন্তু গর্দ্দভ অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি, তাহার মুখ মনুষ্যবদন সদৃশ, ও গ্রীবা উষ্ট্রের গ্রীবা তুল্য, ও কর্ণ হস্তির কর্ণের ন্যায়, এবং মাণিক্যে খচিত লম্ব কেশর, ও বৃষের ন্যায় ক্ষুর, ও স্কন্ধে ককুদ, আর পৃষ্ঠদেশে দুই পক্ষ পুর্ব্বদিকহইতে পশ্চিমদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। জিব্রিয়েল স্বর্গদুত মহম্মদের পায়ের রেকাব ধরিলেন, এবং তাঁহার সহিত ৪০ সহস্র স্বর্গদুত গমন করিলেন। মহম্মদ ৫ মিনিটের মধ্যে যিরূশালম নগরের মন্দিরে * উপস্থিত হইয়া সকল ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে দর্শন করেন। পরে ঐ স্থানহইতে দীপ্তিময় স্বর্গসোপানে আরোহণ করিয়া পাঁচ শত বৎসরের পথ গিয়া প্রথম স্বর্গে উপস্থিত হন। ঐ স্বর্গ সোপান তিন সহস্র পাঁচ শত বৎসরের পথ পর্য্যন্ত দীর্ঘ, তাহার মধ্যে ২ রত্ন আছে। মুসলমানেরা কহে যে ঐ পথ দিয়া ভবিষ্যদ্বক্তারা ও মৃত ব্যক্তিরা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। মহম্মদ প্রথম স্বর্গে এক কুক্কুট দেখিলেন, তাহার চরণহইতে মস্তক পাঁচ শত বৎসরের পথ। পরে মহম্মদ তৃতীয় স্বর্গে যাইয়া দেখিলেন, তথায় আজরায়েল নামক মৃত্যুর দূত আছে; তাহার এক চক্ষুহইতে অন্য চক্ষুঃ ৭০ সহস্র বৎসরের পথ অন্তর, আর তাহার মুখ এরূপ

---

* এ কথা নিতান্ত অলীক, কেননা রোমানেরা অনেক বৎসর পুর্ব্বে ঐ মন্দিরকে এমত বিনাশ করিয়াছিল যে এক প্রস্তরের উপর অন্য প্রস্তর রহিল না। আদৌ তথায় মন্দির নাই, তাহার মধ্যে মহম্মদের প্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

Digitized by Google

বিস্তৃত * যে ৭ পৃথিবীকে একটি মটরের ন্যায় অনায়াসে গিলিতে পারে। অনন্তর তিনি ষষ্ঠ স্বর্গে আর এক দূত দর্শন করেন, তাহার শরীরের অর্দ্ধভাগ অগ্নি আর অর্দ্ধভাগ বরফ্, কিন্তু ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না এবং বরফও গলে না। শেষে সপ্তম স্বর্গে যাইয়া আর এক জন দূতকে দেখিলেন, তাহার ৭০ সহস্র মস্তক ও প্রতিমস্তকে ৭০ সহস্র বদন, প্রতিবদনে ৭০ সহস্র মুখ, প্রতি মুখে ৭০ সহস্র জিহ্বা, প্রতিজিহ্বায় ৭০ সহস্র ভাষা আছে। পরে লেখে, মহম্মদ পরমেশ্বরকে দর্শন করিলেন, আর তিনি তাঁহাকে জন্নতের রত্ন নাম দিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। তদনন্তর মহম্মদ পুনরায় সেই জন্নতে আরোহণ করিয়া মক্কায় প্রত্যাগমন করিলেন। আরও কথিত আছে, রাত্রির দশমাংশের একাংশ মধ্যেই মহম্মদের গমনাগমন হইয়াছিল।

ঐ স্বর্গারোহণের বিবরণ কোরানের মধ্যে অতি সংক্ষেপে লিখিত আছে। মহম্মদ মিত্র লোকদিগকে প্রবৃত্তি দিতে পরদিন স্বর্গারোহণের কথা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে কেহ২ তাঁহাকে উপহাস করিল, ও কেহবা তাঁহার ধর্ম্ম ত্যাগ করিল। ইদানীন্তন বিজ্ঞ অনেক মুসলমানেই তাহা স্বপ্ন জ্ঞান করেন। ফলতঃ মহম্মদের মুখামৃতে যে এক কূপের তিক্ত জল মিষ্ট ও এক জন খোঁড়ার পা ভাল ও উৎক্ষিপ্ত চক্ষুঃ সুস্থ হইয়াছিল, ইত্যাদি গল্প সকল তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আবুবকর ঐ স্বর্গারোহণের বিষয়ে বিশ্বাস করিতেন, নতুবা মহম্মদের ধর্ম্ম

* মুসলমানেরা স্বর্গদূত বিষয়ক অনেক অসম্ভব কথা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা কহে, ঈদৃশ দূত আছে যাহাদের নেত্র বারিতে জাহাজ ভাসিয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে পারে।

Digitized by Google

এক কালে লুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি প্রধান বণিক্ ও বিচারজ্ঞ ছিলেন, পরে মুসলমানদের প্রথম খালীফা হয়েন। তিনি মক্কাতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রকাশার্থ দশ সহস্র টাকা প্রদান করিলেন, এবং মদীনা গমন কালে মহম্মদকে অনেক ধন দিলেন। ছয় জন মান্য লোক আবুবকরের প্রবৃত্তিদ্বারা মহম্মদের শিষ্য হইলেন; তাঁহারা সম্বংশ জাত ও অতি ধনি বণিক্ এবং কর্ম্মঠ হইলে তাঁহাদিগের সাহায্যে মহম্মদের রাজ্য পশ্চাৎ স্থাপিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ৬১৫ সালের পূর্ব্বে মহম্মদের ৫০ জন শিষ্য ছিল; তাহাদের মধ্যে প্রায় তিন অংশ স্ত্রী লোক। ঐ শিষ্যেরা সকলে বাণিজ্য ব্যবসায় করিত। কেহ২ তণ্ডুল ও কেহ২ কলাই ও কেহ বা দ্রাক্ষারস বিক্রয় করিত, এবং কেহ লোহার মিস্ত্রী, কেহ কসাই, ও বাদ্যকর ছিল। তাহারা পূর্ব্বেও এক মাত্র পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করিত, আর প্রথমে নীচ কর্ম্ম করিয়াও পরে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহম্মদ টাইফ নগরহইতে প্রত্যাগমনের পর প্রকাশ্য রূপে বিদেশীয় লোকদিগের নিকটে প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে এবং এক ঈশ্বরের বিষয়ে কএকবার ঘোষণা করিলেন। তিনি মক্কাস্থ লোকদের নিকটে পূর্ব্বে অনেকবার ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যাগমনের পর অধিক করেন নাই। মহম্মদ এক স্বর্গের বিষয়ে প্রকাশ করিতেন, যে তাহাতে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ও মধুর নদী আছে, আর বৃক্ষ সকল গৃহাগত হইয়া ফল পুষ্প দান করে। এবং সে স্থানে এক উনুই আছে, তাহার নিকটস্থ প্রস্তর সকল মণির ন্যায়, ও তাহার মৃত্তিকা কর্পূর তুল্য, এবং শয়নাগার মৃগনাভিদ্বারা নির্ম্মিত।

Digitized by Google

মহম্মদের ও খ্রীষ্টিয়ানদের স্বর্গে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। খ্রীষ্টিয়ানদের স্বর্গে পারমার্থিক সুখ আছে, এবং ঈশ্বর ধ্যানে অসীম সন্তোষ জন্মে; পরন্তু মহম্মদের স্বর্গ শিব লোক তুল্য, তথায় পবিত্রতা ও পারমার্থিক সন্তোষ নাই।

মহম্মদ নরকের বিষয়ে ঘোষণা করিতেন, যে তথায় উষ্ণ জলধারা নারকিদের মস্তকে পড়িবে, ও সেই জলদ্বারা তাহাদের উদরের নাড়ী সকল গলিত হইবে, এবং তাহারা লৌহ যষ্টিদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইবে। নরকগামিদিগের পক্ষে অগ্নিকণাই গৃহ বোধ হইবে, এবং তাহাদের ভক্ষণীয় বস্তু শিয়ালকাঁটা মাত্র।

মহম্মদ দশ বৎসর পর্য্যন্ত নানা মেলায় ধর্ম্মের বিষয় ঘোষণা করিতেন। তিনি বিদেশীয় তীর্থ যাত্রিকদিগের সহিত অনেক কথোপকথন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহারা আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদিগকে স্ব ২ দেশের রাজত্ব প্রদান করিব। ইহা শুনিয়া বিদেশীয়েরা মহম্মদকে কহিল, তোমার স্বদেশীয় লোকেরা তোমাকে বিশ্বাস করে না, আমরা কী প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারিব?

ইঞ্জীলে লেখা আছে, এক সময়ে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া উচ্চপদ চাহিলে তিনি তাহাদিগের কাছে অতি শিশু এক বালক আনিয়া কহিলেন, তোমরা এই বালকের মত নম্র ও সুশীল না হইলে স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবা না। এই উপদেশ মহম্মদের উপদেশহইতে কেমন পৃথক্।

যীশু খ্রীষ্ট আপন দ্বাদশ শিষ্যকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, মহম্মদ সেই রূপ শক্তি প্রদান করণাভিলাষে দ্বাদশ জন শিষ্যকে মনোনীত করেন, এবং তাহাদের প্রতি অন্য কাহারও

Digitized by Google

দ্বেষ না জন্মে একারণ কহিলেন, "জিব্রীয়েল দুত ঐ ব্যক্তিগণকে মনোনীত করিতে আমাকে কহিয়াছেন।" এই কর্ম্মদ্বারা মুসলমান রাজ্যের মূল স্থাপন হয়। পরে মহম্মদ খড়্গদ্বারা রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি কহিয়াছিলেন, "শান্তিদ্বারা সকলকে জয় কর;" এখন কহিলেন, "অবিশ্বাসিদিগকে যুদ্ধদ্বারা পরাজয় করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদন কর, এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কাটিয়া ফেল।" যীশু খ্রীষ্টের ও মহম্মদের ক্রিয়াতে অনেক বিশেষ। যীশু খ্রীষ্ট বদ্ধ হইলে পিতর খড়্গ ধারণ করিয়া যখন তাঁহাকে রক্ষা করিতে যায়, তখন তিনি কহিলেন, "তুমি খড়্গ খাপে রাখ, কারণ যে তাহা গ্রহণ করিবে সে স্বয়ং হত হইবে।"

মহম্মদ এক দিন রাত্রি কালে সভা করিয়া এইরূপ নিয়ম স্থাপন করত ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সকলকে যুদ্ধ করিতে কহেন; ঐ সভায় এক জন চর ছিল, সে সকল অবগত হইয়া কোরেশদিগকে জানাইলে, পরদিনে তাহারা ঐ সভাস্থ সকলকে তাড়না করিতে লাগিল।

মহম্মদ দশ বৎসর পর্য্যন্ত স্বীয় ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়া অধিক ফল লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ঐ সময়াবধি এক নূতন রীতি প্রকাশ করিলেন। মদীনাতে অনেক বণিক্ লোক বাস করিত; তাহারা মক্কাস্থ ব্যবসায়িদিগের প্রতিবাদী হইয়াছিল। তথায় অনেক পাষণ্ড খ্রীষ্টিয়ানও ছিল, তাহারা যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিত। আর মূসার সময় অবধি তথায় অনেক যিহূদীয় লোক বাস করিয়াছিল। মদীনা নগরস্থ অনেক আরবীয় লোকেরা প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করিয়া সেই সময়ে অন্য

Digitized by Google

ধর্ম্ম অন্বেষণ করিতেছিল; মহম্মদ তন্নগরীয় সম্ভ্রান্ত তীর্থ যাত্রিকদিগকে ধর্ম্ম ঘোষণা শ্রবণার্থ আহ্বান করিলে তাহারা তাঁহার সদ্বক্তৃতা শুনিয়া মুসলমান ধর্ম্ম মুসার ব্যবস্থার সমান বুঝিয়া ও তাঁহার সাহস দেখিয়া স্বদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিছু দিন পরে মহম্মদের নব শিষ্যেরা মদীনা নগরে প্রত্যাগমন করে। মহম্মদ তাহাদের সহিত এক জন নিপুণ ধর্ম্মশিক্ষক প্রেরণ করিলেন। পরে প্রতিমাপূজক লোকেরা মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিপরীতাচরণ করিলেও ঐ ধর্ম্ম ক্রমে২ সেই স্থানে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বে রাজপুত জাতিদের ন্যায় এক গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে আপনাদের ছয় বৎসর বয়স্কা বালিকাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া বধ করিত। এক বৎসর পরে আকবা নামক পর্ব্বতে মহম্মদের সহিত মদীনা নগরবাসি দ্বাদশ জনের সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহারা তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, আমরা প্রতিমাপূজা চুরি এবং সন্ততি হত্যা আর করিব না। তাহারা আরও এই শপথ করিল, আমরা লম্পটাচরণ করিব না, এবং মহম্মদে বিশ্বাস করিব। এই দিব্যেতে যুদ্ধের কথা না থাকাতে লোকেরা তাহাকে স্ত্রীশপথ কহিত।

তাহার পর বৎসরে মহম্মদীয় ধর্ম্মাক্রান্ত ৭২ জন পুরুষ ও দুই স্ত্রী মদীনাহইতে ৫০০ শত পৌত্তলিক তীর্থ যাত্রিকদিগের সহিত মক্কায় গমন করে; তথায় যাইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় মহম্মদের সভায় উপস্থিত হয়। মহম্মদের পিতৃব্য আবাস দেবপূজক হইয়াও তাঁহাকে স্ববংশ্য বলিয়া রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহারা দিব্য করিয়া কহিল, যে রূপে সন্তান ও স্ত্রীকে রক্ষা করিতে হয়, সেই রূপে তোমাকে রক্ষা করিব।

Digitized by Google

ঐ দিব্যে মহম্মদ হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগের হস্তে আপন হস্ত দিয়া কহিলেন, এক্ষণে সকল বস্তুতেই আমাদিগের সমান অধিকার, অর্থাৎ তোমাদিগের রক্ত ও মাংস আমার, এবং আমার রক্ত ও মাংস তোমাদিগের।

মহম্মদের শিষ্যগণ কোরেশ লোকহইতে নানা তাড়না ও যন্ত্রণা পাইয়া সুযোগে মদীনায় পলায়ন করিল, কিন্তু মহম্মদ তিন মাস মক্কায় থাকিলেন। কোরেশেরা প্রকাশরূপে সভা করিয়া আবু-জালের পরামর্শানুসারে স্থির করিয়াছিল যে মহম্মদ বদ্ধ কি দেশান্তরীকৃত ইহলে তাহার ধর্ম্ম বিস্তার পাইবে, অতএব তাহাকে একেবারে বধ করা যাউক; এবং কোন জাতীয়েরা দোষী না হয়, তন্নিমিত্তে সকল জাতির এক ২ জন ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। এতদভিপ্রায়ে কোরেশেরা এক দিবস রাত্রি কালে মহম্মদের গৃহ বেষ্টন করিল। আলী চর প্রমুখাৎ এই সংবাদ পাইয়া স্বীয় হরিদবর্ণ শালদ্বারা এক কাষ্ঠকে আচ্ছাদিত করিয়া মহম্মদের শয়ন স্থানে রাখিলেন। পরে' মহম্মদ বাটীর পশ্চাৎ-ভাগের প্রাচীর দিয়া আবুবকরের গৃহে গমন করিলেন, এবং তথাহইতে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মক্কাহইতে ২॥ ক্রোশ অন্তর তৌর নামক পর্ব্বতের গর্ত্তে পলায়ন করিয়া রহিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে কোরেশেরা মহম্মদের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কেবল আলিকে দেখিতে পাইল, তাহাতে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বহুতর অন্বেষণ করিয়া কহিল, যে ব্যক্তি মহম্মদকে ধরিয়া দিবে তাহাকে এক শত উষ্ট্র পারিতোষিক দেওয়া যাইবে; কিন্তু সকলের চেষ্টা বৃথা হইল। মুসলমানেরা কহে, কোরেশেরা ঐ গর্ত্তের মুখে মাকড়সার জাল দেখিয়া ইহার মধ্যে কেহ নাই বলিয়া

Digitized by Google

তন্মধ্যে মহম্মদের অনুসন্ধান করিতে প্রবিষ্ট হয় নাই। তিনি ঐ গর্ত্তে তিন দিন ছিলেন। শিষ্যেরা রাত্রিযোগে মক্কাহইতে আহার আনিয়া তাঁহাকে দিত, এবং সকল সমাচার কহিত। মহম্মদ চতুর্থ দিন রাত্রিতে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মদীনায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে একজন মক্কাস্থ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও সে তাঁহার কিছু ক্ষতি করিল না; বরং আপন পাগড়ীর কাপড় বরশার উপর দিয়া ধ্বজা করিয়া তাঁহার অগ্রগামী হইল। মহম্মদ দ্বাদশ দিনে মদীনার সমীপে উপস্থিত হইলে ৫০০ লোক তাঁহাকে সেলাম করিতে আইল; তাহাতে তিনি তাল পত্রের ছত্র মস্তকে দিয়া এবং এক হস্তে ধ্বজা ধরিয়া দিগ্‌বিজয়ি সেনাপতির ন্যায় মদীনায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সকলে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

মহম্মদ মদীনায় যাইয়া এক বাটীর নিচস্থ গৃহে রহিলেন, যেন সকলে আসিয়া অনায়াসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে। তাঁহার পঁহুছিবার তিন দিন পরে আলী তথায় উপস্থিত হইলেন; কিছু দিন পরে মহম্মদের পরিবারস্থ সকলও গিয়া পৌঁছিল।

কোরেশেরা তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া অতি তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম অধিক বিস্তার হইতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহম্মদ যোদ্ধা ও রাজা।

মুসলমান লোক ঐ ঘটনা অবধি হিজরা নামে মহম্মদীয় সাল গণনা করে। খ্রীষ্টীয় ৬২২ সনে সেপ্তেম্বর মাসের ২৪ তারিখে

Digitized by Google

হিজরী সাল আরম্ভ হয়। মদীনার নাম পূর্ব্বে যাত্রিব ছিল; কিন্তু এ অবধি 'মদীনা নবী,' অর্থাৎ প্রেরিতের বাসস্থান নামে প্রসিদ্ধ হয়।

মহম্মদ পরমেশ্বরের অর্চনার্থে মদীনা নগরে এক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে অতি ব্যগ্র হইলেন, তাহাতে এক মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করাই তাঁহার প্রথম চেষ্টা হইল। সেই ভূমি পূর্ব্বে এক কবরস্থান ছিল, কিন্তু তত্রস্থ শব সকল স্থানান্তর করাইয়া তিনি এই কর্ম্ম শীঘ্র নির্ব্বাহ করিলেন। মহম্মদ স্বহস্তে মস্‌জীদ আরম্ভ করিলে সকলে সহকারী হওয়াতে একাদশ মাসে তাহা সম্পন্ন হইল। সেই ধর্ম্মগৃহের ভিত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত, কিন্তু তাহার স্তম্ভ তাল বৃক্ষের গুঁড়ী, ও তালপাতার চাল ছিল, এবং কতক গুলি খর্জ্জুর বৃক্ষ তাহার উপরে ছায়া করিত। প্রথমতঃ, মহম্মদ তাল বৃক্ষে হেলান দিয়া ঈশ্বরবিষয়ক ঘোষণা করিতেন। পরে শ্রোতৃগণের বৃদ্ধি হইলে তিনি সোপানের তিন ধাপে উঠিয়া প্রচার করিতেন। তৎকালে তিনি যিরূশালমের দিগে মুখ ফিরাইয়া প্রার্থনা করিতেন। মস্‌জীদের নিকট মহম্মদ সাদা ও আয়েশা আপন দুই স্ত্রীর নিমিত্তে দুই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

কিছু কাল পরে মহম্মদের নির্ম্মিত উক্ত মস্‌জীদ স্বর্ণ ও মর্ম্মর প্রস্তরদ্বারা অলঙ্কৃত হইল। হারোণ আরসীদ নামক খালীফা ঐ মস্‌জীদ দর্শনার্থ যাত্রা করিলে তাঁহার দুই কোটি যাইট লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল; এই যাত্রায় উষ্ট্রগণ তাঁহার নিমিত্তে যথেষ্ট বরফ বহন করিল।

হিজরার ৭ মাস পরে মহম্মদ আয়েশাকে বিবাহ করিলেন। তৎকালে তাহার বয়স নয় বৎসর মাত্র ছিল, এবং সে কাগজের

Digitized by Google

পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া করিত। ইহার তিন মাস পরে ২২ বর্ষ বয়স্ক আলী পঞ্চদশ বর্ষীয়া মহম্মদের ফতেমা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। মহম্মদ অর্থের অভাব প্রযুক্ত আপন উষ্ট্র বিক্রয় করিয়া ফতেমাকে যৌতুক দিলেন। তাঁহার আহার ব্যবহার পূর্ব্বে যেমত ছিল এখনও সেই মত রহিল, অর্থাৎ তিনি খর্জ্জুর ফল ও যবের রুটী ও মধু ও দুগ্ধ মাত্র খাইতেন। প্রতিদিন তিনি আপন গৃহে স্বহস্তে অগ্নি জ্বালাইতেন, ও মেষের দুগ্ধ দোহন করিতেন, আর গৃহ পরিষ্কার রাখিতেন, এবং প্রয়োজন মতে আপনার বস্ত্র ও পাদুকা সেলাই করিতেন। পর্য্যটন কালে তিনি পাথেয় দ্রব্য আপন পরিচারকের সহিত বিভাগ করিতেন, এবং দরিদ্রদিগকে এত দান করিতেন যে শেষে গৃহব্যয়ের জন্যে তাঁহার হস্তে কিছু মাত্র অর্থ থাকিত না।

এই সময়াবধি মহম্মদের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; যিনি পূর্ব্বে পলাতক ছিলেন, অদ্যাবধি তিনি আপন শিষ্যগণের গুরু ও সেনাপতি এবং রাজা হইলেন। দেখ, মহম্মদের সহিত যীশু খ্রীষ্টের কত বিশেষ! যীশু খ্রীষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, "আমার রাজ্য এই জগৎ সম্বন্ধীয় নহে; যদি হইত, তবে যিহুদীয়দের হস্তগত যেন না হই ইহার নিমিত্তে আমার সেবকেরা প্রাণপণ করিত; কিন্তু আমার রাজ্য ঐহিকের রাজ্য নয়। মনুষ্য পুত্র পরের সেবা করিতে এবং অনেকের পরিত্রাণের মূল্য রূপ আপন প্রাণ দিতে আসিয়াছেন। খড়্গ স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়্গ ধারণ করে তাহারাই খড়্গদ্বারা বিনষ্ট হয়।" পরে মহম্মদের সাংসারিক অবস্থার ন্যায়

Digitized by Google

তাঁহার মতও পরিবর্ত্ত হইল; বিশেষতঃ, তিনি মক্কা নগরে থাকিয়া কোরানের যে ২ অধ্যায় প্রকাশ করিলেন, তাহাতে লিখেন, "তর্ক বিতর্ক বিনা আমার অস্ত্র শস্ত্র নাই, এবং আমার খড়্গ কেবল মৃদুতা আছে।" ত্রয়োদশ বৎসরাবধি তিনি পরাক্রম বিহীন হইয়া শান্তির কারণ এইরূপ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু এইক্ষণে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি এমত প্রচার করিতে লাগিলেন, "খড়্গই নরক ও স্বর্গের চাবি; এবং দুই মাস উপবাস করণ অপেক্ষা ধর্ম্ম যুদ্ধে এক বিন্দু রক্তপাত করা অথবা অস্ত্রধারী হইয়া এক রাত্রি জাগরণ করা অধিক ফলবান।" তিনি আরও লিখেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম্ম রণে পতিত হয়, তাহার পাপ সকল ক্ষমা হইলে শেষদিনে তাহার দেহ হিঙ্গুলের ন্যায় উজ্জ্বল ও মৃগনাভির ন্যায় সুগন্ধ হইবে, এবং ছিন্ন হস্ত পদের পরিবর্ত্তে সে স্বর্গদূতের পক্ষ প্রাপ্ত হইবে।"

মূসা এবং যীশু খ্রীষ্ট পরমেশ্বরের প্রেরিত, ইহা তাঁহাদের আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছিল; অতএব মহম্মদের শত্রুগণ তাঁহাকে কহিত, তুমিও আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলে আমরা তোমাকে ঈশ্বরের প্রেরিত স্বীকার করিব। কিন্তু তিনি আপত্তি করিয়া কহিতেন, "ঈশ্বর এক ২ জন প্রেরিতদ্বারা আপনার এক২ গুণ প্রকাশ করিয়াছেন; যথা, মূসা তাঁহার দয়া ও তত্ত্বাবধারকত্ব, আর সুলেমান তাঁহার বুদ্ধি ও মহিমা, এবং যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার যাথার্থ্য ও সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বসামর্থ্য প্রকাশ করিলেন; তথাপি তাঁহাদিগেতে লোকেরা বিশ্বাস করিত না। এই জন্যে পরমেশ্বরের শেষ প্রেরিত যে আমি, আমার হস্তে তৎকর্ত্তৃক খড়্গ সমর্পিত হইয়াছে। অতএব যাহারা এই ধর্ম্ম না মানিবে,

Digitized by Google

আমার ধর্ম্মঘোষকেরা তাহাদের সহিত কোন তর্ক বিতর্ক না করিয়া তাহাদিগকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিবে। আর যে কেহ সত্য ধর্ম্মের নিমিত্তে যুদ্ধ করে, সে রণে পতিত হউক বা জয়ী হউক, উত্তম পুরস্কার পাইবে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

পূর্ব্বে দশরথের পুত্র রামচন্দ্র ভারতবর্ষের দক্ষিণে আসিয়া খড়্গদ্বারা ও ব্রাহ্মণ লোকদের সাহায্যে যে রূপে হিন্দু ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই রূপ মহম্মদও করিলেন। বিশেষতঃ বর্গিদের ন্যায় আরবদেশ লুটকারি যে বেদুইন্ লোক তাহাদের সহায়তাদ্বারা মহম্মদ আপন ধর্ম্ম বিস্তার করিলেন। তত্রস্থ মনুষ্যগণের নরকভয় অপেক্ষা খড়্গভয় অধিক হওয়াতে প্রায় সকলেই তাঁহার মতাবলম্বী হইল। মহম্মদ নরক যন্ত্রণার বিষয়ে তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিতেন, "নরক ভোগি লোকেরা উষ্ণ ও দুর্গন্ধ জল পান করে, আর উত্তপ্ত আল্‌কাতরার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক এক প্রকার তিক্ত ফল ভক্ষণ করে, এবং বিষাল সর্প বৃশ্চিকাদি তাহাদিগকে সর্ব্বদা দংশন করিলেও তাহা-দিগের মৃত্যু হয় না।"

মহম্মদের দলস্থ লোকেরা শীঘ্র বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিল, যেহেতুক মদীনাস্থ খ্রীষ্টবাদি লোকেরা পরস্পর নানা বৈধর্ম্মের বিষয়ে বিবাদ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মহইতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মানিয়া তাহা গ্রহণ করিল। ঐ ব্যক্তিরা যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিত না। মহম্মদ আপনার কোরানে মুসা লিখিত ব্যবস্থার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া যিহূদীয়দিগকে বিশ্রাম দিন পালন করিতে এবং উষ্ট্র মাংস ভোজনে বিরত হইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার আশা ছিল যে আমি

Digitized by Google

উহাদিগকে এই রূপে আপন ধর্ম্মে আনিব; কিন্তু শেষে তাঁহার এই আশা নিষ্ফলা হইল। মহম্মদের ইচ্ছা ছিল যে যিহূদীয় লোকেরা আমাকে ত্রাণকর্ত্তা রূপে স্বীকার করে, তাহাতে তিনি যিরূশালম নগরকে আপনার কেব্‌লা অর্থাৎ প্রার্থনার অভিমুখ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কিন্তু যিহূদীয় লোকদের বিশ্বাস ছিল যে দায়ুদ রাজারই বংশে আমাদের এক জন ত্রাণকর্ত্তার উদ্ভব হইবে, এই কারণ তাহারা মহম্মদের কথাতে বিশ্বাস করিত না, বরং অনেকেই তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মহম্মদ সেই আশা নিতান্ত নিষ্ফলা দেখিয়া যিরূশালম নগরের পরিবর্ত্তে মক্কা নগরকে মুসলমানদের কেব্‌লা নিরূপণ করিলেন, এবং তৎপরে যিহূদীয় লোকদিগের সহিত আর প্রণয় করিতেন না।

যিহূদীয়েরা তূরী শব্দদ্বারা ও খ্রীষ্টিয়ানেরা ঘণ্টাদ্বারা মনুষ্যদিগকে প্রার্থনার্থে আহ্বান করিত; কিন্তু মহম্মদ মস্‌জীদের ছাত-হইতে মনুষ্য রবদ্বারা আপন মতাবলম্বিদিগকে আহ্বান করিবার নিয়ম স্থির করিলেন। "ঈশ্বরই মহান্ ৩! ও আল্লা ব্যতিরেকে ঈশ্বর নাই, আর মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত," এই কথা প্রতি দিন পঞ্চবার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হয়; আর "নিদ্রাহইতে প্রার্থনা ভাল ২!" এই কথাও প্রত্যূষে প্রচার করিতে আজ্ঞা দিলেন।

সেই কালে মক্কা ও মদীনা নগরস্থ মুসলমানেরা দুই দলে বিভক্ত হইল। মক্কানিবাসিরা প্রথমে মহম্মদের ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিল, এবং মক্কাহইতে পলায়ন করিবার সময়ে মদীনাস্থ লোকেরা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া স্বীয় নগরে রক্ষা করিয়াছিল; এই দুই কারণোপলক্ষে তাহারা পরস্পর ঈর্ষ্যা করিয়া কলহ

Digitized by Google

করিতে লাগিল। মহম্মদ সকলের সম্মিলন করণাভিপ্রায়ে তাহাদিগকে এক নূতন ভ্রাতৃত্ব রূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; যথা, কতগুলিন মক্কাস্থ লোক এবং তৎসংখ্যক মদীনা নিবাসি ইহারা তাঁহার পরামর্শানুসারে প্রত্যেকে দুই২ জন করিয়া এমত সম্বন্ধ স্থির করিল, যে আমি তোমার উত্তরাধিকারী হইব, অথবা তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইবা, আর আমরা কুশলে ও অকুশলে পরস্পর উপকার করিয়া ধর্ম্মের নিমিত্তে একত্র হইয়া যুদ্ধ করিব, ইত্যাদি। কুটুম্বের বন্ধনহইতেও এই মিত্রতা দৃঢ়তর হইল। এই নিয়ম বদরের সংগ্রাম পর্য্যন্ত থাকিয়া পরে দুই দল একত্র হইল। তৎপূর্ব্বে ঐ মক্কাস্থ পলাতকেরা নিষ্কর্ম্ম প্রযুক্ত লুট করত কাল ক্ষেপণ করিত।

কোরান স্বর্গহইতে প্রেরিত হইয়াছে, ইহা স্মরণার্থে মহম্মদ রমজান মাসে উপবাস করিবার বিধান করিলেন। তিনি এই মাসে মুসলমানদিগকে দিবসে আহার করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্রের ভিন্নতা দেখিতে পাও, সে পর্য্যন্ত কিছু খাইও না।" তাহাতে তাহারা সমস্ত দিবস উপবাস থাকিয়া রাত্রে উত্তম আহারাদি করত সুখে যাপন করে।

মহম্মদ যুদ্ধের বিষয়ে যাহা কোরানে লিখিয়াছিলেন, তাহা অধিক কাল নিষ্ফল রহিল না।

প্রথমতঃ, তাঁহার দুই শত সৈন্য মাত্র ছিল। তৎকালে তিনি শিষ্যগণকে কেবল আপন২ রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতেন। কিন্তু একাদশ মাস পর্য্যন্ত মদীনা নগরে থাকিয়া তত্রস্থ মস্‌জীদ নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিলে পরে মহম্মদ সত্তর জন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া আপনি প্রথম যুদ্ধ যাত্রা

Digitized by Google

করেন। এক মাস পরে তিনি দুই শত সেনা সঙ্গে লইয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে গমন করিলেন; এ রূপে ক্রমে ২ তাঁহার সৈন্য দল বৃদ্ধি হইল, কিন্তু প্রথমতঃ তাহারা লুটিত দ্রব্য অধিক পাইত না। পরে আবদুল্লা নামে তাঁহার সেনাপতিকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করাতে তদধীন অনেক সৈন্যেরা পুণ্য মাসে তীর্থ যাত্রিদের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া স্থানে ২ লুট করিল, তাহাতে তাহারা আঙ্গুর ও চর্ম্ম ইত্যাদি অনেক দ্রব্য পাইল। মহম্মদের অন্য শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া বচসা করিয়া কহিল, পুণ্যমাসে যুদ্ধ করা নিতান্ত অন্যায়; কিন্তু তিনি কোরেশ জাতীয়দিগের বাণিজ্য নষ্ট করিতে দৃঢ় মানস করিয়া এই এক নূতন ব্যবস্থা কোরানের মধ্যে লিখিলেন, "পুণ্যমাসে বধ করণাপেক্ষা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতাচরণ করা মন্দ।" তিনি এই ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া তাবৎ লুটিত দ্রব্যের পঞ্চমাংশের একাংশ আপনি গ্রহণ করিতেন।

হিজরার দ্বিতীয় বৎসরে মহম্মদ স্বশিষ্যগণ লইয়া তিনবার কাফিলা অর্থাৎ, যাত্রিক বাণিজ্যকারিদের দলকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা লুট ও সমর করণে সর্ব্বদা উৎসুক, এবং আপনি কোরেশদিগের প্রতি দ্বেষশালী ছিলেন। মদীনাহইতে আট দিনের পথ দুরে বদর নামক ক্ষুদ্র নগরে এক উনুই ছিল, তাহার নিকটে কাফিলা সকল বিশ্রাম করিত। আবুসুফিয়ান সুরিয়া দেশহইতে এক সহস্র উষ্ট্র লইয়া ঐ স্থান দিয়া আসিতেছেন, ইহা শুনিয়া মহম্মদ কূপ সকলের নিকটে প্রহরিগণকে নিযুক্ত করিলেন, যেন কোন ব্যক্তি তাহাহইতে জল তুলিতে না পারে। সে সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে বালুকা সকল

Digitized by Google

সার্দ্র ছিল, এবং প্রচণ্ড প্রতিকূল বায়ু বহন করাতে আবুসুফিয়ান প্রভৃতির আগমন বড় দুষ্কর হইল। মুসলমানদের পদাতিক কেবল ৩০৫ জন, ও তাহাদিগের সঙ্গে ৭০ উষ্ট্র এবং দুই ঘোটক মাত্র। কোরেশদের দলে ৮৫০ পদাতিকগণ এবং ৭০০ উষ্ট্র ছিল; কিন্তু তাহারা মুসলমানদের ন্যায় সাহসিক ছিল না, এবং এক জন কহিল, মৃত্যুই মহম্মদীয় লোকদের সহচর, আর যুদ্ধ বিনা উহাদের কোন কর্ম্ম নাই।

মহম্মদ যুদ্ধের আরম্ভে এক কুটীরে গিয়া প্রার্থনা করিলেন; পরে সমরের মধ্যে কতক গুলিন চক্‌মকির প্রস্তর কোরেশদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে ব্যস্ত ও ছিন্নভিন্ন হও।" তিনি আরও কহিলেন, "হে শিষ্যগণ নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ কর; কারণ তোমাদিগের খড়্গের ছায়াতে স্বর্গের দ্বার আছে, এবং জিব্রীয়েল এক সহস্র স্বর্গীয় দূত লইয়া তোমাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন।" মহম্মদের শিষ্যেরা এই প্রবৃত্তিজনক বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহার শৌর্য্য দেখিয়া অতি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক যুদ্ধ করত শত্রুদিগকে পরাস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন করিল। এক জন অতি সাহসিক মুসলমানের বামবাহু ছিন্নপ্রায় হইলেও সে যুদ্ধ করিতেছিল; কিন্তু ঐ বাহুতে ব্যাঘাত হইবায় সে তাহা ছিঁড়িয়া ক্ষেপণ করত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে লাগিল। আর এক জন মহম্মদের মুখে শুনিয়াছিল, যে ব্যক্তি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশ্বাসবর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সমরে শত্রুদিগের নিকট যায়, তাহার প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন; ইহাতে সে স্ববর্ম্ম খুলিয়া শত্রুগণের প্রতি আক্রমণ করিলে শত ২ বল্লমদ্বারা আহত হইয়া মরিল।

Digitized by Google

উক্ত যুদ্ধে সর্ব্বসুদ্ধ ৭০ জন দেবপূজক এবং ১৪ জন মুসলমান হত হইয়াছিল; তন্মধ্যে আলী স্বহস্তে ১১ জন দেবপূজককে হত্যা করেন। মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্য সকলে লুটিত দ্রব্যাদি তুল্যাংশ করিয়া পরস্পর বিভাগ করিলেন; কিন্তু ইহার পর তিনি আপনার ও দরিদ্রদিগের নিমিত্তে যুদ্ধে লুটিত দ্রব্য সকলের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিতেন।

আবুজাল নামে মহম্মদের এক পিতৃব্য হত কোরেশদের মধ্যে ছিলেন। মহম্মদ তাঁহার ছিন্ন মস্তক দেখিয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। বন্দিদের মধ্যে মহম্মদের উপহাসকারি নাদর নামে এক জন পণ্ডিত ছিল; তাঁহার আদেশানুসারে তাহার মস্তক ছেদিত হইল। আর পূর্ব্বে আখবা নামে এক জন পাগড়ী খুলিয়া মহম্মদকে স্বহস্তে ফাঁসি দিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিল, মহম্মদ ঐ সময়ে তাহাকে বন্দিদের মধ্যে দেখিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইলে সে কহিল, হায়! কে আমার সন্তানদিগের প্রতিপালন করিবে? মহম্মদ উত্তর করিলেন, নরকাগ্নি। আর এক বন্দী পূর্ব্বে কহিয়াছিল, কোরান কেবল পারস্য দেশের গল্প মাত্র; এই দোষ প্রযুক্ত মহম্মদ তাহাকেও নষ্ট করিলেন। ইহাতেই যীশু খ্রীষ্ট ও মহম্মদের ব্যবহারের মধ্যে কত প্রভেদ, তাহা দেখ। ফলতঃ যে সময়ে যীশু ক্রুশার্পিত হয়েন, তখন তিনি আপন হত্যাকারিদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "হে পিতঃ! উহাদিগকে ক্ষমা কর।"

বদরের সংগ্রামের লুটে অনেক২ দ্রব্যাদি পাওয়া গেল, তাহাতে মুসলমানেরা ধনবান ও যশস্বী হইল তাহা কেবল নয়, বরং আপনাদের ধর্ম্ম বিস্তীর্ণ করিবার উপায়ও করিল।

Digitized by Google

হিজরার তৃতীয় বৎসরে মহম্মদ ওমারের কন্যা হাসা এবং জেনাব এই দুই বিধবাকে বিবাহ করিলেন। পরে তিনি নানা যুদ্ধেতে প্রবর্ত্ত হইয়া অনেক বিভব প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যে সেনারা লুট করিতে গিয়া মারা পড়িয়াছিল, মহম্মদ তাহাদিগকে ধর্ম্মসাক্ষী রূপে বিখ্যাত করিলেন।

মহম্মদ এই প্রকারে দিগ্বিজয়ী হইয়া যিহূদীয়দের প্রতিফল দিতে স্থির করিলেন। তাহাদের অসমা নাম্নী এক জন স্ত্রী লোক মহম্মদের প্রতিকূলে কএক শ্লিষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিল, তন্নিমিত্তে ওমার মহম্মদের প্ররোচনা বাক্যে তাহাকে পর্য্যঙ্কোপরি রাত্রি কালে হত করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালীন প্রার্থনানন্তর মহম্মদ এই কথা শুনিয়া ওমারকে পরমভক্ত বলিয়া প্রশংসা করিলেন। তাহার কিছু দিন পরে ওমারের পুত্র ১২০ বৎসর বয়স্ক আর এক জন যিহূদীয় লোককে * হত্যা করিল; ঐ ব্যক্তি মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতক গুলি শ্লিষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিল।

আর এক জন যিহূদীয় লোক এক মুসলমানী স্ত্রীকে মুখাচ্ছাদন খুলিতে কহিলে সে অসম্মতা হইল, তাহাতে যিহূদী তাহাকে অসম্ভ্রম করিলে এক জন মুসলমান তাহাকে বধ করিল। পরে মদীনার নিকটবর্ত্তী অন্য যিহূদীয়েরা আসিয়া ঐ হত্যাকারিকে মারিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া মহম্মদ যিহূদীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দুর্গ ১৫ দিন পর্য্যন্ত অবরোধ করিলেন; পরে তাহারা তাঁহার হস্তগত হইলে তিনি সমস্ত ধন লইয়া তাহাদিগকে সুরিয়া দেশে পাঠাইলেন।

* ওয়াকিদী।

Digitized by Google

মহম্মদের যে শত্রুগণ বদরের যুদ্ধে হত হইয়াছিল, তাহাদের প্রশংসার্থে কাব্ নামে আর এক জন যিহূদীয় লোক কতক গুলি কাব্য রচনা করাতে মহম্মদ ২। ৩ মাস পরে এক দল দস্যু সংগ্রহ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের গমন কালে তিনি কহিলেন, ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য করুন! পর দিন প্রাতে দস্যুরা কাবের মস্তক মহম্মদের নিকট আনিয়া দিলে তিনি কহিলেন, ঈশ্বর প্রশংসিত হউন! মহম্মদ সেই সময় অবধি যিহূদীয় লোকদিগকে আরব দেশে বাস করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা নিবুখৎনিৎসরের রাজত্বকাল অবধি তথায় বাস করিয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে অতি ধনবান্ বণিক্ ছিল।

কোরেশ জাতীয় তিন সহস্র সৈন্য উক্ত কাব নামক যিহূদীয় কবির শ্লিষ্ট কাব্যদ্বারা উৎসাহযুক্ত হইয়া মদীনা আক্রমণার্থ গমন করিল। তৎকালে হেণ্ডা নাম্নী এক জন আর পঞ্চদশ স্ত্রীলোক মাদল বাদ্য করত এবং বদর সংগ্রামে হত লোকদের উদ্দেশে বিলাপ করিতে ২ স্বজাতীয় সৈন্য সকলকে প্রবৃত্তি দিল। মহম্মদ আপনি ৭০০ সাত শত সৈন্য লইয়া মদীনাহইতে দুই ক্রোশ অন্তরে ওহদ নামক পর্ব্বতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করেন। তখন অনেক সেনা ও যিহূদীয় লোক মহম্মদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। মুসলমানদিগের রণধ্বনি "মৃত্যু," ও কোরেশদিগের রণধ্বনি "অজিয়া হোবাল" এই মাত্র ছিল। খালিদ ও আমরু মুসলমানদিগের সেনাপতি ছিলেন। মহম্মদ আপনার এক বন্ধুকে স্বীয় খড়্গ সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, এই অসি ভগ্ন কিম্বা বক্র না হইলে

Digitized by Google

ত্যাগ করিও না। ঐ খড়্গের উপরে এই কথা খোদিত ছিল, "কাপুরুষতাহইতে লজ্জা জন্মে; অগ্রসর হওনে যশ লাভ হয়, এবং পলায়নদ্বারা অদৃষ্টের ফল এড়ান যায় না।" মহম্মদের পাগড়ীতে এই লিপি ছিল, "ঈশ্বরহইতে উপকার হয়, পলাতক ব্যক্তি নরকহইতে কখনই পলাইতে পারিবে না"। পরে তিনি সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। প্রথমে মুসলমানেরা জয়ী হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাদিগের কতক গুলিন সৈন্য মহম্মদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া লুণ্টনাশয়ে স্বীয় শ্রেণী পরিত্যাগ করিলে বিপক্ষ সৈন্যগণ পশ্চাতে আসিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিল। মুসলমানেরা ঐ রূপ আক্রমণে এবং বায়ুর প্রতিকূলতায় সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাতে মহম্মদ স্বসৈন্য লইয়া অতিসাহস পুর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াও পরিশেষে আহত ও রক্তাক্ত কলেবর হইয়া ঘোটকহইতে এক গর্ত্তে পতিত হন। তৎকালে তাঁহার বদনে দশ বর্ষাঘাত ও তাঁহার সম্মুখের এক দন্ত ভগ্ন ও ওষ্ঠ ছিন্ন হইয়াছিল। মহম্মদের সদৃশাকৃতি এক জন ধ্বজাবাহক তৎকালে হত হইলে, মুসলমানেরা তাহাকে মৃত দেখিয়া মনে করিল, মহম্মদ হত হইয়াছেন; ইহাতে তাহারা সকলে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন এক ব্যক্তি চেঁচাইয়া কহিল, যদিও মহম্মদের মৃত্যু হইয়া থাকে, তথাপি মহম্মদের ঈশ্বর জীবিত আছেন। হত সৈন্যগণের মধ্যে মহম্মদ ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিহিত বর্ম্মদ্বয় ও সতেজ চক্ষু দেখিয়া মুসলমান লোকেরা তাঁহাকে জীবিত জ্ঞানে তুলিয়া লইয়া গেল। ঐ সংগ্রামে কোরেশেরা জয়ী হইয়া মৃত মুসলমান সৈন্যদিগের

Digitized by Google

নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া আপনাদের কণ্ঠে নাসিকার মালা ও হস্তে কর্ণের মালা গাঁথিয়া দিল।

ওহদ রণে মহম্মদের পিতৃব্য হামজা আর ৭০ জন মুসলমান সেনা এবং শত্রুদের মধ্যে ২৩ জন হত হয়। হাম্‌দা নাম্নী এক জন স্ত্রী উক্ত হামজার হৃদয় বিদারণ করিয়া ভক্ষণ করিল। মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে, কোরেশেরা ইহা বোধ করিয়া তৎকালে মদীনায় গমন করে নাই, নতুবা একেবারে মহম্মদীয় ধর্ম্ম লোপ করিতে পারিত।

মদীনাস্থ লোকেরা পরাজয় মানিয়া ক্রুদ্ধ ও ত্রস্ত হইলে মহম্মদ তাহাদিগকে শান্ত করণার্থে কহিলেন, সকলের "মৃত্যু-কাল নিরূপিত আছে, তাহাতে পলায়ন করিলে কেহ নিস্তার পাইবে না। আর যাহারা ধর্ম্মের নিমিত্তে যুদ্ধ করিয়া মৃত হয়, তাহারা স্বর্গে গিয়া প্রত্যেকে ৭২ হূরী কিনা অপ্সরীকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া ধর্ম্মজয়ির মুকুট প্রাপ্ত হইবে, এবং এক প্রকার সবুজ পক্ষির গলার থলিতে বাস করিবে। ঐ অপ্সরীদিগের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ ও উত্তম মুক্তার সদৃশ উজ্জ্বল, এবং তাহাদের শরীর কস্তুরীতে নির্ম্মিত।" মহম্মদ মৃত সৈন্যদিগের উদ্দেশে তাহাদের আত্মীয়দিগকে রোদন করিতে অনুমতি দেন বটে, কিন্তু শোকে কেশ ও বস্ত্র ছিঁড়িতে নিষেধ করেন; তিনি কহিতেন, "সমরে সংহত ব্যক্তিরা স্বর্গস্থ হইয়া পরম সুখে থাকে। কেহ নিরূপিত কালের পূর্ব্বে মরে না; কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করুক কিম্বা যুদ্ধে সমুপস্থিত হউক, অবশ্য মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

Digitized by Google

ওহদ রণের কিছু কাল পরে মহম্মদ হাবেশ দেশীয় এক জন সম্ভ্রান্ত পলাতকের স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তাহার চারটী সন্তান ছিল।

হিজরার চতুর্থ বৎসরে মহম্মদ দ্যূত ক্রীড়া ও শূকর মাংস ভক্ষণ, ও শর পরীক্ষা, ও প্রতিমূর্ত্তি খোদন এবং দ্রাক্ষারস পান, এই সকল কর্ম্ম নিষেধ করেন। কথিত আছে, দ্রাক্ষারস পান নিষেধের কারণ এই, তিনি এক দিবস কোন বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হওত দেখিলেন, আগত লোক সকলে একমনা হইয়া আমোদ পূর্ব্বক দ্রাক্ষারস পান করিতেছে; কিন্তু পর দিবস প্রত্যাগমন করিয়া পথিমধ্যে পতিত রক্তদ্বারা অবগত হইলেন যে তাহারা উন্মত্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ পূর্ব্বক রক্তারক্তি হইয়াছে; ইহাতে মহম্মদ দ্রাক্ষারসকে শয়তানের যন্ত্র বলিয়া তাহা পান করিতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনি আজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি এই রস পান করিবে, তাহাকে অশীতিবার কোড়া প্রহার করা যাইবে। এই হেতু অনেক ২ আরবীয়েরা তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল, কিন্তু অন্যান্য কতিপয় লোক তাহা গ্রহণ করিল।

কিছু কাল পরে মহম্মদের প্রিয় বন্ধু আব্দাল্লা তাঁহার প্রবৃত্তিদ্বারা সুফিয়ান ইবন খালেদ তাঁহার শত্রুকে গোপনে বধ করিলে মহম্মদ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় হস্তের যষ্টি পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, দেখ, এই যষ্টি স্বর্গে তোমার অবলম্বন হইবে, আমি ইহাদ্বারা পুনরুত্থানের দিনে তোমাকে চিনিয়া লইব। আব্দাল্লা অতি সমাদর পূর্ব্বক যষ্টি গ্রহণ করিয়া চিরকাল ব্যবহার করিতেন, পরে * মৃত্যুকালে

* ইবন মিশক।

Digitized by Google

তাহা আপনার কবরে দিতে আজ্ঞা করিলেন। মহম্মদ আবু সুফিয়ানকেও বধ করণার্থ মক্কা নগরে আমরু বেন ওমিয়াকে প্রেরণ * করেন, কিন্তু ইহা প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল।

এই সময়ে মদীনার সন্নিকটস্থ যিহূদীয় এক জাতি বিবাদ নিষ্পত্তির ছলে মহম্মদকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন কালে তাঁহার মস্তকে যাঁতা ফেলিয়া মারিবার কুমন্ত্রণা করিল, কিন্তু মহম্মদ এক জন বন্ধুর নিকটে ইহা জ্ঞাত হইয়া পলায়ন করিলেন। পরে তিনি প্রকাশ করিলেন, আমি এ বিষয় ঈশ্বরদ্বারা অবগত হইয়া রক্ষা পাইয়াছি। কিছু দিন পরে তিনি সৈন্যগণ লইয়া যিহূদীয়-দিগের দুর্গ আক্রমণ করিলে তাহারা বশীভূত হইল। মহম্মদ তাহাদিগকে দেশান্তর করিয়া খয়বার প্রদেশে পাঠাইলেন, কিন্তু প্রত্যেককে এক২ উষ্ট্রের বোঝার অতিরিক্ত সম্পত্তি সঙ্গে লইতে নিষেধ করিয়া মক্কাহইতে যাহারা তাঁহার সহিত পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ সকল লুটিত ধন বাঁটিয়া দিলেন। তদবধি তিনি তাবৎ যিহূদীয়দিগকে অবিশ্বাস করত তজ্জাতীয় নিজ সর্ব্বাধ্যক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া এক জন আরবীয় লোক-কে ঐ পদে নিযোগ করিলেন, এবং যিহূদীয় লোকদিগের সহিত পত্রাদিদ্বারা কথোপকথন করণার্থে সুরিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাকে অনুমতি দিলেন।

হিজরার চতুর্থ বৎসরে মহম্মদ সুরিয়া দেশের নিকটস্থ অঞ্চলে যুদ্ধ করিয়া অনেক কাফিলার দ্রব্য লুট করিলেন।

---

* তারীখ এল্‌খামিসী ও সিরৎ এরাকাল।

Digitized by Google

পঞ্চম বৎসরে তিনি এক দল দেবপূজককে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগের কতিপয় লোককে বধ করিয়া দুই শত জনকে বন্দি করিয়া লইয়া গেলেন; এবং তাহাদিগের এক সহস্র উষ্ট্র ও পাঁচ সহস্র মেষ লুট করিয়া লইলেন। পরে তিনি ঐ বন্দিদিগকে বিক্রয় করিতে গেলে তাহাদের মধ্যে বাসা নাম্নী এক অধ্যক্ষের কন্যা স্বীয় মূল্য দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার মূল্য অধিক হওয়াতে সে তাহা ন্যূন করণার্থে মহম্মদের নিকটে প্রার্থনা করিল। মহম্মদ তাহার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া কহিলেন, তোমার মুক্তির মূল্য ন্যূন হইবেক না, আমি তোমাকে বিবাহ করিব; তাহাতে অধ্যক্ষের কন্যা সম্মতা হইল।

পরে মহম্মদ এক দিন আপন পোষ্যপুত্র জয়েদের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার বনিতার রূপ লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হওত তাহাকেও বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার স্বামী জয়েদ পূর্ব্বে মহম্মদের ক্রীত দাস ছিল, এ কারণ সে সম্মত হইল; কিন্তু এরূপ বিবাহ আরব দেশীয় লোকদিগের রীতি বিরুদ্ধ হইলে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, * জিব্রীয়েল দূত আমাকে ইহা অনুমতি দিয়াছেন। এ কথা বলিয়া তিনি অতি সমারোহ পূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন।

মহম্মদ যুদ্ধযাত্রা কালে এক জন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন; তাহাতে এক সময়ে তিনি আইশাকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলে সে কোন কারণ বশতঃ সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল।

---

* বেইজাবী।

Digitized by Google

পরে আর এক জন পুরুষ তাহাকে মহম্মদের তাঁবুতে লইয়া গেলে আইশার প্রতি ব্যভিচার দোষের সন্দেহ জন্মিল; তাহাতে মহম্মদ আলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ বিষয়ে কী বোধ কর? আলী তাহাকে দোষী করিলেন, কিন্তু মহম্মদ কিছু কাল পরে মৃগীরোগগ্রস্ত হইয়া কহিলেন, আইশা নির্দোষী বটে, ইহা আমার নিকটে দৈববাণীদ্বারা প্রকাশ হইয়াছে; আর যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের ব্যভিচার দোষ আরোপ করে সে যদি চারি জন সাক্ষী না দিতে পারে তবে তাহাকে অশীতিবার কোড়া প্রহার করা যাইবে। অতএব উক্ত দোষ প্রযুক্ত * এক জন কবি এবং মহম্মদের এক জন শালী উভয়ই তদ্রূপ দণ্ড পাইল।

কোরেশ ও যিহূদীয় লোকেরা মদীনা আক্রমণার্থে উদ্যত হইলে মহম্মদ চতুর্দিগে পরিখা করিয়া নগর রক্ষা করিলেন। এই পরিখা তিনি স্বহস্তে খনন করিতে লাগিলে সকলের প্রবৃত্তি জন্মিল। ঐ কর্ম্ম ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়াতে দশ সহস্র শত্রু পঞ্চদশ দিবস অবধি নগর আক্রমণ করিলেও তাহাদিগের চেষ্টা বৃথা হইল। এই সময়ে এক দিন আলী আপন পিতৃব্য আমরুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিলেন; তাহাতে আমরু ভূমিতলে পতিত হইলে তিনি বক্ষঃস্থলে আরোহণ পূর্ব্বক খড়্গদ্বারা তাহার কণ্ঠ ছেদন করিলেন। ধর্ম্মের নিমিত্ত এরূপ কঠোর কর্ম্ম পূর্ব্বে কখন হয় নাই।

মহম্মদের কেবল তিন সহস্র সৈন্য ছিল, এ কারণ তিনি দেবপূজক ও যিহূদীয় লোকদের মধ্যে বিবাদ জন্মাইয়া দিলেন।

---

* ইবন মিশাক।

Digitized by Google

ইতিমধ্যে শত্রুগণের শিবির প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা ছিন্নভিন্ন হওয়াতে তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া মদীনাহইতে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধ পরিখার রণ নামে খ্যাত আছে।

শত্রুগণের মধ্যে অনেক যিহুদীয় লোক ছিল; ও তাহারা ছল পূর্ব্বক মহম্মদকে বধ করিতে মন্ত্রণা করিয়াছিল, এই দুই কারণ প্রযুক্ত তিনি তিন সহস্র পদাতিক ও ৩৬ জন অশ্বারোহি সেনা লইয়া খোরাইদা নামক তাহাদিগের নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি ঐ নগর ১৪ দিন পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া পরে হস্তগত করিলেন। মহম্মদ খোরাইদা নিবাসি সাত শত লোককে বদ্ধ করিয়া মদীনায় আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জীবিত অবস্থায় কবর দেওয়াইলেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন দেখিলেন যে যিরূশালম নগর ধ্বংস হইবে তখন তিনি রোদন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহম্মদ, যিনি আপনাকে রহীমের রসুল অর্থাৎ দয়ালু ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া জানাইতেন, তিনি অতি নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক ঐ ৭০০ লোককে হত করেন। ফলতঃ মহম্মদ আপত্তি করিয়া কহিতেন, * যদ্রূপ যিহোশুয়া ঈশ্বরহইতে কিনানীয় লোকদিগের উৎপাটন করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি উহাদিগকে হত্যা করিতে অনুমতি পাইয়াছি। ঐ যিহুদীয়দের লুটিত দ্রব্য তিন শত বর্ম্ম, এক সহস্র বর্ষা, পঞ্চদশ শত ঢাল, এবং প্রচুর দ্রাক্ষারস, ও মিসরী ইত্যাদি। মহম্মদ সে সকলের পঞ্চম অংশ গ্রহণ করিয়া আপনার সৈন্যগণকে মেষ ও উষ্ট্র সকল ও তিন শত বর্ম্ম দিলেন। অশ্বারূঢ় সেনারা পদাতিকগণহইতে তিন গুণ অধিক পাইল।

* ইবন মিশাক।

Digitized by Google

ঐ যুদ্ধে যে সকল স্ত্রীলোক ধৃতা হয় তাহাদিগকে মহম্মদ ক্রীতা দাসী করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নেজেড দেশহইতে অশ্ব আনয়ন করিলেন। মহম্মদ ঐ দাসীদিগের মধ্যে রহনা নামে পরমসুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন; কিন্তু বিবাহিতা হইলে আমাকে অন্তঃপুরে সর্ব্বদা বাস করিতে ও ঘোমটা দিয়া থাকিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া সে তাহা অস্বীকার করিয়া মহম্মদের উপপত্নী হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম স্বীকার করিল।

এই সময়ে মহম্মদের অনুমত্যনুসারে তাঁহার এক জন যিহূদীয় শত্রু বন্ধুভাবে ছলপূর্ব্বক হত হইল। তৎপরে মহম্মদ খোরাইদা দেশস্থ যিহূদীয়দিগকে জয় করিয়া তাহাদের মেষ ও সম্পত্তি সকল লুটিয়া লইলেন। লুটের আশয়ে অনেক আরবীয় লোক তাঁহার সেনা হইল। মহম্মদ কহিতেন, কাপট্য করা এবং পরিশোধে অপারক হইয়া ঋণগ্রস্ত হওয়া, এই দুই পাপ ব্যতিরেকে আমার শিষ্যগণ অবিশ্বাসি লোকদিগকে বধ করিলে সকল পাপহইতে মুক্ত হইবে। আর তিনি কোরানে আটবার লিখিয়াছেন, অবিশ্বাসিদিগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিও না।

হিজরার ষষ্ঠ বৎসরে মহম্মদ তিন কারণ প্রযুক্ত মক্কা নগরে তীর্থ যাত্রা করেন। প্রথমতঃ, ঐ স্থানহইতে তিনি অপমানিত ও দূরীকৃত হইয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, মক্কা পুণ্যস্থান; তৃতীয়তঃ, তিনি স্বপ্নে তথায় যাত্রা করিতে আদেশ পাইয়াছিলেন। এই সকল হেতু প্রযুক্ত মহম্মদ পঞ্চদশ শত সৈন্য লইয়া মক্কায় যাত্রা করিলেন। কোরেশেরা তৎকালে তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিল না, এই জন্যে তিনি সেনাগণ সহিত মক্কার প্রান্তভাগে

Digitized by Google

থাকিয়া মস্তক মুণ্ডন, ও উষ্ট্র জবেহ করিলেন, এবং স্ত্রীসংসর্গ ও সুগন্ধ দ্রব্যহইতে বিরত হইলেন। পর বৎসরে কোরেশেরা তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিতে দিল; অর্থাৎ তোমরা খড়্গ কোষে রাখিয়া তিন দিবসের মধ্যে নগরহইতে প্রস্থান করিবা। কিন্তু মহম্মদ যে ঈশ্বরের প্রেরিত ইহা তাহারা স্বীকার করিল না।

এই রূপ তীর্থ যাত্রাদ্বারা মহম্মদের পরাক্রম বৃদ্ধি হইলে তিনি রাজ্যের ও ধর্ম্মের প্রধান অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন। ফলতঃ হিন্দুলোকেরা কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে যেরূপ সম্মান করিয়া থাকে, তৎকালীন মুসলমানেরা মহম্মদকে ততোধিক মান্য করিত। বিশেষতঃ তাহারা তাঁহার ছিন্ন নখ ও কেশ লইয়া পবিত্র বলিয়া তাঁহার স্মরণার্থে যত্ন পূর্ব্বক রাখিত, তাঁহার নিষ্ঠীবন চাটিয়া খাইত, এবং তাঁহার স্নানীয় উদক ঘর্ম্মাক্ত হেতু অতি দুর্গন্ধ হইলেও সমাদর পূর্ব্বক পান করিত।

মদীনার উত্তরে পাঁচ দিনের পথ খয়বার নামে এক প্রদেশ আছে। মদীনা হইতে বহিস্কৃত যে সকল ধনি যিহূদীয় লোকেরা তথায় যাইয়া বাস করিয়াছিল, তাহারা মহম্মদের শিষ্যদিগের প্রতি দ্বেষ করিত। মহম্মদ ইহা শুনিয়া তাহাদের প্রতিহিংসা করণাভিলাষে চতুর্দ্দশ শত সৈন্য লইয়া তদ্দেশ আক্রমণার্থে গমন করিলেন। পরে তিনি তাদৃক নগরকে জয় করিয়া তত্রস্থ যিহূদীয় লোকদিগের সম্পত্তি সকল লুটিয়া লইলেন। তাহাদের মধ্যে এক জন আপনার সম্পত্তি গোপন করিলে মহম্মদ তাঁহাকে বধ করিয়া সাফা নাম্নী তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন; কিছু দিন পরে ঐ স্ত্রী মুসলমানী হইল। পরে মহম্মদ অন্য ২ ক্ষুদ্র

Digitized by Google

নগর জয় করিয়া শেষে খয়বার নগর হস্তগত করিয়া লুটে নানা ভক্ষদ্রব্য ও রত্ন পাইলেন। তাহার অর্দ্ধেক ভাবি তীর্থ যাত্রার ব্যয়ার্থে রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট সকল দ্রব্য সৈন্যদিগকে দান করিলেন। পরে তিনি খয়বারের ভূমি সকলকে ১৮০০ অংশ করিয়া অশ্বারোহি সেনাগণের মধ্যে বাঁটিয়া দিলেন।

এই স্থানে মহম্মদের এমত ভারি বিপদ ঘটিয়াছিল, যে তিনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক পীড়া অনেক প্রকার ভোগ করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন। বিশেষতঃ, তিনি ঐ নগরস্থ এক জন যিহূদীয়ের গৃহে বাস করিতে গেলে জয়-নাব নামে এক ক্রীতা দাসী মেষের জঙ্ঘা বিষাক্ত করিয়া আহারার্থ তাঁহার সম্মুখে রাখিল। পরে মহম্মদের এক জন শিষ্য তাহার কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইয়া মরিল, এবং মহম্মদও যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ভক্ষণ করত অতিশয় ক্লেশ পাইলেন। আলী ঐ স্ত্রীর পিতা ও পিতৃব্যকে হত করিয়া-ছিলেন, তাহার প্রতিহিংসার নিমিত্তে সে এই রূপ করিল। মহম্মদ এ বিষয়ে জয়নাবকে অনুযোগ করিলে সে উত্তর দিয়া কহিল, তুমি সত্য প্রেরিত হইলে ইহা অবশ্য অবগত হইতে পারিতা; আর যদি তাহা না হও, তবে তুমি হত হই-লে আমাদিগের পক্ষে মঙ্গল, কারণ আমার জাতীয়দের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছ। মুসলমানেরা কহিয়া থাকে যে ঐ জঙ্ঘা নিজে মহম্মদকে তাহা আহার করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু তাহা শুনিতে ২ তিনি এক গ্রাসমাত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই অবধি তাঁহার হৃৎপিণ্ড ঐ বিষে নিত্য কম্পিত হইত, ইহা মৃত্যুকালে মহম্মদ আপনি কহিলেন।

Digitized by Google

মহম্মদ ঐ রূপ ক্লেশ পাইয়া সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, যে যিহূদীয় লোকদের ভোজন পাত্র সুপরিষ্কৃত না হইলে তোমরা তাহা ব্যবহার করিও না, এবং হিংস্র পক্ষী বা পশু ও গ্রাম্য গর্দ্দভের মাংস ভক্ষণ করিও না; এবং পাচকেরা ভোজ্যদ্রব্য প্রথমে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ না করিলে আপনি তাহা * খাইতেন না।

উক্ত খয়বারের যুদ্ধ ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ছিল। অনন্তর মহম্মদ মক্কা নগরে প্রত্যাগমন করিয়া আপন শত্রু আবুসুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিয়ৎ দিন পরে তিনি কেনীনা নামে খয়বার দেশস্থ এক জন মান্য যিহূদীয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। মহম্মদ আপন সেনাপতিদিগকে স্থানে ২ প্রেরণ করিলে আরব দেশবাসি যিহূদীয় লোক সকল তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে ভীত হইয়া † পরাজয় মানিয়া কর প্রদানে অঙ্গীকার করিল ।

সেই সময়ে মহম্মদ তাবৎ দেশীয় লোকদিগকে স্বমতাবলম্বি করিতে মনস্থ করিয়া তৎসম্পাদনার্থ এক মোহর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে "মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত" এই কথা খোদাইলেন। পরে তিনি সকল রাজার নিকটে উক্ত মোহরাঙ্কিত পত্র সমেত দূত প্রেরণ করিয়া মুসলমান হওনার্থ তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। প্রথমে হাবেশ দেশীয় রাজার নিকটে তাহা প্রেরণ

---

* ইবন মিশাক।

† মহম্মদের মৃত্যুর কিছু দিন পরে ওমার নামক খালীফা তাঁহার আদেশানুসারে প্রকাশ করিলেন, আরব দেশে কেবল এক জাতি বাস করিবে, এবং এক ধর্ম্ম প্রচলিত হইবে; ইহা কহিয়া তিনি তাবৎ যিহূদীয়দিগকে আরবদেশহইতে বহিষ্কৃত করিলেন।

Digitized by Google

করেন। মহম্মদ সেই পত্রে যীশু খ্রীষ্টকে প্রকৃত কুমারীর পুত্র ও ঈশ্বরের আত্মা স্বীকার করাতে ঐ রাজা তাঁহাকে যথার্থ প্রেরিত বলিয়া মানিল।

পরে মহম্মদ খস্রু নামক পারস্য দেশের রাজার নিকটে ঐ রূপ পত্র সমেত দূত পাঠাইয়া লেখেন, তুমি যদি আমার মত গ্রহণ না কর তবে অগ্নি পূজকদিগের যে পাপ তাহা তোমার প্রতি বর্ত্তিবে। রাজা ঐ পত্র দেখিয়া কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, দাসীর পুত্র কি আমার প্রতি এরূপ লিখিয়াছে? ইহা কহিয়া তিনি সেই পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া য়েমেন দেশের অধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন, হয় তো তুমি মহম্মদকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত কর, নতুবা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া পাঠাও। এমত আজ্ঞা পাইয়াও কিছু দিন পরে ঐ অধ্যক্ষ এবং তদ্দেশবাসি পারস্য লোক সকল মহম্মদকে দিগ্‌বিজয়ি জানিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিল।

ইস্তাম্বুল মহানগরের সম্রাট হিরাক্লিয়স মহম্মদের ঐ রূপ পত্র পাইয়া সন্তোষ পূর্ব্বক দূতের হস্তে বহুদ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইলেন। সে রাজা তৎকালে দম্মেষক নগরে ছিলেন। "মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত" ইহা পাঠ করণানন্তর তিনি চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, এ স্থানে কি এমন কোন ব্যক্তি আছে যে মহম্মদের বিষয় বিশেষরূপে আমাকে জানাইতে পারে? তখন আবুসুফিয়ান্ এবং আর২ কতক জন কোরেশ জাতীয়েরা তথায় উপস্থিত হইয়া এক জন দ্বিভাষাবাদিদ্বারা রাজার প্রশ্ন সকলের উত্তর দিল। যথা;

প্রশ্ন। মহম্মদের বংশ উত্তম কি না?

Digitized by Google

উত্তর। হাঁ উত্তম বটে।

প্র। তাঁহার বংশে কি কোন কালে কেহ রাজা ছিল?

উ। না।

প্র। তিনি আপনাকে প্রেরিত জানাইবার পূর্ব্বে কি মিথ্যাবাদী রূপে খ্যাত ছিলেন?

উ। না, তাঁহার কথা সকল যথার্থ ছিল, একারণ তাঁহার নাম সকলে "আমীন" অর্থাৎ বিশ্বস্ত রাখিয়াছে।

প্র। ধনি লোকেরা তাঁহার শিষ্য হয় কি দরিদ্র?

উ। দরিদ্র।

প্র। ক্রমে তাহাদিগের সংখ্যার বৃদ্ধি কি হ্রাস হইতেছে?

উ। বৃদ্ধি হইতেছে।

প্র। কেহ তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া পরে কি ত্যাগ করিয়াছে?

উ। না।

প্র। তোমরা কি তাঁহার বিরুদ্ধে কখন ২ যুদ্ধ করিয়া থাক?

উ। হাঁ করিয়া থাকি।

প্র। তাহাতে তোমাদিগের জয় কি পরাজয় হয়?

উ। কখন তিনি জয়ী হয়েন কখন বা আমরা হই।

প্র। তিনি বিশ্বাসঘাতক কি না?

উ। না।

প্র। পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্ম কেহ ঘোষণা করিত কি না?

উ। না।

প্র। তাঁহার ঘোষণার মূলার্থ কী?

উ। প্রার্থনা, উপবাস, কুটুম্ব লোকদিগের প্রতি অনুরাগ, এবং পাপ কর্ম্মহইতে নিবৃত্তি।

Digitized by Google

সম্রাট ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে দূতকে বিদায় * করিলেন। হিরাক্লিয়স উক্ত কথাতে ভীত হন নাই, কারণ মহম্মদের পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে কেহ রাজা না থাকাতে তিনি বুঝিলেন, আমার রাজ্য গ্রহণের নিমিত্ত নয়, বরং ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্তে মহম্মদ এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বিবেচনা করিয়া সম্রাট মহম্মদের ধর্ম্ম যথার্থ বোধ করিলেন।

পরে মিসর দেশের অধ্যক্ষ এক জন খ্রীষ্টিয়ান মহম্মদের পত্র সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহা গজদন্ত নির্ম্মিত একটি সিন্ধুকের মধ্যে রাখিল, এবং প্রচুর উপঢৌকনের সহিত দুই জন ক্রীতা দাসীকে মহম্মদের নিকটে প্রেরণ করিল। মহম্মদ তাহাদের মধ্যে মরিয়ম নাম্নী পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্কা এক জনকে পরম সুন্দরী দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহাকে উপপত্নী করিলেন। তিনি কোরানে লিখিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করে, তাহার কশাঘাত হইবে; তথাপি তিনি ঐ স্ত্রীকে সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ করিলেন, আমি তৎ সম্ভোগের নিমিত্তে দৈববাণী শুনিয়াছি, তাহাতে উক্ত ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিতে সম্মত হইলাম। ফলতঃ তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে চারিটীর অধিক বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াও আপনি বিংশতি বিবাহ করিলেন।

মহম্মদ এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার মক্কাতীর্থে যাত্রা করিতে স্থির করিলেন। তাহাতে তিনি তীর্থ যাত্রির বেশধারী হইয়া ২০০০ সৈন্য সহ ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া কাবা

---

* মিশকাৎ।

Digitized by Google

মন্দির সাতবার প্রদক্ষিণ করেন ; কিন্তু কোরেশেরা তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে প্রার্থনা করণার্থে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। মহম্মদ শাফা উপগিরিহইতে মেরুয়া পর্য্যন্ত তিন বার দৌড়িয়া গেলেন। তিনি তিন দিবসের পরে মক্কা তীর্থহইতে প্রত্যাগমন করিয়া ময়মুনা নাম্নী একান্ন বর্ষ বয়স্কা এক জন বিধবাকে বিবাহ করিলেন। এই স্ত্রী খালীদের খুড়ী ছিল, এবং তাহার প্রবৃত্তিদ্বারা খালীদ মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের খড়্গ নামে বিখ্যাত হন। ঐ সময়েতেও আমরু মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী হইলে কতক বৎসর পরে মিসর দেশকে জয় করিলেন।

বসরা নগরের অধ্যক্ষ মহম্মদের দূতকে ধরিয়া দেশস্থ মুতা নগরে বধ করাতে মহম্মদ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন। ঐ যুদ্ধে মহম্মদের মুক্ত দাস জয়েদ সেনাপতি হইয়া তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রান্তরের পারগামী হইলেন; কিন্তু গ্রীক ও আরবীয় খ্রীষ্টিয়ানদের দশ সহস্র সৈন্য তাঁহার বিপক্ষ * হইয়া উঠিল। তখন জয়েদের কোন ২ সৈন্য পথকে দুর্গম বুঝিয়া অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিলে আবদাল্লা নামে এক জন সুকবি ও সেনাপতি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমরা ধর্ম্ম বিস্তার করণার্থ যুদ্ধ করিতে যাই; ইহাতে অগ্রে জয় নতুবা স্বর্গলাভ হইবে। আমরা বলে ও সংখ্যায় বিশ্বাস করি না, কেননা এ মনুষ্যদের পরস্পর যুদ্ধ

---

* গ্রীস দেশীয়দের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ এ রূপে আরম্ভ হইয়া আট শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া ইস্তাম্বুল নগর পরাজিত হইলে খ্রীষ্টীয় ১৪৫৩ সনে তাহার শেষ হয়।

Digitized by Google

নয়, বরং সত্য ধর্ম্ম মিথ্যা ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। আইস, আমরা বিধর্ম্মিদের শবরাশিদ্বারা স্বর্গ গমনের পথ প্রস্তুত করি।

মোয়াব দেশহইতে অর্দ্ধ দিনের পথ অন্তর মুতা নগরে যুদ্ধ হইল, তাহাতে জয়েদ এক সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত হন। তাঁহার বিষয়ে মহম্মদ কহিতেন, তিনি সূর্য্যোদয়হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আমার স্মরণে থাকেন, এবং প্রত্যেক বায়ুতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। পরে জাফর নামে মহম্মদের এক জন জ্ঞাতি পুণ্যপতাকা ধারণ করিলে শত্রুরা তাহা প্রাপণের নিমিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি সেই পতাকা দক্ষিণ হস্তে করিলে শত্রুরা তাঁহার সে হস্ত কাটিয়া ফেলিল; পরে বাম হস্তে ধারণ করিলে সে হস্তও কাটা গেল; তাহাতে বাহুদ্বয়ে ধরিলেন। পরে এক খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইলে তিনি পতাকা সুদ্ধ ভূতলে পড়িলেন। অনন্তর আবদাল্লা ইহা দেখিয়া পতাকা লইয়া ধারণ করিলেন; কিন্তু তিনিও পঞ্চাশৎ আঘাত পাইয়া পতিত হইলেন। তখন নূতন শিষ্য খালীদ তাহা ধরিয়া শত্রুগণের সহিত এমত ঘোরতর রূপে যুদ্ধ করিলেন, যে তাঁহার হস্তে নয় খানি খড়্গ ভগ্ন হইল। পরে তিনি পতাকা রক্ষা করত অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে শ্রেণী পূর্ব্বক করিয়া শত্রুদের নিকটহইতে লইয়া গেলেন। কেবল অল্প সেনাগণ রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু খালীদ তাহাদিগকে ইতস্ততঃ লইয়া যাওয়াতে শত্রুগণ নূতন সৈন্য বোধে তাহাদিগের পশ্চাতে আইল না। অবশিষ্ট সেনাগণ মদীনায় উপস্থিত হইলে তন্নিবাসি লোকেরা তাহাদিগকে পরাজিত বলিয়া অবজ্ঞা করত তাহাদের মুখে

Digitized by Google

ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সময়ে গ্রীক দেশীয়দিগের সৈন্য অধিক থাকাতে মহম্মদ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। জাফর নামক তাঁহার আত্মীয় ব্যক্তি ঐ রণে পতিত হইলে তাঁহার বন্ধুগণ অনেক বিলাপ করিতে লাগিল; তাহাদের সান্ত্বনা করিবার নিমিত্তে মহম্মদ কহিলেন, তোমরা আপনাদের মৃত ভ্রাতার নিমিত্তে ক্রন্দন করিও না। ইহাঁর যে হস্তদ্বয় রণে ছেদিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্গ গমনার্থে মুক্তাময় দুই * পক্ষ পাইয়াছেন। হে পাঠকগণ দেখ, পৌল এবং মহম্মদ এই দুই জনের কথা কেমন বিভিন্ন! সাধু পৌল কহেন, "আমি যদ্যপি দগ্ধ হইতে আপন শরীর অগ্নিতে সমর্পণ করি, তথাপি প্রেম না থাকিলে আমার কোন ফল নাই।" পুনশ্চ কহেন, "পুণ্য ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না।"

মহম্মদ মক্কাস্থ লোকদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্যে সন্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধি পত্র স্থির করিলে পরে অনেক প্রজা ও সৈন্য লুট করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার পক্ষে আইল, অতএব তিনি পূর্ব্ব অপমানের প্রতিফল দেওনার্থে মক্কা নগর এবং কাবা নামক দেবপূজক লোকদের প্রধান মন্দিরকে আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন। কোরেশরাও ঐ সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মহম্মদের পক্ষীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে মক্কা নিবাসিরা তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্তি করণ জন্য আবুসুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করিলে তাঁহার চেষ্টায় কোনই ফল দর্শিল

---

* হিশামী ও ওয়াকিদী।

Digitized by Google

না। মহম্মদ তাঁহার একটি কথাও শুনিলেন না, বরং হাবিবা নাম্নী মহম্মদের এক স্ত্রী স্বীয় পিতা আবুস্থফিয়ানকে আপন স্বামির বিছানাতে বসিতে নিবারণ করিয়া কহিল, পয়গম্বরের বিছানাতে দেবপূজক লোককে বসিতে দেওয়া উচিত নয়। পরে তিনি প্রস্থান করিলে মহম্মদ অতিত্বরায় দশ সহস্র সৈন্যসহ গোপনে মক্কা আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি ঐ নগরের নিকট পৌঁছিলে পর নগরস্থ লোকেরা জ্ঞাত হইল যে মহম্মদ আইলেন, কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা কিছুই জানিত না। পরে মহম্মদ রক্তবর্ণ বর্ম্ম পরিধান করিয়া কোরানে লিখিত জয়ের প্রতিজ্ঞা উচ্চৈঃস্বরে কহত মহাবীরের ন্যায় মক্কা নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি আট বৎসর পূর্ব্বে ঐ নগরহইতে অপমানিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। যিরূশালম নগরে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রবেশ করা হইতে ইহা অনেক বিশেষ। দেখ, তিনি পাপ ও রোগহইতে যাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে জয়ধ্বনি করত গ্রহণ করিল।

মহম্মদের চিরশত্রু আবুস্থফিয়ান স্বসেবিত প্রতিমাহইতে রক্ষার উপায় না দেখিয়া তাঁহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তিনি মহম্মদকে প্রেরিত বলিয়া একেবারে স্বীকার না করাতে ওমার তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, আবুস্থফিয়ান প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে মহম্মদকে প্রেরিত রূপে মানিলেন, পরে তাঁহার প্রবৃত্তিদ্বারা মক্কাস্থ সকল লোক মহম্মদের বশীভূত হইল। আবুস্থফিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে মহম্মদ অতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রায় তাবৎ মক্কাস্থ লোকদিগকে ক্ষমা করিলেন। বিশেষতঃ কোরান রচনা কালে মহম্মদের লেখক স্বীয়

Digitized by Google

অভিলাষানুসারে কোন ২ কথা পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, তথাপি তিনি তাহাকেও ক্ষমা করিলেন। আবুসুফিয়ান অতি উৎসুক মুসলমান হইলেন; আর যখন তাঁহার পুত্র সেনাপতি হইয়া সুরিয়া দেশে রণযাত্রা করেন, তখন তাঁহার অধীনে থাকিয়া মহম্মদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিলেন।

মহম্মদের সেনাগণ মক্কা নগরে শ্রেণীপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে পর তিনি কাবা মন্দিরকে সাত বার বেষ্টন করিয়া স্বীয় যষ্টি-দ্বারা তৎস্থিত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর স্পর্শ করণানন্তর জিম্‌জিম নামক কূপের জল পান করিলেন। মুসলমানেরা কহে, ইব্রাহীমের পুত্র ইস্‌মাইল তৃষ্ণাতে মৃতপ্রায় হইলে এক জন স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে ঐ কূপ দেখাইয়াছিল। আরব দেশের সকল স্থানে ঐ কূপের জল বিক্রয় হয়; ফলতঃ হিন্দুরা গঙ্গাস্নানে যে রূপ পুণ্য বোধ করে, মুসলমানেরা জিম্‌জিম্ কূপের জল পান করণে তদ্রূপ জ্ঞান করে, এবং শবাচ্ছাদনবস্ত্রে ঐ জল দেওয়া অতি পুণ্যজনক কর্ম্ম বলে। পরে মহম্মদের হস্তে কাবার চাবি সমর্পিত হইলে তিনি সেই মন্দিরে প্রবেশিয়া কুলঙ্গীতে স্থিত ৩৬০ প্রতিমাকে ভগ্ন করাইলেন; ঐ সকল প্রতিমা শত ২ বৎসর অবধি তথায় থাকিয়া পূজিত হইত। তাহার মধ্যে হোবাল নামক যে এক প্রতিমা ইরাক দেশহইতে আনীত হইয়াছিল, লোকেরা বোধ করিত ইহারই অনুগ্রহে বৃষ্টি হইয়া থাকে। কাবাতে ইব্রাহীম ও ইস্‌মাইলের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহাদিগের হস্তে ভবিষ্যৎ ঘটনার জ্যাপক তীর থাকিত। ঐ মন্দিরের এক স্তম্ভে যীশু খ্রীষ্ট শিশুরূপে মরিয়ম কুমারীর ক্রোড়ে খোদিত ছিল। তদ্ভিন্ন সুন্দরী স্ত্রীরূপধারী স্বর্গ দূত

Digitized by Google

গণের কতক চিত্রপট এবং কাষ্ঠে খোদিত এক কপোতের মূর্ত্তি ছিল।

মক্কাস্থ লোকেরা মহম্মদের নিকট আসিয়া শপথ পূর্ব্বক কহিল, আমরা আপনার সকল কথা শুনিব। তাহাতে মহম্মদ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, এক্ষণে সত্য উপস্থিত হইল, মিথ্যা অন্তর্হিত হউক! ইহা বলিয়া স্বহস্তে প্রতিমা সকলকে নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কোরেশদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন ২ বংশের গৌরব আর করিও না; কেননা সকল মনুষ্যই আদমের সন্তান, আর আদম ধূলিহইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তখন তিনি মক্কাস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলকে সঙ্গে করিয়া শাফা উপগিরিতে আরোহণ করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তাহারা দিব্য করিয়া মহম্মদকে কহিল, আপনি যথার্থ ঈশ্বরের প্রেরিত; এখন অবধি আমরা প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিয়া আপনকার ধর্ম্ম বিস্তারার্থে যুদ্ধ করিব। স্ত্রীলোকেরাও প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিল, ইহার পরে আমরা চুরি ও ব্যভিচার ও কন্যাহত্যা আর করিব না, ও শোকে আপন ২ বস্ত্র ও কেশ ছিঁড়িব না, আর মিথ্যা কথা * কহিব না।

পর দিন মহম্মদ মন্দিরে গিয়া প্রচার করিয়া কহিলেন, মক্কা নগর পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি পুণ্য স্থান; ইহাতে রক্তপাত কি বৃক্ষচ্ছেদন আর হইবে না। পরে তিনি কতক গুলিন নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত করিলেন; তাহার মধ্যে একটি এই, কোন ব্যক্তি টাকা দিয়া কিছু কালের নিমিত্তে উপস্ত্রী করিতে

---

* ইনসান আল উগান।

Digitized by Google

পারিবে। পরে প্রতিমা পূজা যুক্তির বিরুদ্ধ, তদ্বিষয়ে মহম্মদ সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ঘোষণা করিলে সকলে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, (আল্লা আকবর) অর্থাৎ ঈশ্বর মহান্! তাঁহা বিনা ঈশ্বর নাই, আর মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।

ইহাতে মহম্মদ কোরেশদের অধ্যক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে তোমাদিগের প্রতি আমি কী করিব? তাহারা কহিল, হে মান্য ভ্রাতঃ! আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। ইহা শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, যাও, তোমরা মুক্ত হইলা। তখন তিনি আর সকলের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তিন জন পুরুষ ও এক স্ত্রীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। মক্কা নিবাসি সকলে মুসলমান হইলে পর তিনি তাহাদিগের পূর্ব্ব দোষ বিস্মৃত হইলেন। ঐ চারি জন ব্যতিরেকে কাহারও ধন ও প্রাণের হানি হইল না, কেবল আবদাল্লা নামক আর এক জন প্রাণে নষ্ট হইল। মহম্মদ কোরানের এক অংশ তাহাকে লিখিতে দিলে সে ব্যক্তি তাহার স্থানে ২ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, তন্নিমিত্তে ঐ রূপ দণ্ড পাইল। পরে তিনি আজ্ঞা * করিলেন, মুসলমান ব্যতীত আর কেহ কাবা মন্দিরে প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে।

মদীনাস্থ লোকেরা ঐ সকল কথা শুনিয়া অনুমান করিল, মক্কা নগর পুনর্ব্বার মহম্মদের প্রিয় হইয়াছে, এখন আমাদিগের নগরে তিনি আর বাস করিবেন না। কিন্তু তিনি

---

* মহম্মদের এই আজ্ঞা পাইয়া মুসলমানেরা যিরূশালম মন্দিরেও খ্রীষ্টিয়ানদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না।

Digitized by Google

কহিলেন, যে নগর আমাকে আশ্রয় দিয়াছে তাহা আমি কদাচ পরিত্যাগ করিব না।

পরে মহম্মদ এই রীতি সংস্থাপন করিলেন, এক ব্যক্তি প্রতিদিবস পাঁচবার মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া প্রার্থনার নিমিত্তে লোকদিগকে আহ্বান করিবে; তাহা মুসলমানদের মধ্যে অদ্যাবধি চলিত আছে।

মহম্মদ অষ্টাদশ দিবস মক্কায় স্থিতি করিয়া ঐ নগরের সকল প্রতিমা নষ্ট করিলেন, তাহা কেবল নয়, কিন্তু অন্য ২ স্থানের মন্দির ও প্রতিমা সকল ভগ্ন করিতে চতুর্দ্দিগে সৈন্য পাঠাইলেন। তৎকালে হিজস দেশে অনেক সমরপ্রিয় দেবপূজক বাস করিত। তাহারা যখন দেখিল যে মুসলমানেরা স্থানে ২ আমাদের পূজ্য প্রতিমা সকল ভগ্ন করিতেছে, তখন তাহারা স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থে হূনাইন নামক উপত্যকাতে আপনাদের সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া মক্কা নগর আক্রমণ করিতে গেল। সেনাগণ আরও সাহস পূর্ব্বক যেন যুদ্ধ করে, একারণ মালিক নামে তাহাদের সেনাপতি তাহাদিগকে স্ব ২ স্ত্রী ও সন্তান ও সম্পত্তি সকল সঙ্গে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। হূনাইন মক্কাহইতে ছয় ক্রোশ দুর। দেবপূজকেরা নিকটবর্ত্তি উপগিরি সকলের পার্শ্বে থাকিয়া মুসলমানদের প্রতি অতি শক্তরূপে আক্রমণ করিল, তাহাতে তাহারা শ্রেণীভঙ্গ হইতে লাগিল; ইহা দেখিয়া কোরেশদিগের বোধ হইল, মুসলমানদের পরাজয় হইবে; ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট ছিল, কেননা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মহম্মদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যায় নাই। মহম্মদের কেবল অল্প সেনা ছিল, কিন্তু তিনি যখন

Digitized by Google

তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ঈশ্বরের প্রেরিত ও পয়গম্বর; তখন তাহারা সাহস পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়ী হইল। এই ঘোরতর রণে মহম্মদ বক্ষস্থলাচ্ছাদক উজ্জ্বল বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক এক শ্বেত অশ্বতরে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে শত্রুদিগকে নষ্ট করিলেন। দেবপূজক লোকদের ৭০ জন হত হইলে তাহারা পরাজয় মানিল।

পরে মহম্মদ দেবপূজকদিগের প্রতিমা ভগ্ন ও সম্পত্তি সকল লুট করিতে পুনর্ব্বার আপন সেনাপতিদিগকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিলেন। লুফ সমুদ্রের নিকটে নকলা নামক কোরেশদিগের এক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান ছিল; তথায় খালিদ গমন করত উজ্জা নামে খ্যাত প্রতিমাকে ফেলিয়া দিয়া মহম্মদের নিকট যাইয়া তাহার সংবাদ দিলেন। তাহাতে মহম্মদ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি ফিরিয়া যাইয়া সেই স্থানের কোন বিশেষ লোকের সহিত সাক্ষাৎ কর। ইহাতে খালিদ তথায় পুনর্ব্বার গমন করিলে মন্দিরের পুরোহিতা মুক্তকেশী হইয়া কৃতাঞ্জলি করত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ত্বরায় বাহিরে আইল। খালিদ তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড করিলেন। পরে মহম্মদের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সংবাদ দিলে তিনি কহিলেন, এখন তুমি উজ্জাকে নষ্ট করিয়াছ বটে।

পরে খালিদ মহম্মদের আজ্ঞানুসারে ৩৫০ সৈন্য লইয়া তেহামা দেশে গমন করিলেন। পথিমধ্যে অল্প দিন হইল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন কত গুলিন লোককে পাইয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী? ইহাতে তাহারা ইসলাম (অর্থাৎ মুসলমান) না কহিয়া

Digitized by Google

সবনা (অর্থাৎ আমরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি) কহিল; তাহা শুনিয়া খালিদ বোধ করিলেন, উহারা মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, এ কারণ তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহা শুনিয়া মহম্মদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

অবশেষে টাইক নগর ব্যতীত দেবপূজক লোকদিগের আর কোথাও দুর্গ রহিল না। তথাকার লোকেরা পূর্ব্বে মহম্মদকে প্রস্তরাঘাত করিয়াছিল। মহম্মদ কতক বৎসর হইল এক পারস্য দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানকে দাসত্বহইতে মুক্ত করিলে সে মুসলমান হইয়া তাঁহাকে মদীনার চতুর্দ্দিগে পরিখা খনন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। সেই ব্যক্তির প্রবৃত্তিদ্বারা মহম্মদ টাইক নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। ঐ নগরস্থ লোকেরা দ্রাক্ষারস ব্যবসায়দ্বারা প্রতিপালিত হইত, অতএব তাহারা যেন শীঘ্র বশীভূত হয়, এ নিমিত্তে মুসলমানেরা তাহাদিগের দ্রাক্ষালতা সকল ছেদন করিল; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা বৃথা হইল। পরে মুসলমানেরা ঢালে আচ্ছাদিত হইয়া যুদ্ধ করিবার মানসে নগরের প্রাচীরের নিকটে গেল; কিন্তু নগরস্থ লোকেরা লৌহ গালাইয়া তাহাদিগের উপরে ঢালিয়া দিলে তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। বিংশতি দিন পরে মহম্মদ কিছু দূরে গেলে হুনাইনে লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিভাগ বিষয়ে তাঁহার ও সৈন্যদিগের পরস্পর ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল; তাহাতে তিনি এক বৃক্ষের পার্শ্বে পলায়ন করিলে কোন২ লোকেরা তাঁহার কুর্ত্তি ধরিয়া * ছিঁড়িয়া ফেলিল। মহম্মদ নূতন সেনাদিগকে লুণ্ঠিত দ্রব্যহইতে আপনার অংশ দিলেন, যেন

* সিরাৎ আররসুল।

তাহারা ধর্ম্মে দৃঢ়তর আসক্ত হয়; ইহা দেখিয়া প্রাচীন সৈন্যগণ অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু মহম্মদের প্রবোধ বাক্যে তাহারা শেষে ক্ষান্ত হইল।

টাইফ নগরবাসি ওরুয়া নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাহা দেখিয়া নগরস্থ অনেক লোক মুসলমান হইল। পরে নগর নিবাসিরা মহম্মদের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল। বিশেষতঃ তাহারা এই প্রতিজ্ঞা করিল, তিন বৎসর পরে আমরা লাট্ দেবীর পূজা পরিত্যাগ করিব। কিন্তু মহম্মদ কহিলেন, তাহার পূজা আর এক দণ্ডও করিতে দিব না। অতএব তাঁহার আজ্ঞানুসারে ঐ দেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন হইলে তাহার সমুদায় আভরণ লুটিত হইল, ইহা দেখিয়া সকলে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল। পরে তাহারা মহম্মদকে কহিল, আমরা দিবসিক পাঁচবার প্রার্থনা করিতে পারিব না। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, প্রার্থনা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম নিষ্ফল। এতদর্থে কোরানে লিখিত আছে, প্রার্থনা ধর্ম্মের স্তম্ভ ও স্বর্গের চাবি। পরে টাইফ নগর মহম্মদের হস্তগত হইলে তিনি প্রচার করিলেন, আমাকে ঈশ্বর কহিয়াছেন, মুসলমানেরা আপন বন্দীগণের স্ত্রীদিগকে বিবাহ করিতে পারিবে। উক্ত নগরের লুট চব্বিশ সহস্র উষ্ট্র, ও চল্লিশ সহস্র মেষ, ও ১৩০ সের রূপা। মহম্মদ ধর্ম্ম বিষয়ে চঞ্চলচিত্ত নূতন মুসলমানদিগকে সুস্থির করিতে এবং বিশ্বাসি প্রাচীনদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করণার্থে এই সমুদায় দ্রব্য তাহাদের মধ্যে বাঁটিয়া দিলেন। এই রূপ লাভজনক নবধর্ম্মে কোরেশদিগের ভক্তি শীঘ্র জন্মিল।

Digitized by Google

মহম্মদ টাইফ নগর বশীভূত করিয়া মক্কায় প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কাবা মন্দিরে পরিচারকাদি নিযুক্ত করিয়া তিনি মদীনায় গেলেন। ঐ সময়ে তাঁহার কন্যা জয়নাবের মৃত্যু হইলে তিনি দুঃখিত হইলেন; কিন্তু কিছু কাল পরে মরিয়ম নামে যে ক্রীতা দাসীকে উপপত্নী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে এক পুত্র প্রসব করিল, তাহাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দরিদ্র লোককে অনেক দান করিয়া কতকগুলিন বন্দিদিগকে মুক্ত করিলেন। মহম্মদ ঐ পুত্রের নাম ইব্রাহীম রাখিলেন। তাঁহার অনেক স্ত্রী থাকিলেও মরিয়ম ব্যতিরেকে আর কাহারও পুত্র সন্তান ছিল না।

হিজরার নবম বৎসরে নানা দেশীয় লোকদিগের দূতেরা মহম্মদের নিকট আসিয়া তাঁহার কর্তৃত্বের অধীনে থাকিতে চাহিল। তন্মধ্যে বনি তামিন্ নামে আরবীয় এক গোষ্ঠী মদীনাস্থলোকদিগের সহিত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রবিষয়ক বিচার করিল।

যে সকল আরবীয় জাতিরা পূর্ব্বে পরস্পর বিভিন্ন ও শক্তিহীন ছিল, তাহারা মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক লুট করিবার লোভে এক্ষণে একত্রিত হইল। ইহাতে মহম্মদের ক্ষমতা অধিক বৃদ্ধি হইলে তিনি অন্যান্য দেশেও স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতে মানস করিলেন। এক দিন তিনি আরব দেশীয় এক জন সৈন্যকে কহিলেন, বাবিলন নগরের শ্বেতবর্ণ দুর্গ সকল শীঘ্র আমার শিষ্যগণের হস্তগত হইবে; তাহা হইলে কাদেশিয়হইতে কাবা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরাও নির্ভয়ে পদব্রজে যাতায়াত করিতে পারিবে।

Digitized by Google

মহম্মদ এই অভিপ্রায়ে অন্য তাবৎ দেশীয় দেবপূজক লোকদিগের বিরুদ্ধে এক ধর্ম্মযুদ্ধ প্রচার করিলেন। অনেক স্থানহইতে শত্রুদিগের সংবাদ তাঁহার নিকটে আইল, কিন্তু তিনি কোন স্থানে গমন করিবেন, তাহা প্রকাশ করিতেন না। গ্রীষ্মকাল প্রযুক্ত কূপ সকল শুষ্ক হইয়াছিল, আর খর্জ্জুর সংগ্রহ করণের সময় সন্নিকট; তাহাতে সেনাগণ সকলে মূতার সংগ্রামের পরাজয় স্মরণ করিয়া সেই যুদ্ধে যাইতে অসম্মত হইল। তখন মহম্মদ কোরানের এক নূতন অধ্যায় প্রকাশ করিলেন; তাহাতে লেখা আছে, গ্রীষ্মকালের তাপ-হইতে নরকের তাপ অধিক। পুরুষেরা এরূপ ভগ্নাশ হইলেও কোন২ মুসলমানী স্ত্রীলোক ঐ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যে নিজ২ আভরণ দান করিল; এবং অধ্যক্ষদিগের মধ্যে ওমার ও অস্‌মান তজ্জন্য চারি সহস্র টাকা দিলেন। ইহা পাইয়া মহম্মদ তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, তোমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পাপ সকল মার্জ্জনা করা যাইবে। আবু-বকর পোনের শত টাকা দিলে তাঁহার আর কিছু সঙ্গতি রহিল না; ইহা জানিয়া মহম্মদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পরিবারের নিমিত্তে অবশিষ্ট কী আছে? তাহাতে তিনি কহিলেন, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত।

মহম্মদ হরিদ্‌ বর্ণ ভাল বাসিতেন, তাহাতে তিনি ঐ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্থান করিলেন। এক দিন যাত্রা করিলে পর তাঁহার কতকগুলিন সৈন্য তপ্ত ধূলি ও মারাত্মক বায়ুদ্বারা অতিক্লিষ্ট হইয়া ও শত্রুদিগের অনেক সৈন্যের আগমন শুনিয়া উৎসাহ

Digitized by Google

ভঙ্গ হইল; তাহাতে তাহারা ত্রস্ত হইয়া মদীনায় প্রত্যাগমন করিল। মহম্মদ মক্কাস্থ লোকদের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া তাহাদিগের উপরে আলিকে অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিলেন। সাত দিন গমনের পর অন্য সকল সেনারা মদীনার উত্তরে এক ক্ষুদ্র প্রবাহ ও পর্ব্বতস্থ শীতল গর্ত্তের নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে পূর্ব্বে থামদ জাতিরা বাস করিত; তাহারা শাপগ্রস্ত হইয়াছিল, একারণ মহম্মদ সে স্থানে আপন সৈন্যদিগকে স্থিতি করিতে দিলেন না। পর দিন রাত্রিতে তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে তাহারা আপন২ উষ্ট্রদিগকে বধ করিল। পরে তাবক নামে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় বিংশতি দিন বাস করত মহম্মদ নিকটবর্ত্তি প্রদেশ সকল জয় করণার্থে ঐ স্থানহইতে সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। তখন হরিয়া দেশে অনেক সৈন্য উপস্থিত আছে, ইহা অবগত হইয়া তিনি সকল অধ্যক্ষদিগের পরামর্শানুসারে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। মহম্মদ ফিরিয়া আসিবার সময়ে এক রাত্রি কতক সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন, তাহাতে যদি তাঁহার উষ্ট্র অতি বেগে পলায়ন না করিত, তবে তিনি অবশ্য হত হইতেন। প্রত্যাগমন কালে মহম্মদ প্রচার করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের বাক্য শরীরের শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর, মনের ধন পরম ধন, সৎকর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার, ঈশ্বরের ভয় পরম বুদ্ধি, এবং স্ত্রীলোক পুরুষদিগকে ধরিবার নিমিত্তে শয়তানের জালস্বরূপ হয়।

অবশেষে সৈন্যগণ প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া মদীনায় প্রবেশ করিল। এরূপ দূরদেশে তাহারা পূর্ব্বে যুদ্ধ যাত্রা কখন করিত না। পরে মদীনাস্থ যে২ লোকেরা যুদ্ধেতে অস্বীকৃত হইয়াছিল,

Digitized by Google

মহম্মদ তাহাদিগকে মণ্ডলীহইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনার শিষ্যগণকে তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে কেহ ২ দুঃখিত হইয়া মস্‌জীদের প্রাচীরে আপনাদিগকে বদ্ধ করিয়া বলিল, মহম্মদ যদি আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তবে এ স্থানে অনাহারে মরিব। ইহা শুনিয়া মহম্মদ তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিলেন। তিনি কহিতেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের নিমিত্তে যুদ্ধকারিকে এক ঘোটক দিবে, সে মরিলে পর ঐ ঘোটকের আহার ও বিষ্ঠার পরিমাণে তাহার পাপের হ্রাস হইবে। আর ঈশ্বরের ক্রোধ প্রযুক্ত যাহার চক্ষে অশ্রুপাত হয়, ও যুদ্ধকালে যাহার চক্ষে কৃপা না জন্মে সেই দুই প্রকার চক্ষুঃ নরকাগ্নি দর্শন করিবে না।

মহম্মদ সমুদায় আরব দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীদিগের ঈর্ষ্যা জয় করিতে পারিলেন না। তিনি ঐ সকল স্ত্রীকে ভিন্ন ২ বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক জনের গৃহে এক ২ দিন বাস করিতেন। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীরা মিসর দেশীয়া মরিয়ম নাম্নী উপস্ত্রীতে তাঁহার বিশেষ আসক্তি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল; তাহাতে তিনি একমাস পর্য্যন্ত কাহারও গৃহে না যাইয়া একাকী ছিলেন। পরে তাহাদের সান্ত্বনা করণার্থে তিনি দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি মরিয়মের নিকটে আর যাইব না। কিন্তু এমত প্রতিজ্ঞা করিলেও কাম রিপু সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি কিছু কাল পরে প্রতারণা পূর্ব্বক কহিলেন, আমাকে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তুমি স্বকৃত শপথ স্বচ্ছন্দে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবা; তোমার নিয়ম সামান্য লোকের নিয়ম তুল্য নহে। তিনি

Digitized by Google

স্ত্রীদিগের প্রতি সন্দেহ করিয়া কোন পুরুষকে তাহাদিগের মুখ দেখিতে দিতেন না, এবং মৃত্যুকালে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন।

ইং ৬৩২ শালে মহম্মদ মক্কা নগরে স্বয়ং তীর্থ যাত্রা করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার কর্তৃত্ব সবল হইলে তিনি পারমার্থিক অস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া লৌকিক অস্ত্র ব্যবহার করত আলিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। অতএব তিনি মহম্মদের আজ্ঞানুসারে মক্কায় যাইয়া এ কথা প্রচার করিলেন, ইহার চারি মাস পরে দেবপূজকদিগকে আর ক্ষমা করা যাইবে না, বরং ছলে ও বলে তাহাদের সহিত নিত্য যুদ্ধ হইবে, তাহাতে তাহারা পুণ্য-মাসে কি পুণ্যস্থানেও রক্ষা পাইবে না, ও তাহাদিগকে কুটুম্ব বলিয়া কোন মুসলমান দয়া করিবে না, আর তাহাদের সঙ্গে কাহারও আলাপাদি * হইবে না।

মহম্মদ এরূপ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক আপন কার্য্য সকল সিদ্ধ করিলেন, তাহাতে অবিলম্বে নানা দেশের রাজারা ও অধ্যক্ষ-গণ তাঁহার নিকটে মদীনায় দূত প্রেরণ করিল। তিনি মিসর দেশস্থ মেম্‌ফিশ নগরের কোপ্ত জাতীয় অধ্যক্ষের নিকটে এক জন দূতকে প্রেরণ করিলেন। অধ্যক্ষ ঐ দূতকে সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মহম্মদের নিমিত্তে কতক গুলিন বহুমূল্য দ্রব্য

---

* ইহার ৩০ বৎসর পরে অর্থাৎ ওমার খালীফার রাজত্বকালে উক্ত আজ্ঞানুসারে তাবৎ যিহূদীয় এবং খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা আরব দেশহইতে দূরীকৃত হইল, এবং মুসলমানদের ন্যায় তাহাদের পাগড়ী ও কোমরবন্দ পরিতে নিষেধ হইল।

Digitized by Google

পারিতোষিক দিলেন। পরে মুসলমানেরা যখন মিসর দেশে যুদ্ধ করিল তখন কোপ্ত জাতীয়েরা তাহাদের সহকারী ছিল।

মহম্মদ আলিকে য়েমেন দেশে যুদ্ধ এবং ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে নিযুক্ত করিলেন। আলি তথায় গিয়া প্রথমে কোরানের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ না করিলে তিনি তর্ক্ক পরিত্যাগ করিয়া খড়্গ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে ৪৩ জন খড়্গদ্বারা হত হইলে পরে আর সকলে ভীত হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম স্বীকার করিল। অল্প দিনের মধ্যে ঐ সকল দেশ মুসলমান ধর্ম্মের বশীভূত হইল। ইহাতে যীশু খ্রীষ্টের এবং মহম্মদের উপদেশে কত প্রভেদ দেখা যায়। ফলতঃ যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যগণ ব্যাঘ্রের নিকট মেষপালের ন্যায়, কিন্তু মহম্মদের শিষ্যগণ অন্ধ কূপহইতে নির্গত শলভের ন্যায় ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহম্মদের বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু।

এই সময়ে মহম্মদের চেষ্টা সকল সফল হইলেও এই এক মহাবিপদ ঘটিল, অর্থাৎ তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র ইব্রাহীম ১৮ মাস বয়সে মৃত হইল। মহম্মদ অদ্বিতীয় পুত্র শোকে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া তাহার শবের উপরে পতিত হওত কহিলেন, হে আমার পুত্র! তোমার বিচ্ছেদে আমার চক্ষুঃ অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কিন্তু বিপদ্‌কালে ক্রন্দন করিলে দুঃখের উপশম হয়। তোমার পশ্চাৎ আমি শীঘ্র গমন করিব, ইহা

Digitized by Google

যদি না জানিতাম, তবে আরো দুঃখ পাইতাম। আমরা ঈশ্বরহইতে আগত হইয়াছি, শীঘ্র তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইব। মহম্মদের মৃত্যুকালে তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে কেবল খাদীজার গর্ব্ভজা ফতেমা নাম্নী কন্যা জীবিতা ছিল। ঐ কন্যাকে আলি বিবাহ করিয়াছিলেন, ও তাহাহইতে এক বৃহৎ গোষ্ঠী জন্মিল; তাহারা এক্ষণে সৈএদ নামে খ্যাত আছে। মহম্মদের পুত্র সন্তান অবশিষ্ট না থাকাতে লোকেরা তাঁহাকে অপ্‌তা অর্থাৎ বেঁড়্যা বলিত।

মহম্মদের কর্তৃত্ব যত বৃদ্ধি পাইল, তত তাঁহার শারীরিক বল ক্রমশঃ ২ হ্রাস পাইল। একতঃ পুত্র শোকে, তাহাতে নানা কর্ম্মে মনের ব্যস্ততা, ও বিষাক্ত মাংস ভক্ষণে শূলবেদনা, এ সকল প্রযুক্ত তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা শীঘ্র উপস্থিত হইতে লাগিল। অতএব আপনাকে উত্তরোত্তর ক্ষীণ বুঝিয়া তিনি হিজরার ১০ বৎসরে মক্কাতীর্থে শেষ যাত্রা করিতে স্থির করিলেন।

মুসলমানেরা কহিয়া থাকে ধর্ম্মের পাঁচ স্তম্ভ আছে, অর্থাৎ তাহা পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়, যথা; তীর্থযাত্রা, ঈশ্বরে ও তাঁহার পয়গম্বরে বিশ্বাস, প্রার্থনা, দান, এবং রমজান মাসে উপবাস। মক্কা নগর অতি পূর্ব্বকাল অবধি দেবপূজকদিগের তীর্থ স্থান ছিল। আধুনিক আরবীয়দের এমত প্রতীতি আছে, ইব্রাহীম মক্কায় প্রবেশ কালে যে প্রস্তরের উপরে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্য পর্য্যন্ত আছে।

মহম্মদের এই শেষ তীর্থযাত্রা স্মরণীয় বটে। পূর্ব্বে যে সকল পর্ব্বতীয় লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা আপন ২ দুর্গ ও প্রান্তরহইতে আসিয়া তাঁহার সহিত তীর্থে যাইবার

Digitized by Google

কারণ মদীনায় উপস্থিত হইল; তাহাতে যে ব্যক্তি উষ্ট্রব্যবসায়ী ও খাদীজার খোমস্তা হইয়াছিলেন, এবং হিজরার প্রথম তিন বৎসরে কেবল ছয় জনকে শিষ্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি ১১৪০০০ এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার স্বীয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে সমভিব্যাহারে লইয়া * তীর্থ যাত্রা করিলেন।

তীর্থযাত্রা কালে মহম্মদের সহিত নয় জন ভার্য্যা গমন করিল। তাঁহার সঙ্গিলোকদের প্রার্থনার রবে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইল, তাহাতে কোন শত্রুগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না। ঐ সময়ে সমস্ত আরবীয় ও যিহূদীয় লোকেরা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া বলিদানের মেষ ও উষ্ট্র সকলকে পুষ্পাভরণে ভূষিত করিয়া সঙ্গে লইয়া গেল। সেনাগণ তাহাদের রক্ষক হইয়া সঙ্গে ২ চলিল।

মহম্মদ মক্কায় পঁহুছিবা মাত্র অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া তীর্থযাত্রিকের বেশ ধারণ পূর্ব্বক কাবা মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্যামবর্ণ প্রস্তরকে চুম্বন করিলেন। মুসলমানেরা কহে, জিব্রীয়েল দূত ঐ প্রস্তর ইস্মাইলকে দিয়াছিলেন; তাহা তৎকালে শ্বেতবর্ণ ছিল, কিন্তু মনুষ্যদিগের পাপে এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। পরে মহম্মদ জিম্‌-জিম্‌ কূপের নিকটে গমন করিলেন। ইস্মাইলের মাতা হাজিরা

* উক্ত লোকেরা প্রায় মহম্মদের ভয়ে ঐ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিল; ইহার প্রমাণ, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পক্ষীয় খ্রীষ্টিয়ান ও যিহূদীয় এবং দেবপূজক লোক বিদ্রোহ করিতে উদ্যত হইলে আসল মুসলমানেরা শীতকালের রাত্রিযোগে ত্যক্ত মেষপালের ন্যায় ছিল। তখন আবুবকর মহম্মদের উত্তরাধিকারী হওত ভয় ও লুটের লোভ দর্শাইয়া ধর্ম্মে বিচলিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের মন শীঘ্র সুস্থির করিলেন।

Digitized by Google

তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হইলে জিব্রীয়েল তাহাকে ঐ কূপ দেখাইয়াছিলেন, মুসলমানদিগের এমত বিশ্বাস আছে। ইব্রাহীম স্বীয় পুত্র ইস্মাইলকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তৎস্মরণার্থে মহম্মদ আপন আয়ুর বর্ষ সংখ্যানুসারে ৬৩ উষ্ট্র স্বহস্তে বলিদান * করিলেন। পরে তিনি আপন কেশ সকল মুণ্ডন করিয়া শিষ্যদিগকে বাঁটিয়া দিলেন। খালিদ তাহার এক গোচা আপন পাগড়ীতে রাখিয়া কহিতেন, যুদ্ধকালে ইহা ধারণ করিলে আমার দিব্য শক্তি হয়। মহম্মদ ইব্রাহীমের ন্যায় শয়তানকে তাড়না করণার্থে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন, এবং তীর্থ যাত্রিদিগকে বিশেষ স্থানে সাত ২ খানি প্রস্তর ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন।

মক্কায় উপস্থিত হওনের পর নক্স দিনে মহম্মদ উষ্ট্রারোহণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তিনি ঐ সময়ে কহিলেন, অধিক সুদ গ্রহণ করা অনুচিত; বিধবা ও পিতৃ মাতৃহীনের প্রতি কোন অত্যাচার করা নিষিদ্ধ; এবং চারি স্ত্রী বর্ত্তমানা থাকিলে আর বিবাহ করিবেক না; বিধবা স্ত্রী স্বামির মৃত্যুর চারি মাস দশ দিন পরে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবে; আর কেহ কোন প্রাণির রক্ত পান করিবে না, কিম্বা শ্বাস বন্ধ করিয়া হত জন্তুর মাংস আহার করিবে না; অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশে না কাটিলে জন্তুর মাংস খাইবে না; এবং প্রতিমার উদ্দেশে নিবেদিত কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

---

* ইহার চারি শত বৎসর পরে এক জন খালীফা ঐ তীর্থে যাইয়া ৪০ সহস্র উষ্ট্র ও গরু এবং ৫০ সহস্র মেষ বলি দিলেন।

Digitized by Google

মহম্মদ দশম দিনে মিনা নামক উপত্যকাতে যাইয়া সাত খানি প্রস্তর পশ্চাদ্দিগে নিক্ষেপ করত, "ঈশ্বর মহান! ঈশ্বর মহান!" এই কথা বার ২ কহিলেন। পরে এই রূপ তিন দিবস করিয়া চতুর্দ্দশ দিনে কাবা মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অষ্টাদশ দিনে তিনি প্রচার করিয়া কহিলেন, যিনি আমাকে ভাল বাসেন, তিনি আলিকেও ভাল বাসুন। ঐ কথার দ্বারা আলির মিত্রগণ বুঝিল, যে আলিই মহম্মদের উত্তরাধিকারী হইবেন; ইহাতে মহম্মদের মৃত্যুর পরে মুসলমানদের মধ্যে অনেক রক্তপাত হইল। ঊনবিংশ দিনে মহম্মদ তীর্থহইতে মদীনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

মহম্মদ মদীনায় প্রত্যাগমন করিলে পর দুই জন প্রধান ব্যক্তি তাঁহাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া অথচ তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া আপনাদিগকেও ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তন্মধ্যে আস্বাদ নামে প্রথম ব্যক্তি অতি ধনবান ও সুবক্তা ছিলেন; তিনি ইন্দ্রজাল বিদ্যাদ্বারা আরবীয় লোকদিগকে মুগ্ধ করিতেন, যথা, অতি সংকীর্ণ মুখ এক শিশির মধ্যে একটী অণ্ড রাখিয়া সকলকে দেখাইলেন। আস্বাদের অনেক শিষ্য হইলে তিনি প্রায় চারি মাসের মধ্যে সমস্ত য়েমেন দেশকে বশীভূত করিলেন। ইহাতে মহম্মদ প্রচার করিলেন, অবিশ্বাসিদিগকে যে কোন প্রকারে বধ করিলে ভাল হয়। পরে তাঁহার প্রবৃত্তিদ্বারা দুই জন অনুচর শানা নগরে যাইয়া আস্বাদের স্ত্রীর সাহায্যে তাঁহাকে নিদ্রাবস্থায় বধ করিল; আস্বাদের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ পুনর্ব্বার ইসলাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

Digitized by Google

মোসাইলমা নামক দ্বিতীয় ব্যক্তি অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন। তিনি প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে কোরানের ন্যায় এক পুস্তক রচনা করিয়া তাহাকে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া প্রকাশ করিলেন। অল্প কালের মধ্যে অনেক লোক তাঁহার শিষ্য হইলে তিনি মহম্মদকে পত্রদ্বারা এই প্রস্তাব করিলেন, আইসুন, আমরা দুই জন মিলিয়া পৃথিবীকে ভাগ করিয়া লই। ঐ পত্রের শিরোনামে লিখিলেন, আল্লার প্রেরিত মহম্মদের প্রতি আল্লার প্রেরিত মোসাইলমা এই পত্র লিখিতেছেন। মহম্মদ তৎকালে পীড়িত ছিলেন, তথাপি যুদ্ধের আয়োজন করিয়া তিনি তদুত্তরে এই কথা মাত্র লিখিলেন, আল্লার প্রেরিত মহম্মদ মিথ্যাবাদি মোসাইলমার প্রতি লিখিতেছেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর খালিদ মোসাইলমাকে আক্রমণ করিলে তিনি দশ সহস্র শিষ্যের সহিত রণে পতিত হইলেন। যে বড়শাদ্বারা মহম্মদের পিতৃব্য হত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই মোসাইলমা হাবেশ দেশীয় এক জন ক্রীত দাসকর্তৃক আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার অবশিষ্ট শিষ্যেরা খড়্গের ভয়ে ইস্‌লাম অর্থাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

মহম্মদ জয়েচ্ছু হইয়া হিজরার ১১ বৎসরে সুরিয়া দেশ আক্রমণার্থ অনেক বলবান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ওসমা নামক ২০ বৎসর বয়স্ক এক যুবাকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ যুবা জয়েদ নামক মহম্মদের প্রিয় দাসের পুত্র; আর যখন মহম্মদ হুনাইন যুদ্ধে স্বীয় সেনাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যান্য সেনাপতিরা আপনাদিগকে ক্রীত দাসের

Digitized by Google

পুত্রের অধীন দেখিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু মহম্মদ যুবার গুণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে ঐ পদের উপযুক্ত পাত্র জানিয়া মস্‌জিদের মধ্যে প্রাচীন সেনাপতিদিগকে জাতির অহঙ্কার বিষয়ে ভৎর্সনা করিলেন। ইহাতে তাঁহারা ঐ তিরস্কার সহ্য করিয়া অতিভক্তি প্রকাশ করত কহিলেন, ধর্ম্মের পতাকা যাঁহার হস্তে হয়, তিনি শিশু হউন বা শত্রু হউন, আমরা তাঁহার বশীভূত হইয়া যুদ্ধ করিব।

সৈন্যগণ যে দিবস মদীনাহইতে যুদ্ধার্থে প্রস্থান করিল, সেই দিন মহম্মদ সাঙ্ঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার মস্তকে হঠাৎ অতিশয় বেদনা হইলে তিনি রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া নগরের পথ দিয়া কবর স্থানে গমন পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন।

পরদিন তাঁহার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। দুই তিন দিবস পরে তিনি আপন প্রিয়তমা স্ত্রী আইশার গৃহে গিয়া বাস করিলেন। তথায় ঘোরতর জ্বর হওয়াতে উত্তাপ উপশমের নিমিত্তে মহম্মদ আপন মস্তকে সাত কলসী জল ঢালিয়া কহিলেন, আমি খয়বার স্থানে যে বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। ঐ জলসেকে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি মসজিদে যাইয়া মিম্‌বর স্থানে দণ্ডায়মান হওত লোকদিগকে কহিলেন, আমার মৃত্যুকাল সন্নিকট হইতেছে; সৈন্যেরা আমার প্রিয় বন্ধু জয়েদের পুত্র ওসমার অধীন থাকিবে। ইহা কহিয়া তিনি সকলের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল,

Digitized by Google

আপনি আমার এক টাকা ধারেন; তাহাতে মহম্মদ তাহাকে সুদসমেত টাকা দিয়া কহিলেন, পরলোকে লজ্জিত হওনাপেক্ষা ইহলোকে লজ্জা স্বীকার করা ভাল। পরে তিনি আবুবকরকে মস্‌জিদের উপদেশক পদে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় বন্ধুদিগকে কহিলেন, আমি মক্কাহইতে দূরীকৃত হইয়া মদীনায় আইলে যাহারা আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি তোমরা সদ্ব্যবহার করিও। ইহা বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে, এই জনরব হওয়াতে তিনি কিঞ্চিৎকাল পরে চেতনা পাইয়া অতি দুর্ব্বল প্রযুক্ত হামাগুড়ি দিয়া মস্‌জিদের মধ্যে যাইয়া সকলকে কহিলেন, প্রেরিতগণ সকলই মরিয়া গিয়াছেন; এইক্ষণে আমিও আপন প্রভুর নিকটে চলিলাম। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে নিয়মিত সময়ে সকল ঘটনা হইয়া থাকে। আমার জীবন তোমাদিগের যাদৃশ উপকারক মৃত্যুও তাদৃশ হইবে। ইহা কহিয়া তিনি ওহদ রণে পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া তিনটি শেষ আজ্ঞা দিলেন, যথা; তোমরা সকল দেবপূজকদিগকে আরব দেশহইতে দুর করিও, ও নূতন মুসলমানদিগকে আপনাদের সমান পদ দিও, এবং সকলে সর্ব্বদা প্রার্থনায় আসক্ত থাকিও।

মহম্মদ ঘোর বিকারের সময়ে মস্যাধার ও লেখনী চাহিলেন; কিন্তু পাছে বিভ্রোল হইয়া কোরানের বিপরীত কোন কথা লিখেন, এই ভয়ে ওমার তাহা তাঁহাকে দিলেন না। তাহাতে গৃহমধ্যে এমত গোলযোগ উপস্থিত হইল যে মহম্মদ সকলকে বাহিরে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। পর দিনে তিনি পুনরায় মস্‌জিদে

Digitized by Google

যাইতে চেষ্টা করিলেও পথে মূর্চ্ছিত হওয়াতে পৌঁছিতে পারিলেন না। কিন্তু তৎপর দিনে যাইয়া তিনি শিষ্য সকলকে ঐক্যভাবে থাকিতে বলিয়া মৃত্যুর নিশ্চয়তা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। পরে তাঁহার যে ২৮ জন ক্রীতদাস ছিল, তাহাদিগকে দাসত্বহইতে মোচন করিতে, এবং তাঁহার গৃহে যত ধন ছিল তাহা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

মহম্মদ যুদ্ধের সময়ে যেরূপ সেইরূপ মৃত্যু সময়েও সুস্থির-চিত্ত ছিলেন। তিনি পৈত্তিক জ্বরে ও শিরঃপীড়ায় অতিশয় ক্লেশ পাইয়াও স্বীয় কবরের বিষয়ে বিশেষ২ আজ্ঞা দিলেন। "ঈশ্বর খ্রীষ্টেতে থাকিয়া আপনার সহিত জগজ্জনের সম্মিলনকারী হইলেন," মহম্মদ সত্য ধর্ম্মের এই মূল উপদেশের শত্রু হইয়াও ঈশ্বরের দয়া পাইবার ও স্বর্গে যাইবার আশা করিতেন। ফলতঃ তিনি পূর্ব্বে যে রূপ প্রবঞ্চনা করিতেন, মরণের সময়েও সেইরূপ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুদূত আমার নিকট প্রাণ চাহিলে জিব্রীয়েল আসিয়া আমাকে বলিলেন, হে মহম্মদ, মরিতে কি বাঁচিতে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর; ইহাতে আমি মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছি।" মহম্মদ নয় বার যুদ্ধ করিয়া স্বহস্তে অনেক লোকের রক্তপাত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনে কিছু মাত্র খেদ জন্মিল না।

পীড়ার একাদশ দিনে তিনি রীত্যনুসারে প্রার্থনা করিতে মস্‌জিদে গেলেন। তাহা দেখিয়া লোকেরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আরোগ্য জানিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল; কিন্তু কিছু কাল পরে বাটীতে আসিয়া তিনি অধিক রোগাক্রান্ত হওয়াতে মৃত্যুকাল উপস্থিত বুঝিয়া কহিলেন, "নিদানকালে ঈশ্বর আমার

Digitized by Google

নিকট হউন!” ইহা কহিয়া তিনি অচৈতন্য হইলেন। তৎক্ষণাৎ আইশা আপনার পিতাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে মহম্মদ তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার শেষ কথা এই ছিল, “স্বর্গস্থ সঙ্গিগণের নিকটে যাই।”

মহম্মদের মৃত্যু এত শীঘ্র হইবে, কাহারো এমত বোধ ছিল না; তাহাতে মদীনা নগরে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল, এবং যে সৈন্যেরা যুদ্ধযাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদিগের গমন স্থগিত হইল। অনেকে অনুমান করিল, মহম্মদ মরেন নাই, মূসার ন্যায় অভিভূত আছেন। এইরূপ তর্ক বিতর্ককালে আবুবকর কোরানের এক ভাগ বাহির করিয়া সকলকে জানাইলেন, ইহাতে লিখিত আছে, মহম্মদ অমর নহেন।

মহম্মদের কবর মক্কায় কি মদীনায় অথবা যিরূশালম নগরে হইবে, এ বিষয়ে অনেক আন্দোলন হইতে লাগিল। তখন আবুবকর মহম্মদের নিজ বাক্য উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করিলেন, যথা; প্রেরিত যে স্থানে প্রাণত্যাগ করেন সেই স্থানে তাঁহার কবর হইবে; আর যাহারা মস্‌জিদের ভিতরে কবর দেয় তাহারা শাপগ্রস্ত। অতএব মহম্মদ আইশার গৃহে যে খাটের উপরে মরিয়াছিলেন, তাহার নীচে তাঁহাকে কবর দেওয়া গেল; কিন্তু কতক বৎসর পরে ঐ স্থানে এক পরিপাটী মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইল।

মহম্মদ কোন ব্যক্তিকে স্বীয় উত্তরাধিকারিরূপে নিযুক্ত করেন নাই। তিনি কহিতেন, যে ব্যক্তি রাজ্য স্থাপন করে তাঁহার উত্তরাধিকারী তদীয় গৌরব ও দৃষ্টান্ত মাত্র প্রাপ্ত হয়।

Digitized by Google

আলি মহম্মদের উত্তরাধিকারী হইবেন, এমত সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তিনি মহম্মদকে কবর দেওনে ব্যস্ত হইলে আবুবকর রাজ্য প্রাপ্তির উপায় চেষ্টা করিলেন, তাহাতে কবর দেওনের পূর্ব্বেই রাজ্যের নিমিত্তে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল।

এই রূপে মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছিল। বাস্তবিক তিনি অত্যাশ্চর্য্য ও নিপুণ ব্যক্তি ছিলেন; এবং যে ভ্রমরূপ রাজ্য তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ রাজ্য অল্প বৎসরের মধ্যে চতুর্দ্দিগে বিস্তৃত হইলে আশিয়া ও আফ্রিকা ও ইউরপ দেশস্থ নানা জাতীয়েরা কোরানের মত গ্রহণ করিল। তাহাতে হিরা গহ্বরহইতে যে ধূঁয়া নির্গত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের সাগর অবধি আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল। মহম্মদের যে রূপ স্বভাব তাহা তৎস্থাপিত ধর্ম্মের রীতি ও ব্যবহারে প্রকাশ হয়; অর্থাৎ তিনি কোন ক্রমেই অন্য ধর্ম্ম সহ্য করিতে পারিতেন না, এবং সাধারণ লোকদিগকে জ্ঞান ও বিদ্যা প্রদানার্থে কোন চেষ্টাও করিতেন না।

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের এক স্থূল মর্ম্ম এই যে রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না; মহম্মদ এই ধর্ম্মের পরম শত্রু ছিলেন। ধর্ম্মপুস্তকের প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের ৯ অধ্যায়ের ১২ পদে যে পঙ্গপালের কথা লিখিত আছে, মহম্মদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিরা তাহার ন্যায় হইয়া প্রায় সকল দেশ জয় করিলেন। মহম্মদ প্রচার করিতেন, ঈশ্বর কর্ত্তৃক সকল ঘটনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তুরকী দেশীয় লোকেরা এই কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া মড়ক উপস্থিত হইলে তন্নিবারণে

Digitized by Google

কোন উপায় চেষ্টা করে না; ইহাতে অসংখ্য লোক অসময়ে মারা পড়ে।

মহম্মদের শরীর মধ্যম প্রকার ছিল। তাঁহার স্কন্ধ বিস্তৃত, ও ললাট উচ্চ, এবং গণ্ডদেশ লোহিত বর্ণ ছিল। তিনি এমত প্রিয়দর্শন ছিলেন যে তাঁহার মুখ দেখিবামাত্র সকলেই প্রেম করিত। তিনি অন্যের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিতে পারিতেন না। তাঁহার যে রূপ বল তদ্রূপ সাহস ছিল না। তাঁহার মস্তক ও নাসিকা বৃহৎ, এবং তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে এক শিরা ছিল; ক্রোধ হইলে ঐ শিরা টিপ ২ করিয়া লড়িত। তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে লোম ও তিলে আবৃত কপোতের অণ্ড প্রমাণ একটী আঁব ছিল; মুসলমান লোকেরা বোধ করিত, ঐ আঁব তাঁহার প্রেরিত হওনের চিহ্ন।

মহম্মদের শিষ্যগণ তাঁহার বিষয়ে অনেক অলৌকিক কথা কহিয়াছে, যথা; তিনি পশ্চাৎদিগে দেখিতে পাইতেন, এবং তাঁহার শরীরকে মক্ষিকায় স্পর্শ করিতে পারিত না, ইত্যাদি। মহম্মদ শৌচ ক্রিয়াদির বিষয়ে অতি মনোযোগী থাকিতেন। তিনি কহিতেন, পৃথিবীর মধ্যে স্ত্রীগণ ও সুগন্ধি দ্রব্য পরম সুখজনক পদার্থ হয়। তিনি তৎকালীন লোকদিগের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ হইলেও ভাবি শুভাশুভের লক্ষণ ও জাদু প্রভৃতি মানিতেন। তাঁহার প্রতীতি ছিল যে কুস্বপ্ন দেখিলে নিজ বাম স্কন্ধে তিন বার থুথু দিলেই ঐ স্বপ্নজন্য অমঙ্গল নিবারণ হয়। তিনি প্রত্যেক কর্ম্ম দক্ষিণ দিগহইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিগে সমাপন করিতেন, এবং অগ্রে দক্ষিণ নেত্রে পরে বাম নেত্রে রসাঞ্জন দিতেন।

Digitized by Google

বিধর্ম্মোৎপাদক লোকেরা প্রায় সকলেই কোন ২ উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত হয়, তাহাতেই তাহাদের ধর্ম্মের দোষ আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকারকারি আরিয়স, এবং মহম্মদও ছিলেন। মহম্মদ খাওয়া পরার প্রতি বিশেষ যত্ন করিতেন না। তিনি স্ত্রীজাতিকে স্নেহ করিতেন, একারণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি স্বদেশীয় গল্প ভাল বাসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আপন স্ত্রীদিগের নিকট ঐ গল্প করিতেন। তিনি ছোট বড় সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী ছিলেন, এবং সমান ব্যবহার করিতেন, ইহাতেই তাঁহার শিষ্য বৃদ্ধি হইল। মহম্মদ সকল আরব দেশ জয় করিয়াও স্বীয় গৃহে অতি সামান্য কর্ম্ম করিতেন, যথা; তিনি নিজ পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার করিতেন ও স্বহস্তে ছাগী দুহিতেন। তাঁহার আহারের দ্রব্য রুটী খর্জ্জুর ও তৈল ছিল। তিনি লোভী ছিলেন না, বরং ধনাদি যাহা ২ পাইতেন সকলি বিতরণ করিয়া ফেলিতেন। দরিদ্র লোক আসিয়া কখন ২ তাঁহার সহিত একত্র আহার করিত। তিনি কাহারও প্রতি বিষণ্ণবদন হইতেন না। তাঁহার গ্রন্থবিদ্যা অধিক ছিল না বটে, কিন্তু তিনি মনুষ্যদের স্বভাব ও চরিত্র উত্তম রূপে জানিতে পারিতেন।

মুসলমানেরা কহে, মহম্মদের বাল্যাবস্থায় স্বর্গদূত আসিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ডহইতে আদি পাপ রূপ শ্যামবর্ণ চিহ্ন উত্তোলন করিয়াছিল, আর তদবধি তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাম ও প্রবঞ্চনাদি কুক্রিয়া দেখিয়া আমারা ইহা কদাচ স্বীকার করিতে পারি না। বোধ হয় তিনি প্রথমে

Digitized by Google

সোক্রাটীস ও রামমোহন রায়ের ন্যায় যথার্থানুবর্ত্তী ছিলেন, কিন্তু পরে তাহা ক্রমে ২ পরিত্যাগ করিয়া প্রবঞ্চনা করিতে লাগিলেন, যথা; তিনি যখন স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধ করণের জন্যে কহিতেন, এতদ্বিষয়ে আমাকে ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়াছেন, তৎকালে তাঁহার মন প্রবঞ্চনায় বিলিপ্ত হইত। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আরও ভ্রষ্টাচারী হইতে লাগিলেন। দেখ, তিনি কামাদি রিপুগণকে দমন করিতে আজ্ঞা করিয়াও স্বয়ং পোনেরটি বিবাহ করিলেন; এবং প্রথমে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্ম প্রচারক রূপে প্রকাশ করিয়া পরে সামান্য যোদ্ধার ন্যায় আপন শত্রুদিগকে খড়্গদ্বারা সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইতি।

মহম্মদের বয়ঃক্রম সম্বলিত জীবন চরিত্রের ঘটনাবলি।

১ বৎসরে। মহম্মদের পিতার মৃত্যু হয়।—মহম্মদ শব্দের তাৎপর্য্য—তিনি সুস্থতার জন্য প্রান্তরে প্রেরিত হন।

২—৫। মহম্মদ প্রান্তরে ধাত্রীদ্বারা প্রতিপালিত হন।—তিনি স্বাভাবিক প্রকম্পশীল।

৬। মহম্মদকে মৃগীরোগগ্রস্ত দেখিয়া ধাত্রী ভীতা হইয়া তাঁহাকে মাতার নিকটে আনিয়া দেয়।—কিছু দিন পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

৭—৯। মহম্মদ মক্কা নগরে বাস করেন।

Digitized by Google

১০—১১। তিনি ওকাদ নামক মেলায় গমন করেন।

১২। মহম্মদের খুড়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সুরিয়া দেশে গেলে তথায় তিনি সের্জিয়স উদাসীনের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৩—১৯। তিনি নানা মেলায় যাইয়া মনুষ্যদিগের রীতি নীতি বিষয় অনেক অবগত হন।—বিশেষতঃ ১৬ বৎসরে দক্ষিণ আরব দেশে যান।

২০। তিনি মক্কার নিকটস্থ কোন এক যুদ্ধে উপস্থিত হন।

২১—২৩। অন্য কর্ম্মে অপারক প্রযুক্ত মহম্মদ মেষপালকের কর্ম্ম স্বীকার করেন।

২৪। খাদাইজার গোমস্তা হইয়া সুরিয়া দেশ পর্য্যটন করেন।

২৫—২৮। মহম্মদ ২৫ বৎসরে খাদাইজাকে বিবাহ করেন।

২৯—৩৫। বাণিজ্য কর্ম্ম করেন, ও গোপনে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করেন।—কাবা মন্দিরের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা নিষ্পন্ন করেন।

৩৬—৩৯। বণিকের কর্ম্ম করেন, এবং ধর্ম্মের বিষয়ে চঞ্চল হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন।—তিনি প্রকাশ করেন যে জিব্রীয়েল দূতের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে প্রেরিত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।—মহম্মদের স্ত্রী ও ক্রীত দাস ও ভ্রাতৃপুত্র প্রথমে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

৪০—৪১। চল্লিশ জন ক্রীতদাস ও বিদেশীয় ও নাস্তিক লোকেরা গোপনে তাঁহার শিষ্য হয়।

৪২। মহম্মদ প্রকাশ্যরূপে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া জানাইলে তাঁহার কুটুম্ব লোকেরা তাঁহাকে উপহাস ও তাড়না করে।

Digitized by Google

৪৩—৪৪। মহম্মদ দেবপূজকদিগের নরকভোগ প্রচার করিলে কোরেশেরা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়।—তাঁহার খুড়া দেবপূজক হইয়াও তাঁহাকে রক্ষা করেন।

৪৫। ছয় জন শিষ্য প্রকাশ্য রূপে তাঁহার ধর্ম্ম স্বীকার করে।

৪৬—৪৭। মহম্মদ শত্রুগণ কর্ত্তৃক স্বগৃহের মধ্যে বদ্ধ থাকেন।—ওমার তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।—কোরেশেরা তাঁহাকে দুর করিয়া দেয়।—কোন ২ মুসলমানেরা হাবেশ দেশে যাইয়া বাস করে। খাদাইজার ও আবুতালবের মৃত্যু হয়।—মহম্মদ টাইফ নগরে পলায়ন করেন।

৪৮। আইশার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ, এবং সাদা ও হাসার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

৪৯। কএক জন মদীনাস্থ তীর্থযাত্রিরা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তন্মতাবলম্বী হয়।

৫০। তাঁহার মেরাজ অর্থাৎ স্বপ্নদর্শন।—স্ত্রীলোকদের শপথ।

৫১। দুই প্রহর রাত্রির সময়ে মদীনাস্থ শিষ্যদের সভা হইলে তাহারা মহম্মদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে দিব্য করে।—কোরেশেরা তাঁহাকে উগ্রতর তাড়না করাতে তিনি গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া থাকেন।—তিনি মদীনায় পলায়ন করিলে হিজরা সন আরম্ভ হয়।—তিনি মদীনায় এক মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।—আইশাকে বিবাহ করেন।—তাঁহার মণ্ডলীস্থ লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

৫২। তিনি যিহূদীয় লোকদিগকে আপন ধর্ম্মে আনিতে চেষ্টা করেন।—মক্কা ও মদীনাস্থ শিষ্যদিগের মধ্যে ভ্রাতৃত্বরূপ বন্ধুতা করান।—তিনি কোরেশদিগের কাফিলা লুঠ করেন।—বদরের যুদ্ধ।

Digitized by Google

৫৩। মহম্মদ রমজান মাসের উপবাস স্থাপন করেন।

৫৪। মহম্মদের যষ্টির কথা।—দুই বিধবার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।—তিনি কোন২ যিহূদীয় লোককে বধ করেন।—ওহদ রণে পরাভূত হন।—দ্রাক্ষারস পান নিষেধ করেন।—অদৃষ্টের কথা প্রচার করেন।

৫৫। তিনি এক বন্দি অধ্যক্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন।—আপনার এক জন শত্রুকে গোপনে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন।—জয়েদ জীবৎ থাকিতে তিনি তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

৫৬। তিনি মদীনায় শত্রুগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হন।—সাত শত যিহূদীয় লোককে হত করেন।—তিনি রোহনা নামে এক যিহূদীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

৫৭। মহম্মদ মক্কা নগরে তীর্থযাত্রা করেন।

৫৮। মহম্মদ বিষ ভক্ষণ করেন।—তিনি আর দুই বিধবাকে বিবাহ করেন।—গ্রীক ও পারস্য সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করেন।—পুনর্ব্বার মক্কায় তীর্থ যাত্রা করেন।—অন্য বিধবাকে বিবাহ করেন।

৫৯। তিনি সুরিয়া দেশকে আক্রমণ করেন।—মুতায় পরাস্ত হন।—মহম্মদ মক্কা নগরকে জয় করিয়া প্রতিমা সকল ভঙ্গ করেন।—হুনাইনের যুদ্ধ।

৬০। প্রান্তরে যুদ্ধযাত্রা।—মহম্মদের স্ত্রীদিগের বিবাদ।—তিনি মক্কায় শেষ তীর্থ যাত্রা করেন।

৬১। প্রতিযোগি অধ্যক্ষগণ তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করেন।—মহম্মদের মৃত্যু।

Satyárnaba Press, No. 14 South Road Intally.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

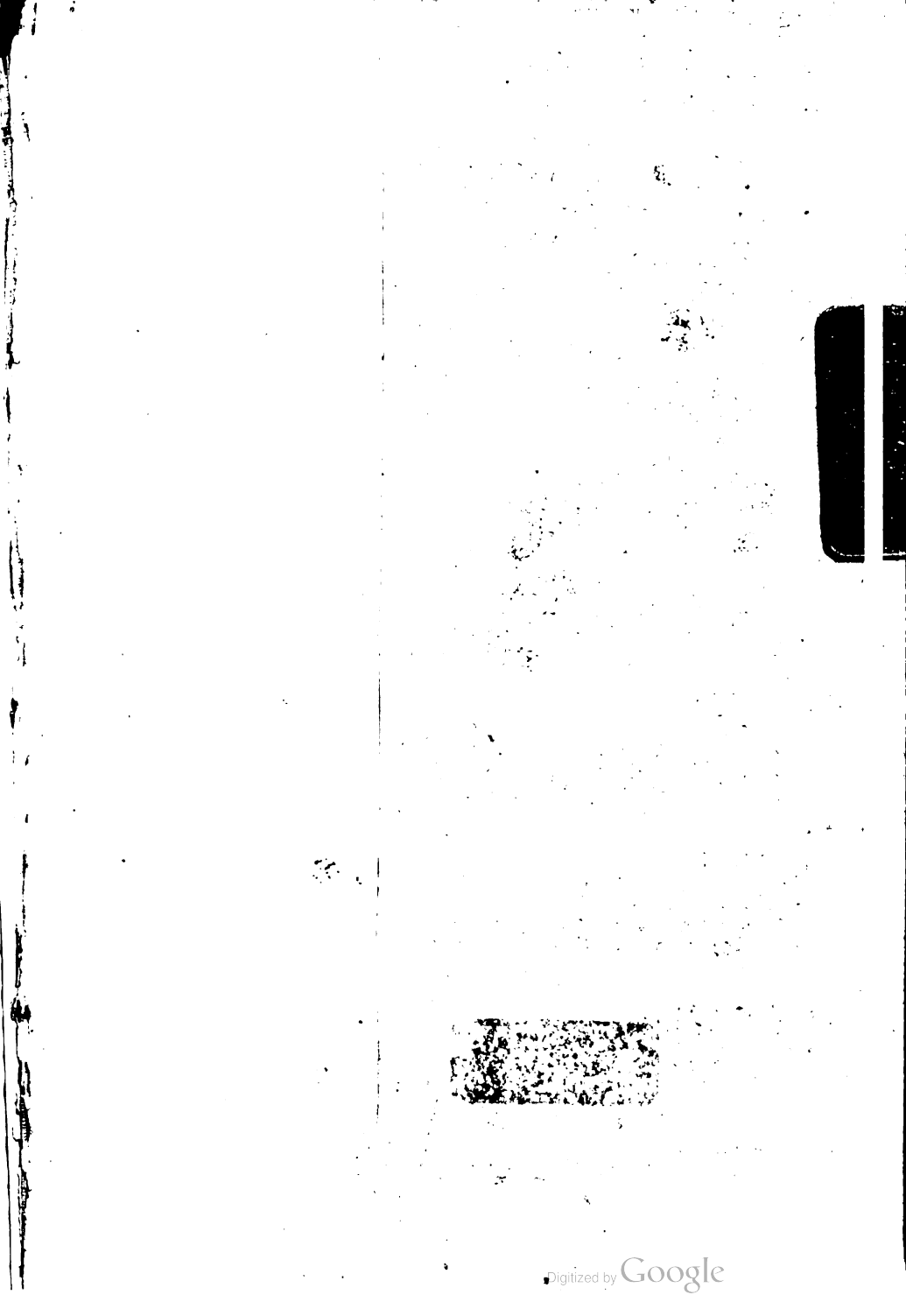
Digitized by Google

UNIVERSITY OF CHICAGO
60 495 718

Digitized by Google